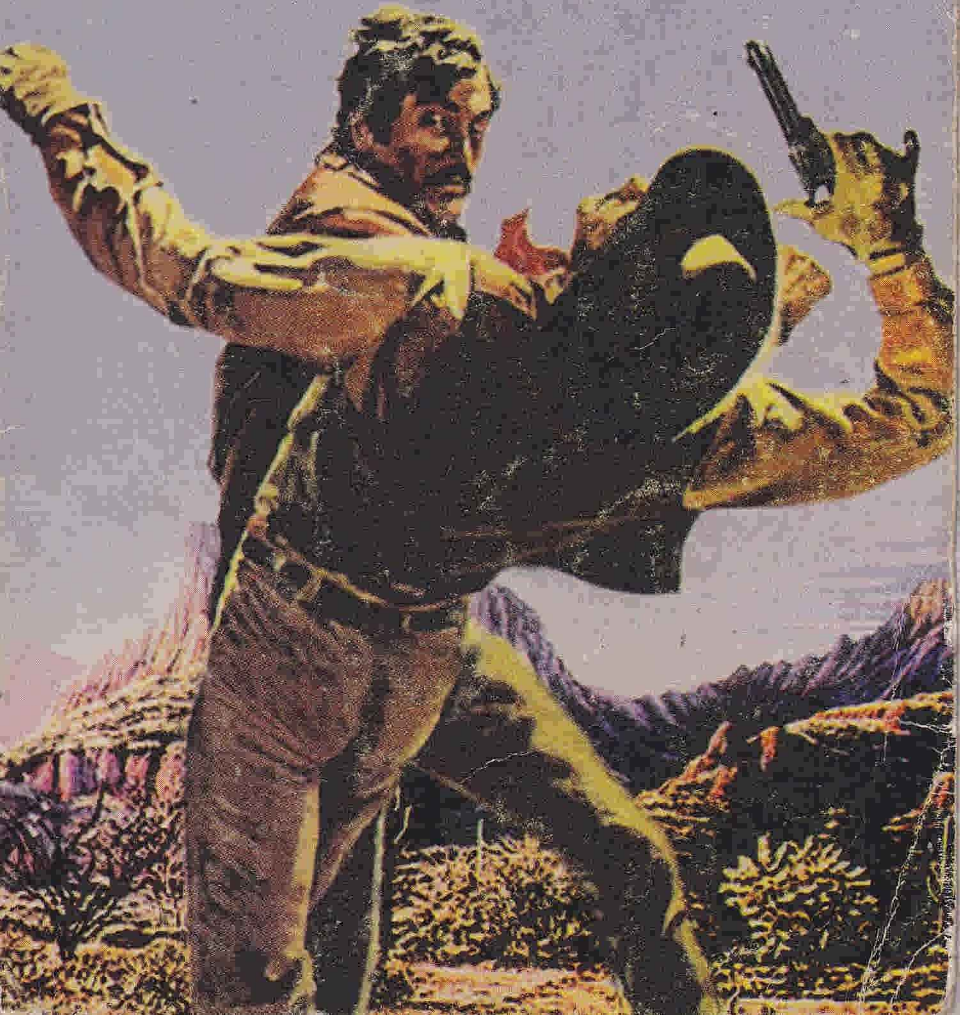
ওয়েস্টার্ন

আঁতাত

গোলাম মাওলা নঈম



এক

দিগন্তের কিনারা ছুঁয়েছে সূর্য, ডুবি ডুবি করছে। গ্রীষ্ম বলেই বোধহয়, এখনই আঁধার নামবে না, বরং আরও কিছুক্ষণ ম্লান আলো থাকবে।

রাত নামার আগেই গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া থাকায় নাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়েছে জন ক্যালকিন। ওকে ঘিরে একই গতিতে ছুটছে বিশটা বুনো ঘোড়া। ধুলোর ঝড়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। পথটা সমতল বা সহজ হলে সমস্যা ছিল না, কিন্তু এবড়োখেবড়ো প্রান্তর ধরে আরও মাইল কয়েক যেতে হবে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে এগোতে অসুবিধা যেমন হবে, তেমনি বিপদের সম্ভাবনাও আছে।

পাথুরে জমি ছাড়িয়ে এক চিলতে ঘেসো উপত্যকায় পৌঁছল জন। একপাশে ছোট্ট ওঅটরহোল রয়েছে এখানে। সবুজ ঘাস যা আছে, ঘোড়াগুলোর জন্য যথেষ্ট হবে। উপত্যকা ছাড়িয়ে সামনে গেলে পাবল ক্যানিয়ন। ক্যানিয়ন তো নয় যেন গোলকধাঁধা! নানা শাখা-প্রশাখা মিলে এমনভাবে বিস্তৃত হয়েছে একবার ঢুকলে বেরিয়ে যাওয়া মুশকিল।

সপ্তাহ খানেক আগেও একবার এসেছিল জন, জায়গাটা পছন্দ করে গেছে।

ঘাস-পানি পেয়ে খুশি মনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘোড়াগুলো। দূর থেকে পুরো পালের উপর নজর বুলাল জন। প্রতিটি ঘোড়াই তেজী ও দুর্দান্ত। সবল পেশীবহুল শরীর দেখলে বোঝা যায় অফুরন্ত দম আর সহিষ্ণুতা রয়েছে এদের। এক কথায় লোভনীয়। সন্দেহ নেই ক্যাভালরির পারচেজ অফিসার মেজর শ্যাফটার দারুণ খুশি হবে

আঁতাত

এগুলো পেয়ে। দামও নেহাত কম পাওয়া যাবে না।

'যদি না,' নিজস্ব সোরেলের উদ্দেশে নিচু স্বরে বলল জন। 'বজ্জাত ঘোড়াচোরগুলো বাগড়া দেয়।' স্যাডল খসিয়ে দলাই-মলাই করে দিচ্ছে সোরেলের ক্লান্ত শরীর। 'ঠিক চুরি তো করে না ওরা, তবে যা করে সেটা চুরির চেয়েও কম নয়। কেউ ঘোড়া নিয়ে যেতে চাইলে বাধা দেয়, মওকা পেলে তাড়িয়ে দেয়। ব্যস, তাতেই ওদের উদ্দেশ্য হাসিল।'

মিনিট দশ পর নিশ্চিন্ত মনে ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে এল জন, ঝোপঝাড়ের আড়াল ধরে এগিয়ে চলল। ক্লান্ত লাগছে খুব, এক কাপ কড়া কফি হলে খুব ভাল হত। কিন্তু আগুন জ্বালানোর উপায় নেই। আলো জ্বালানো মানেই নিজের উপস্থিতি জানিয়ে দেওয়া। সেক্ষেত্রে গত এক সপ্তাহের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।

দশ মাইল পিছনের স্প্রিং ভ্যালি থেকে বুনো ঘোড়াগুলোকে এতদূর তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে জন। কঠিন কাজ না-হলেও পুরো সময়টায় নিজেকে গোপন রাখতে হয়েছে; কৌশল খাটানোর সঙ্গে সঙ্গে কফি খাওয়ার তীব্র ইচ্ছে ত্যাগ করতে হয়েছে। আর ধকল তো গেছেই। বেশিরভাগ সময় একা পুরো কাজ করেছে জন।

কর্নেল ব্রেসওয়েল বারবার সাবধান করে দিয়েছে লস্ট রীভার এলাকার লোকজন যেন ঘুণাক্ষরেও ওর উপস্থিতি টের না-পায়। নির্দেশটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে জন।

কর্নেলের কথা মনে পড়তে একটা মিষ্টি মুখ ভেসে উঠল জনের মানসপটে। কর্নেলের মেয়ে রুথ। দু'বার দেখা হয়েছে ওদের। রওনা দেওয়ার আগের দিন বাবার পাঠানো সংবাদ ওকে জানিয়ে গেছে রুথ।

কাজটা ভালভাবে শেষ হতে যাচ্ছে বোধহয়। ভাগ্য ভাল হলে কাল এ-সময়ে ফোর্ট মিসৌলায় পৌঁছে যাবে জন। ওর জন্য অপেক্ষায় থাকার কথা মেজর শ্যাফটারের। ঘোড়াগুলো তাকেই বুঝিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু ভাগ্য "ভাল থাকা" নিয়েই যত সন্দেহ। যদিও এখন পর্যন্ত

তেমন কিছু ঘটেনি, তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না জন। ঘটতে কতক্ষণ? কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ যে-কোন কাজ এক মুহূর্তের ব্যবধানে ভণ্ডুল হয়ে যেতে পারে। ক্ষণিকের মাঝে ঘটে যায় দুর্ঘটনা।

কয়েক মাস ধরে চেষ্টা চালিয়ে গেছে কর্নেল ব্রেসওয়েল। কিন্তু বারবার ব্যর্থ হয়েছে। লস্ট রীভার এলাকা থেকে বুনো ঘোড়ার পাল কখনোই গন্তব্যে পৌঁছতে পারেনি, পথে কোথাও না কোথাও বেহাত হয়ে গেছে। বেশিরভাগ সময় রহস্যময় আক্রমণকারীরা তাড়িয়ে দিয়েছে বুনো প্রাণীগুলোকে।

বিপদে পড়ে জনের সাহায্য চেয়েছে কর্নেল। টুকসনে হঠাৎ দেখা, দু'জনে একটা কফিশপে বসে পুরানো দিনের গল্প করছিল। জনের হাতে আপাতত কাজ নেই শুনে নিজেকে সংবরণ করতে পারেনি কর্নেল, মুখ ফস্কে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে। জনও মানা করেনি।

ক্যানিয়ন থেকে মাইল খানেক দূরে চলে এসেছে জন। গতি কমিয়ে ট্রেইলের একটু আড়াআড়ি দাঁড় করাল সোরেলটাকে, ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা উপত্যকার দিকে তাকাল। নানান আকার-আকৃতি এবং সাইজের গ্র্যানিটের চাঙড় ছাড়া অন্য কিছু ঠাহর করা মুশকিল। কান পেতে শব্দ শুনল। ঝিরঝিরে বাতাস বয়ে যাওয়ার চাপা আওয়াজ, অ্যাসপেন পাতার মর্মরধ্বনি আর কয়েকটা কীটের অদ্ভুত ডাক...অস্বাভাবিক কোন শব্দ নেই।

দক্ষিণের খাঁজকাটা পাহাড়সারির দিকে চলে গেল দৃষ্টি। ধূসর আকাশের পটভূমিতে অশুভ দেখাচ্ছে কাঠামোগুলো। অন্ধকার গাঢ় হলে একটু পর তাও চোখে পড়বে না। সোরেলের পাঁজরে হাঁটুর আলতো গুঁতো চালাল জন, এগোনোর নির্দেশ। ঢালু পথ ধরে নামতে শুরু করল ঘোড়াটা।

উপত্যকার নীচে লস্ট রীভার শহর। ছোট্ট তবে জমজমাট। সন্ধ্যার পর রীতিমত উৎসব শুরু হয় শহরে। অথচ দিনের বেলায় থাকে প্রায় জনশূন্য, ঝিমিয়ে পড়া।

একশো গজের মত এগোনোর পর শহুরে কোলাহলের শব্দ কানে

এল ওর। ড্যান্স-ফ্লোরের বাজনার আওয়াজ কানে মধুবর্ষণের মত লাগছে! গলাটা হঠাৎ খুব শুকনো আর খরখরে মনে হলো জনের, এক গেলাস হুইস্কি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করত। কিন্তু উপায় নেই। আগে দায়িত্ব। কর্নেল বোধহয় পৌঁছে গেছে।

নির্দিষ্ট একটা জায়গায় দেখা হওয়ার কথা দু'জনের।

ঘন অ্যাসপেনের আড়ালে আড়ালে এগিয়ে চলল জন। শব্দ বেশি হবে বলে ঘোড়া ছোটায়নি, স্রেফ হাঁটছে সোরেলটা। প্রায় পৌঁছে গেছে। ঢালের নীচে ছোট্ট উপত্যকা। যথেষ্ট আড়াল আছে বলে দেখা করার জন্য এ-জায়গাটা ঠিক করেছে দু'জনে।

বীভার হেডস-এর দুই চূড়া পুব-পশ্চিমে আড়াল করেছে উপত্যকাটাকে। একপাশে স্বচ্ছ ক্রীক বয়ে গেছে। পাহাড়ী ঢালে ঘন জঙ্গল। উত্তরে বিস্তৃত সমতলভূমির বুকে গড়ে উঠেছে গুটি কয়েক র‍্যাঞ্চ, কোনটাই খুব বড় নয়।

শীত পড়ছে বেশ। দিনের আলো থাকলে অ্যাসপেনের পাতায় সোনালি জৌলুস চোখে পড়ত, তবে এখন স্রেফ কল্পনা করে নিতে হচ্ছে। উদ্বেগ না-থাকলে উপভোগ করতে পারত সময়টা, বুক ভরে টেনে নিত অ্যাসপেনের ঘ্রাণ সুবাসিত বাতাস।

মনটা কু গাইছে জনের। কেন যেন মনে হচ্ছে ওর উপস্থিতি প্রকাশ পেয়ে গেছে। এত সাবধানতা কোন কাজেই আসেনি।

মিনিট দুয়েক পর নির্দিষ্ট জায়গাটায় পৌঁছল জন। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, দু'হাতের বেশি দৃষ্টি চলে না। শ্রবণশক্তি আর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই ভরসা এখন। আশার কথা, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত ও। কোলাহলময় শহুরে পরিবেশের চেয়ে বরং বন বা খোলা জায়গায় বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

কারণ বিপদের আভাস এখানে আগাম পাওয়া যায়।

কান পেতে শব্দ শুনল জন। স্বচ্ছ ক্রীকে বয়ে চলা পানির কুলকুলধ্বনি, গাছ থেকে খসে পড়া অ্যাসপেন পাতার খসখসে আওয়াজ···বিচিত্র শব্দে নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে নাম-না-

জানা কীট-পতঙ্গ···আর ঠাণ্ডা বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ। উঁহুঁ, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা নেই।

একটু পরে চাঁদ উঠবে। কিছুটা হলেও শঙ্কা বোধ করছে জন। আঁধারই ভাল ছিল। চাঁদ উঠলে আলোর বন্যায় ভেসে যাবে সব, কর্নেল আর ওর সাক্ষাৎকার তখন গোপন থাকবে না।

কর্নেলের এতক্ষণে পৌঁছে যাওয়ার কথা!

বিপদ হলো না তো? এগিয়ে যাবে, না আড়ালে অপেক্ষায় থাকবে? দ্বিতীয়টাকে উচিত মনে হলো ওর। আপাতত। কর্নেল বারবার নিষেধ করে দিয়েছে ও যেন নির্দিষ্ট জায়গা ছেড়ে একটুও না-নড়ে। কর্নেলের সঙ্গে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে জন, তাই জানে উপযুক্ত কারণ না-থাকলে এমন কঠিন নির্দেশ দিত না হ্যারি ব্রেসওয়েল।

তাই···ধৈর্য ধরতে হবে। অবশ্য এতটুকু আপত্তি নেই ওর। শুধু ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠা চাঁদটাই শঙ্কিত করে তুলছে ওকে। চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল জন, নিজের অবস্থান বিবেচনা করল। নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে। প্রকাণ্ড একটা অ্যাসপেনের গাঢ় ছায়ার নীচে থাকায় চট করে ওকে চোখে পড়বে না কারও। আর এক্ষেত্রে যা হয়, নড়াচড়া না-করলে পাঁচ হাত দূর থেকেও দেখতে পাবে না কেউ।

এখানে কর্নেলের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হবে, সেটা কারও জানার কথা নয়। কিন্তু নিশ্চিত বলা যায় না। স্রেফ ঘটনাচক্রে কেউ চলে আসতে পারে। কারণ পুরো দুনিয়াই চরম অনিশ্চয়তার জায়গা। শত্রুপক্ষ যেহেতু কর্নেলের উপর সবসময় একটা চোখ রাখছে, তাই ধরে নেওয়া চলে তার পিছু নিয়ে এখানেও চলে আসতে পারে। হয়তো কর্নেলের অগোচরেই।

খুরের চাপা শব্দ শুনতে পেয়ে উদ্বেগের ভারটা কমে গেল। কর্নেল বোধহয়। তবে অন্য কেউও হতে পারে। নিশ্চিত না-হয়ে নিজের উপস্থিতি জানান দেবে না জন, আড়াল থেকেও বেরোবে না।

স্যাডলে ঠায় বসে আছে ও, একেবারে নিঃসাড়। গত দশ মিনিটে এমনকী একবারের জন্যও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নিঃশ্বাস নেয়নি,

কিংবা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু জোরে বা গভীরভাবেও নেয়নি।

অসতর্কতার পরিণাম কী, জানে জন, তাই সতর্কতার ব্যাপারে সামান্য ঢিলেমি নেই ওর। ঘাড়ের উপর একটাই মাথা, সুতরাং...

আরোহী দৃষ্টিসীমায় চলে এল। কাঠামো দেখেই চিনতে পারল জন, কিন্তু কর্নেলকে আরও একটু এগিয়ে আসতে দিল। শতভাগ নিশ্চিত হওয়ার পর মুখ খুলল। কোলের উপর একইভাবে পড়ে থাকল উইনচেস্টার।

'ক্যালকিন, স্যার,' মৃদু স্বরে জানাল ও।

ওকে দেখতে পায়নি কর্নেল। 'কোথায় তুমি, মেজর? আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না!'

স্মিত হাসল জন। তিন বছর আগে উর্দি ছেড়ে এসেছে কর্নেল, কিন্তু পুরানো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি, এখনও জনকে মেজর বলে সম্বোধন করছে।

'এগিয়ে আসুন,' নিচু স্বরে জানাল জন। 'সামান্য ডানে।'

এবার নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে এল কর্নেল।

'কোন গোলমাল হয়েছে নাকি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল জন। 'যদ্দূর মনে আছে উপত্যকা ধরে আপনার আসার কথা।'

'জর্জকে পাঠিয়েছিলাম রেকি করার জন্য, কে বলতে পারে এখানে ওঁৎ পেতে নেই কেউ? ও বলল ক্লিফগুলোতে কাকে নাকি দেখেছে। তবে নিঃসন্দেহ হতে পারেনি। ভাবলাম অযথা ঝুঁকি নিয়ে কী লাভ! ঘুরেই এলাম।'

'জর্জ কে?' অপরিচিত নামটা শুনে খানিক অবাক হলো জন।

'শ্বশুর পক্ষের আত্মীয়,' ব্যাখ্যা দিল ব্রেসওয়েল। 'বউ মারা যাওয়ার পর থেকে আমার এখানে আছে। চালু ছেলে। ব্যবসা বোঝে বলে আমার কাজে ঢুকিয়ে দিয়েছি। লোভ বেশি না-করলে ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই। রুথও বেশ পছন্দ করে ওকে।'

কর্নেল হয়তো মনে করেছে ব্যাখ্যা হিসাবে এটুকুই যথেষ্ট, কিন্তু আদপে তা হলো না, জনের সন্দেহ দূর হয়নি।

'কিছু মনে করবেন না, স্যার। হয়তো অযথাই সন্দেহ করছি। মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তার কারণেও হতে পারে। কিন্তু কথা হচ্ছে রুথকে না-পাঠিয়ে ওকে পাঠালেন কেন?'

'জেমস বাওয়ারের সঙ্গে দেখা করতে শহরে গেছে রুথ। বেন্ডার ম্যাককুইনের কথা তো জানোই, চালু ব্যবসায়ও লালবাতি জ্বালিয়েছে। বাওয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে কিছু করা যায় কি-না তাই চেষ্টা করছে রুথ। খবরটা শুনে খারাপ লাগছে?'

অজান্তে ভুরু কোঁচকাল জন। কর্নেলকে অনেকদিন ধরে চেনে। এমন জরুরী ও বিপজ্জনক মুহূর্তে আবোল-তাবোল বকার কারণ কী? কোথায় কাজের কথা পাড়বে, তা নয় ফালতু কথাবার্তা শুরু করে দিয়েছে!

একটা কারণ আছে নিশ্চয়ই!

'আরে, দূর! ভুলটা আমারই। তুমি তো কাউকে চেনো না, অথচ কখন থেকে ওদের কথা বলে যাচ্ছি শুধু!' এতক্ষণে যেন মনে পড়ল কর্নেলের। 'তোমাকে দেওয়া প্রস্তাবটা অবশ্য আমার মাথা থেকে বেরোয়নি। বুদ্ধিটা কে দিয়েছিল, জানো? জেমস বাওয়ার। কিছুদিন আগেও ফ্লাইং-কের অর্ধেক মালিক ছিল ও। র‍্যাঞ্চটা চেনো তো? আমারটার পুব দিকে।

'আর বেন্ডার আমার পুরানো বন্ধু। আইডাহোতে ভয়ঙ্কর এক মারামারিতে জড়িয়ে পড়েছিল ও, এতটাই যে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। এখানে এসে ছোট্ট একটা সেলুন খাড়া করে ও। ফুলে-ফেঁপে সেটাই আজ কাউন্টির সবচেয়ে সমৃদ্ধ সেলুন। অদ্ভুত না? কর্মচারীরা চালায় সেলুনটা, আর বেন্ডার সারাদিন ডুবে থাকে বইয়ের সমুদ্রে। লোকটা বইয়ের পোকা।

'ব্যবসার দিকে মনোযোগ নেই ওর, বরং বই ছাড়া একটা মিনিটও কাটায় না। বই কেনার টাকা যুগিয়ে কুলোতে পারছে না ওর ম্যানেজার। ইউরোপ থেকে দামী দামী বই প্রতি মাসে আনা হয়, চিন্তাও করতে পারবে না কত খরচা পড়ে! জেমসের সঙ্গে বুদ্ধি-পরামর্শ

করে একটা কিছু করতে চাইছে রুথ। হাজার হোক, আমাদের রক্ত তো! দোষ আর গুণ যাই বলো, আমরা আইরিশরা একে অন্যকে সাহায্য না-করে পারি না।'

'বুঝলাম, স্যার,' ধৈর্য হারাল না জন, বরং নিশ্চিত হয়ে গেছে সত্যি কোন ঘাপলা আছে। 'এখন ঘোড়াগুলো...'

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল কর্নেলের ঘোড়া, প্রায় হামলে পড়ল জনের সোরেলের উপর। ত্বরিত লাগাম টেনে সামলে নিল জন, কর্নেলের কাণ্ডে খানিকটা হলেও বিস্মিত হয়েছে। ব্রেসওয়েল যে স্বেচ্ছায় কাজটা করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘোড়া দুটো নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্য পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হলো ওরা। 'মনে হয় ফেউ লেগেছে,' ফিসফিস করে বলল কর্নেল। 'যা বলছি বলতে দাও!'

আবার পিছিয়ে গেল কর্নেল। 'ঘোড়াটার কাণ্ড দেখলে?' গলা চড়ে গেছে এবার। 'উদ্ভট!' কৃত্রিম বিরক্তি ফুটে উঠল তার কণ্ঠে। 'এক কাজ করা যাক, স্যাডল ছেড়ে কোথাও দাঁড়াই। বোধহয় আমাকে পিঠে বসে কথা বলতে দিতে ভাল লাগছে না হতচ্ছাড়া ঘোড়াটার!'

স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল কর্নেল। জনও নেমে পড়েছে। বজ্জাত ঘোড়াচোরদের কেউ যদি ঘাপটি মেরে থাকে আশপাশে, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গত কয়েক মাস ধরে এটাই ঘটে এসেছে। প্রতিবার ঘোড়ার চালানের খবর ফাঁস হয়ে যেত, এবং যাত্রাপথে কোথাও ঘোড়াগুলো বেদখল হয়ে গেছে।

চিন্তার কথা! ভাবছে জন। কর্নেলকে যদি কেউ অনুসরণ করে থাকে, একইভাবে অন্য একজন ওর পিছু লাগেনি তার নিশ্চয়তা কী? এই মুহূর্তে কর্নেলের সঙ্গে ওকে দেখে ফেলেনি তো? কতটুকু দেখেছে বা জানে ফেউ লোকটা? পাঁচদিন আগে ঠিক করে রাখা প্ল্যানের কী হবে এখন?

পকেট থেকে সিগার বের করল কর্নেল। 'দেয়াশলাই আছে?'

কোটের পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে এগিয়ে দিল জন,

দু'পা পিছিয়ে এল। হাতের তালুয় আগুন ঢেকে সিগার ধরাল কর্নেল, ফুঁ দিয়ে জ্বলন্ত কাঠি নিভিয়ে ফেলল। নিচু স্বরে বলল, 'আমার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যাও। ঘোড়ার ব্যাপারে অন্য কোন আলাপ করো, কিংবা অন্য কোন প্রসঙ্গে।'

সিগারে টান দিল কর্নেল, কয়েক পা হেঁটে সরে গেল। চড়া গলায় বলল, 'ঘোড়া আনতে বাগড়া দেয় যে-লোকগুলো, কারা ওরা? গত চার মাসে পাঁচবার ব্যর্থ হলাম। অথচ র‍্যাঞ্চ চালানোর জন্য নগদ টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। শীত কাটানো মুশকিল হয়ে পড়বে। পর্যাপ্ত খড় নেই। ভেবেছিলাম কিছু বুনো ঘোড়া বেচতে পারলে শীতের খরচটা উঠে আসবে।

'ওদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ওরা চায় র‍্যাঞ্চ বেচে দিয়ে চলে যাই। আশ্চর্যের ব্যাপার কী, জানো? এমন আহামরি র‍্যাঞ্চ নয় লিনিং-বি! পরপর কয়েক মরশুমে বিক্রি করে দেওয়ায় বড়জোর হাজারটা গরু আছে। তবুও ওটা কিনতে লোকের এত আগ্রহ!'

'ঘোড়াগুলো যদি ওরা নিতে চাইত, তা হলেও একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যায়। আসলে ওদের উদ্দেশ্য র‍্যাঞ্চ বিক্রি করে চলে যান আপনি।'

'কিন্তু কেন?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানতে চাইল ব্রেসওয়েল। 'আমি তো কারও কোন ক্ষতি করিনি!'

পকেট থেকে কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করল জন। কর্নেলের প্রশ্নটা বাতাসে জমা হয়ে থাকল অনেকক্ষণ। উত্তর চাইছে হ্যারি ব্রেসওয়েল, তবে এও জানে উত্তরটা জানা নেই জনের।

'দুশ্চিন্তা করবেন না, কর্নেল,' সিগারেট ধরিয়ে বলল জন। 'দুটো দিন অপেক্ষা করতে হবে আর। ছয়টা ঘোড়া যোগাড় করে ফেলেছি। আশা করছি পরশু সকালে পাসের ভিতর দিয়ে ঘোড়া নিয়ে পৌঁছে যাব আমি।' ইচ্ছে করে ঘোড়ার সঠিক সংখ্যা বলল না জন, যেহেতু লুকিয়ে থাকা লোকটা শুনতে পাচ্ছে।

'কিন্তু তাতে তো আমার প্রশ্নের জবাব মিলবে না।'

'প্রথম সমস্যার সমাধান তো হবে। পরেরটা না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, স্যার, আপনার কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসাই লা-জবাব থাকবে না।'

'একটা কথা, ওদেরকে আবার গুলি করে বোসো না। কাজে বাগড়া দিতে এলে অস্ত্র দেখিয়ে সামলে রেখো। কী ঘটল বোঝার আগেই জেলে ঢোকাব বজ্জাতগুলোকে।'

নিঃশব্দে হাসল জন। কর্নেল আর ওর পুরানো কৌশল এটা। যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্ডিয়ানদের ফাঁদে ফেলার জন্য একবার এমন বুদ্ধি এঁটেছিল। সেবারের মত এবারও যদি কাজ হয়ে যায় তো ভাল। শত্রুপক্ষ কর্নেলের উপর নজর রাখবে, এদিকে বিশটা ঘোড়া নিয়ে ফোর্ট মিসৌলায় পৌঁছে যাবে জন।

'ঠেকায় না-পড়লে গোলাগুলিতে যাওয়ার দরকার নেই,' ফের বলল কর্নেল। 'ভায়োলেন্স ভাল লাগে না আর! চাকুরির শুরুতে উত্তেজনা বোধ করতাম, তবে এখন বয়স হয়েছে, অবসরে চলে এসেছি। শান্তিপূর্ণ জীবনই ভাল লাগে।' সিগার থেকে ছাই ঝেড়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল কর্নেল ব্রেসওয়েল। 'এই লোকগুলো টাকা পাচ্ছে কোথায়, সেটাও চিন্তার বিষয়। প্রথমে ভেবেছিলাম স্থানীয় কেউ, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বাইরের লোক ওদের কাজে লাগাচ্ছে।'

শেষদিকে শব্দগুলো বেশ জোর দিয়ে বলেছে কর্নেল। জন বুঝল সাবেক বসের উদ্দেশ্য—আলোচনাটাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে কর্নেল। 'এখানকার লোক নয় কেন?' জানতে চাইল ও।

'আমার র‍্যাঞ্চ কেনার মত সামর্থ্য খুব বেশি লোকের নেই এখানে। বড়জোর চারজন। বেন্ডার ম্যাককুইন একজন। বিস্তর টাকা আছে, তবে বই ছাড়া কিছু বোঝে না। র‍্যাঞ্চিংয়ে আগ্রহ নেই, জানতে চায়ও না। আমাদের শেরিফ কিম সার্টিন আরেক চীজ। কিছুটা বোকা, কিন্তু ওর মত সৎ মানুষ খুব কমই হয়।

'আরেকজন হচ্ছে জেমস বাওয়ার। চিনেছ ওকে? তরুণ লইয়ার। কিমেলের সঙ্গে ফ্লাইং-কে গড়ে তুলেছিল, কিন্তু কিছুদিন আগে বেচে দিয়েছে। কারণ? আইনী ব্যবসায় আরও মনোযোগ দিতে চায় জেমস। তা ছাড়া, রুথের ব্যাপারেও আগ্রহী ও। চতুর্থ লোকটা হলো মন্টি কিমেল, জেমসের সাবেক পার্টনার, তবে এখন ফ্লাইং-কের পুরো মালিক। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, যদিও ছোটখাট ব্যাপারেও মন দিচ্ছে ইদানীং। ওর নীতি হলো কম করব, কিন্তু ভালভাবে করব। বিশালদেহী বলে সব কিছু গায়ের জোরে করতে চায়।

'তারমানে, এরা সবাই বাদ। বাকি থাকল বাইরের লোকজন। আমি নিঃসন্দেহ এখানকার কেউ জড়িত নয়।'

জন নিশ্চিত হয়ে গেল আসলে এই চারজনের একজনকে সন্দেহ করছে কর্নেল, নইলে এত ব্যাখ্যার ঝামেলায় যেত না। এবার কী নিয়ে আলাপ হবে?

'দূর! সিগারটা নিভে গেছে!' কর্নেলের কণ্ঠে কৃত্রিম বিরক্তি। 'সেই কখন থেকে বকবক করছি, টান না-দিলে তো নিভবেই! বয়স হলে এই এক জ্বালা। জবান সহজে থামতে চায় না। আরেকটা কাঠি জ্বালাও, বন্ধু!'

বন্ধু!? ক্ষণিকের জন্য বিমূঢ় বোধ করল জন, তারপর মনে মনে একচোট হেসে নিল। ভাল বুদ্ধিই বাতলেছে বুড়ো। ইচ্ছে করে ওর নাম বা পদবী মুখে আনছে না, যদিও সবসময় পদবী ধরে অন্যদের ডাকতে পছন্দ করে ব্রেসওয়েল। ব্যতিক্রমটা স্রেফ জনকে আড়ালে রাখার জন্য। শত্রুপক্ষের কেউ যদি সত্যি এসে থাকে, আর এতক্ষণে জনকে দেখতে না-পেয়ে থাকলে, আশা করা যায় ওর পরিচয় প্রকাশ পায়নি। নাম উচ্চারণ করে ওকে চিনিয়ে দেওয়ার ঝুঁকি নেয়নি কর্নেল। বরং এই আশায় আছে দু'জনের মধ্যে অন্তত জন এখনও "আগন্তুক"ই রয়ে গেছে এদের কাছে।

সতর্কতার সঙ্গে দেয়াশলাই জ্বালাল জন, এমনভাবে যাতে কোনক্রমে ওর মুখ বা শরীরে আলো এসে না-পড়ে।

'জানি কেন আমার র‍্যাঞ্চের উপর নজর পড়েছে ওদের,' জনের দিকে সরে এসে ফিসফিস করল কর্নেল। 'একজনকে সন্দেহও হয়,

তবে নিশ্চিত নই। সাবধানে থেকো। খুব বেপরোয়া হয়ে পড়েছে ওরা!'

সিগার ধরিয়ে নিজের জায়গায় সরে গেল কর্নেল। 'তা হলে পরশুদিন? এই কথাই রইল!'

'ঠিক আছে, স্যার।'

ঘোড়ায় চাপল কর্নেল। 'ভাল থেকো। ওহ্ হো, ভুলেই গেছি! রুথ আশা করছে কাল তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে।'

স্পারের গুঁতোয় ধীর গতিতে উপত্যকার দিকে এগোল কর্নেল ব্রেসওয়েলের মাসট্যাঙ, যে-পথ ধরে তার আসার কথা ছিল।

ঠায় দাঁড়িয়ে আছে জন। কর্নেলের ঘোড়ার খুরের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। মনে মনে সাবেক বসের কথা ভাবছে, কথাগুলোর তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করছে। গত এক সপ্তাহে এমন কী ঘটেছে যে সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠেছে কর্নেল? অবশ্যই একটা কিছু হয়েছে, নইলে কাউকে এভাবে সন্দেহ করত না।

মানুষটাকে চেনে জন। হাসি-খুশি, সুবিবেচক এবং উদার। কাউকে অযথা দোষারোপ বা সন্দেহ করা কর্নেল ব্রেসওয়েলের ধাতে নেই। কথায় কথায় একদিন জনকে বলেছিল: 'কী দরকার গোলমাল করে? আইনকে জানালেই কি সব ঝামেলা চুকে যাবে? মনে হয় না। একেবারে নিশ্চিত না-হয়ে শেরিফের কাছে কারও নাম উচ্চারণ করা অনুচিত মনে হচ্ছে আমার। আমি চাই না লস্ট রীভার এলাকায় "সন্দেহবাতিক" লোক হিসাবে পরিচিতি পাই।'

অবস্থা বোধহয় পাল্টে গেছে এখন। উঁহু, আনমনে ভাবছে জন, বরং বলা উচিত নিরেট না-হলেও মোটামুটি জোরাল প্রমাণ পেয়ে গেছে কর্নেল। নইলে তার মত মানুষ বন্ধু-স্থানীয় কারও দিকে সন্দেহের আঙুল উঁচিয়ে ধরত না।

আরও একটা ব্যাপার, কর্নেলের কথায় বোঝা যায়নি আদপে কতটা বিপদের মধ্যে আছে সে। ঘোড়ার পাল নিয়ে জন ফোর্ট মিসৌলায় পৌঁছলে কী ঘটবে? শত্রুপক্ষ যদি টের পেয়ে যায় যে তাদের ফাঁকি দেওয়া হয়েছে, তখন...

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। হঠাৎ দারুণ সচেতন হয়ে উঠল জন। পিছনে হালকা পায়ের শব্দ! কেউ চুপিসারে এগিয়ে আসছে। ঘাঘু লোক। একেবারে সামান্য শব্দ, প্রায় বোঝা যায় না। লোকটা বোধহয় খুব কাছাকাছি কোথাও লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। নইলে যা ঝোপঝাড় রয়েছে, দূর থেকে আসতে হলে আরও অনেক আগেই শব্দ শুনতে পেত। তবে এও ঠিক একটু হলেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ও।

ঘুরতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল জন। দেরি হয়ে গেছে। ঠিক পরের মুহূর্তে ঘাড়ের উপর পিস্তলের নলের শীতল স্পর্শ টের পেল।

'পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়ো না!' নিচু, ভারী স্বরের নির্দেশ এল। 'স্রেফ খুন হয়ে যাবে তা হলে! মনে রেখো, ঘাড়ের উপর মাথা তোমার একটাই।'

অপ্রয়োজনে শব্দ খরচ করছে লোকটা। শুধু প্রথম বাক্যটাই যথেষ্ট ছিল। জন বুঝল, সুযোগ আসবে। পুরোমাত্রায় পেশাদার খুনী নয় লোকটা।

ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও নিরস্ত হলো জন, পিস্তলের নলে চাপ বাড়িয়ে ওকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য করল লোকটা।

'টাকা-পয়সা কামানোর ধান্ধা থাকলে নিরাশ হতে হবে,' শান্ত স্বরে বলল জন। 'আমি স্রেফ ভবঘুরে মানুষ। টাকাঅলা হলে এই বনে-বাদাড়ের বদলে লস্ট রীভারে দেখা হত আমাদের।'

'ভবঘুরে?' কৌতুক লোকটার কণ্ঠে। 'বেশ, মেনে নিলাম। তবে কথা হচ্ছে, তুমি ভবঘুরে নাকি প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন তাতে কিছু যায়-আসে না আমার। আমি বরং জানতে চাই কর্নেল হ্যারি ব্রেসওয়েলের সঙ্গে কী কাজ তোমার?'

বলতে বলতে নিচু হলো লোকটা, জনের হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নেবে। মুহূর্তের জন্য ঘাড়ের উপর থেকে পিস্তলের নলের চাপ কমে গেল।

এমন একটা সুযোগই চাইছিল জন। ইতোমধ্যে লোকটার অবস্থান

মোটামুটি অনুমান করে নিয়েছে। নিঃশ্বাসের শব্দ আর ঘাড়ের উপর চেপে রাখা পিস্তলের নলের চাপ থেকে সামান্য হিসাব-নিকাশ করেছে।

সপাটে ডান কনুই চালাল ও, একইসঙ্গে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল। আবছা একটা কাঠামো সামনে চোখে পড়তে ত্বরিত হাত চালাল। আগেরটা মোক্ষম জায়গায় না-লাগলেও এটা লেগেছে।

চোয়ালে ওজনদার ঘুসিতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল শত্রু। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল সে, পায়ে পা বেধে গিয়ে ধপাস করে আছড়ে পড়ল ঘাসের উপর। পিস্তলটা হাত থেকে আগেই খসে পড়েছে।

যতটা ভেবেছিল তারচেয়ে যথেষ্ট ক্ষিপ্র প্রতিপক্ষ, সেয়ানাও। জন অপেক্ষা করছিল লোকটা উঠে দাঁড়ালে পরের আঘাত করবে। অন্ধকারে ঠিকমত দেখা যাচ্ছে না, তাই আঘাত ফসকানোর চেয়ে বরং দেখে-শুনে মারাই ভাল হবে। লড়াইটা দীর্ঘস্থায়ী হলে বিপদ হতে পারে। কে জানে, কাছাকাছি আরও কেউ আছে কি-না! উঠে দাঁড়ানোর ভান করল সে, কিন্তু মাথা সামান্য সিধে করেই চোখের পলকে মাথা দিয়ে গুঁতো মারল জনের পেটে।

আঘাতের তীব্রতা এবং বিস্ময় একইসঙ্গে বেসামাল করে দিল জনকে। টলে উঠল ও। নিজের অজান্তে পিছিয়ে গেল দুই কদম। সামলে নেওয়ার সময় দিল না প্রতিপক্ষ, মওকা পেয়ে চড়াও হয়েছে জনের উপর। বিরাশি শিক্কার ঘুসি হাঁকাল। ভাগ্যিস, মাথা সরিয়ে নিয়েছে জন, নইলে থেঁতলে যেত নাক। তবে পুরোপুরি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। চোয়াল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে।

এবার আর ভুল করল না জন। সপাটে লাথি হাঁকাল শত্রুর হাঁটুতে। "অঁক" করে বিচিত্র একটা আওয়াজ তুলল সে, ভারসাম্য হারিয়ে আবারও পড়ে গেল।

লোকটা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, ততক্ষণে জনের হাতে একটা কোল্ট চলে এসেছে। হ্যামার টানার শব্দ শুনে জায়গায় জমে গেল সে।

'সঙ্গে দেয়াশলাই আছে নিশ্চয়ই? একটা কাঠি জ্বালো!' কঠিন স্বরে

নির্দেশ দিল জন। 'দেখি কার লোক তুমি। আমার চেহারাও চিনে রাখো।'

এতটুকু আপত্তি করল না লোকটা। ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়াল, তারপর পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে জিঙ্গে ঘষে একটা কাঠি জ্বালাল। জ্বালিয়েই ত্বরিত ছুঁড়ে মারল জনের মুখের দিকে। আত্মরক্ষার সহজাত তাগিদে মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে দিল জন, একইসঙ্গে আগুন থেকে চোখ বাঁচাতে হাত উঁচু করল।

হাতে লেগে নিভে গেল কাঠি। আলোর ঝলকানিতে ক্ষণিকের জন্য অন্ধ হয়ে গেছে জন। সামলে নিল যখন, ততক্ষণে দুদ্দাড় শব্দ পেছনে ফেলে ছুটে পালিয়েছে লোকটা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে কিছুই ঠাহর করা যাচ্ছে না। শব্দ ধাওয়া করে কয়েক পা এগোল জন, কিন্তু থেমে যেতে হলো। খুরের আওয়াজ তুলে তুমুল বেগে উপত্যকার দিকে ছুটে যাচ্ছে একটা ঘোড়া।

সোরেলের পিঠে চাপতে চাপতে অনেক দূরে চলে যাবে *পাখি*, অগত্যা নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জন। তা ছাড়া, সামান্য এদিক-ওদিক হলেও বলা চলে কর্নেল আর ওর প্ল্যান মাফিক ঘটেছে সব কিছু। লোকটা নিশ্চয়ই ওদের কথা শুনেছে। তার মানে...বসের কাছে ভুয়া খবর পৌঁছে যাবে। বিভ্রান্ত হবে প্রতিপক্ষ।

ভাল চালই দিয়েছে কর্নেল।

নিশ্চিন্ত মনে ঘোড়ার পিঠে চাপল জন, ঢাল ধরে ফিরতি পথ ধরল। পাযল ক্যানিয়ন সংলগ্ন উপত্যকায় রেখে আসা ঘোড়াগুলোর কাছে ফিরে যাবে।

দুই

সকাল হতে বেশি দেরি নেই। উপত্যকায় ঢোকার ঠিক উল্টো দিকে, বড়সড় কয়েকটা পাথরের আড়ালে রাত কাটিয়েছে জন। জায়গাটা খুব নিরাপদ না-হলেও নিরাপত্তার কারণে বেছে নিয়েছে ও-যে-ই উপত্যকায় ঢুকুক, ওর চোখে পড়বে।

কাছাকাছি রয়েছে ঘোড়াটা। কয়েক ঘণ্টার বিশ্রাম, কচি ঘাস আর ওঅটরহোলের নির্মল পানি ওটার ক্লান্তি কাটাতে সাহায্য করেছে। আগের মতই সতেজ, ঝরঝরে দেখাচ্ছে।

কফিপট নামিয়ে টিনের কাপে কফি ঢালল জন, আয়েশ করে কড়া পানীয়ে চুমুক দিল। সিগারেট রোল করার ফাঁকে কর্নেলের কথা ভাবল।

অবস্থা কি সত্যি অতটা বিপজ্জনক? না স্রেফ আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কর্নেল? প্রতিপক্ষ কতটা মরিয়া? কর্নেল বা তার পরিবার কি ব্যক্তিগত আক্রোশের শিকার হতে পারে? বিপদ এলে রুথ বা বেমিস ছাড়া কারও সাহায্য পাওয়া যাবে না বোধহয়। কী ঘটছে, র‍্যাঞ্চের কাউহ্যান্ডরাও জানে না। আইনজ্ঞ জেমস বাওয়ার অবশ্য আগাগোড়া সবই জানে। এক সপ্তাহ আগে কর্নেল আর জনের চুক্তিটা সে-ই লিখে দিয়েছে। কিন্তু বিপদের সময় বাওয়ার কি সাহায্য করবে কর্নেলকে? নিশ্চিত বলা যায় না।

সিগারেট শেষ করে ক্যাম্প গোছাল জন। চারপাশে পড়ে থাকা সব চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে ফেলল।

পুবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। যাত্রার প্রস্তুতি ইতোমধ্যে সেরে রেখেছে জন। আলো আরেকটু বাড়লে যাত্রা করবে।

কর্নেলের সঙ্গে হঠাৎ দেখা এবং বুনো ঘোড়া ধরে ফোর্টে সাপ্লাই দেওয়ার প্রস্তাব পাওয়ার কথা মনে পড়ল। পারিশ্রমিক বা পাওনা হিসাবে আধাআধি। অন্যদের কাছে লোভনীয় মনে হতে পারে, তবে সে-জন্য রাজি হয়নি জন, বরং চ্যালেঞ্জটাই আগ্রহী করেছে ওকে। সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা অবসর জীবনে এসে সৎ উপায়ে ব্যবসা করতে পারছে না, কিছু অসৎ মানুষ তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, চেষ্টা করেও সুরাহা করা যাচ্ছে না-এই ব্যাপারটা টেনেছে ওকে। হাতে কাজ না-থাকায় কর্নেলকে সাহায্য করা নিজের কর্তব্য মনে করেছে জন। অতীত ভুলে যায়নি ও, মনে আছে কর্নেল বরাবর ওকে স্নেহের চোখে দেখত।

মাস ছয়েক আগে ফোর্ট মিসৌলাতে প্রথম ঘোড়া সাপ্লাই দেয় কর্নেল। দুর্গম এলাকা থেকে বুনো ঘোড়া ধরার পর ওগুলোকে পোষ মানানো চাট্টিখানি কথা নয়। যথেষ্ট শ্রমসাধ্য ব্যাপার। হাড়ভাঙা খাটুনি সার্থক বলে প্রমাণিত হলো পাওনা পাওয়ার পর। কর্নেল আগ্রহ বোধ করল। মেজর শ্যাফটারও জানাল নিয়মিত এমন ঘোড়ার সাপ্লাই আশা করে। সেনাবাহিনীর সঙ্গে চুক্তি হলো কর্নেলের।

ভালয় ভালয় দ্বিতীয় সাপ্লাইটাও ডেলিভারি দেওয়া হলো। কিন্তু তৃতীয়বারে সব ভজকট হয়ে গেল। স্রেফ দুর্ঘটনা মনে করল কর্নেল, তবে একই ঘটনা আরও দু'বার ঘটতে সন্দিহান হয়ে উঠল। দ্বিগুণ লোক লাগানো হলো, গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো, অথচ পরের দু'বারও একই ফলাফল। শেষবার একজন ক্রু খুনও হয়ে গেল রেইডারদের হাতে।

স্রেফ ঘোড়া চুরি বা হয়রানি থেকে ক্রমে গভীর ষড়যন্ত্রের রূপ নিচ্ছে ব্যাপারটা। অন্তত কর্নেলের কথায় তাই আভাস পেয়েছে জন, যদিও সবকিছু খুলে বলেনি হ্যারি ব্রেসওয়েল।

মেটে রঙের সোরেলের মধ্যে অস্বস্তি আবিষ্কার করে সংবিৎ ফিরে পেল জন। কান খাড়া হয়ে গেছে ওটার, অযথা ঘাড় ঝাঁকাল বার দুয়েক। পাথরের আড়ালে আরেকটু সরে এসে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি

চালাল ও। দিনের আলো এখনও ফোটেনি। গম্ভীর মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে গ্র্যানিটের চাঙড়গুলো। উপত্যকায় এখনও ছায়ার আনাগোনা।

এই এলাকার কথা আগেও শুনেছে জন। প্রকৃতির মধ্যে নাটুকে পরিবর্তন হতে পারে, সেটার জ্বলন্ত উদাহরণ লস্ট রীভার এলাকা।

কয়েক বছর শীতে বরফ পড়েছে। পানির অভাব ছিল না, গাছপালাও বিস্তর। অথচ এবারকার গ্রীষ্মে কিছু কিছু জায়গা পুড়ে ছারখার। মাটি ফাটা। খরখরে শুকনো ওঅশ। অসংখ্য নদী, কিন্তু কোনটাতে পানি নেই। বৃষ্টি আর বরফ গলা পানি থেকে সৃষ্টি এগুলোর। মাঝে মাঝে বৃষ্টির পানি শুষে নেয় মাটি। অন্য কোথাও সেই পানি ঝর্না হয়ে বেরোয়। সেটাও অনেক সময় হারিয়ে যায় মাটির গভীরে। ঠিক এজন্যই এলাকার নাম লস্ট রীভার। হারানো নদীর দেশ। আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের দাবি একসময় একটা নদী ছিল এখানে। দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে ওটা তুলে নেন যাতে পানির কষ্টে ভোগে ইন্ডিয়ানরা। কী কারণে দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন তা অবশ্য বলতে পারে না কেউ।

ফের গা-ঝাড়া দিল সোরেল। সন্দিগ্ধ চোখে চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি চালাল জন, কান খাড়া। অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়ল না বা শুনতে পেল না। চারপাশে শুধু আবছা অন্ধকার।

ফিসফিস করে ঘোড়াটাকে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল ও। 'আর কয়েক মিনিট পরই রওনা দেব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব...' খুরের শব্দ কানে আসতে থেমে গেল জন।

বেশ কয়েকটা। উত্তর-পুব দিক থেকে ক্রমে এগিয়ে আসছে।

উপত্যকার প্রবেশ-মুখে পাথরের আড়াল থেকে ছিটকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ছয়টা ঘোড়া—ভীত, সন্ত্রস্ত এবং উদ্ভ্রান্ত। তাড়া খেয়ে জনের ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে। পিছনে দু'জন অশ্বারোহী।

আতঙ্কিত ডাক ছাড়ল সোরেলটা।

একটু পিছনে আরেক অশ্বারোহীকে দেখে ভুরু কোঁচকাল জন। স্টিরাপের উপর পায়ের ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আছে স্যাডলে।

কোথাও একটা রাইফেল গর্জে উঠল। খুরের দাপাদাপির শব্দে আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল ভোরের নিস্তব্ধতা, কিন্তু গুলির শব্দ খুবই বেমানান আর বিকট লাগল কানে।

ফের গর্জে উঠল রাইফেল। কী থেকে কী হচ্ছে, ঘটনা বুঝতে পারছে না জন, তবে তৃতীয় অশ্বারোহীকে চিনতে পেরে শতভাগ সচেতন হয়ে উঠল। সেট-আপটা পরে মেলানো যাবে, জানা যাবে কোত্থেকে কী ঘটল, কিন্তু আগের কাজ আগে...

চট করে কয়েক কদম সরে এল জন। ক্যাম্পটা অপেক্ষাকৃত আড়ালে বলে হয়তো কেউই এখনও দেখতে পায়নি ওকে। কাউকে দেখে মনেও হচ্ছে না ওর উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। খোলা জায়গার উপর থেকে চোখ না-সরিয়েই হাত বাড়িয়ে গাছের সঙ্গে বাঁধা সোরেলের দড়ি খুলে দিল জন। বরাবরই ফস্কা গেরো দেওয়া থাকে।

এদিকে প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছে উদ্ভ্রান্ত ঘোড়াগুলো, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। জনের ক্যাম্প মাড়িয়ে যাবে।

আবার গর্জে উঠল একটা রাইফেল। পাল্টা পিস্তলের গুলি হলো।

স্যাডলে চাপার সময় চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল জন, কর্নেল ব্রেসওয়েলের দিকে দৃষ্টি যেতে থমকে গেল। স্যাডলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে মানুষটা। ধক্ করে উঠল কলজে।

ব্যাপারটা তা হলে খুনোখুনিতে রূপ নিয়েছে!

বুনো ঘোড়াগুলো ওর ক্যাম্প মাড়িয়ে যাবে। জিনিসপত্র সরিয়ে নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে না। একেবারে কাছে চলে এসেছে। ইতোমধ্যে গুলি খেয়ে খোলা মাঠে ভূপতিত হয়েছে একটা ঘোড়া। অন্যগুলোর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। এমনকী জনের সোরেলটাও বেয়াড়া আচরণ শুরু করে দিয়েছে।

অস্থির হয়ে পড়েছে ঘোড়াটা, সামাল দিতে পারছে না জন। ছুটতে ছুটতে পমেল আঁকড়ে ধরল ও, ছেঁচড়ে স্যাডলে টেনে তুলল শরীর। কিন্তু আতঙ্কে বেয়াড়াপনার চূড়ান্ত করছে সোরেল, আগুয়ান বুনো ঘোড়ার পথ থেকে সরে যেতে চাইছে।

সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোকে থামাতে বা অন্য দিকে সরিয়ে দিতে দুটো গুলি করল জন। কাজ তো হলোই না, উল্টো আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ওগুলো। গতি বাড়িয়ে ছুটে আসছে।

কোত্থেকে কী হলো কিছুই বুঝতে পারল না জন। শুধু এটুকু টের পেল আচমকা মাথায় তীব্র একটা ধাক্কা···ঘুরে উঠল চারপাশ, তারপর একেবারে দুনিয়া অন্ধকার।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড বোধহয়, পরপরই চোখ মেলে তাকাল ও। বোঝার চেষ্টা করল পরিস্থিতি। প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে চেতনা ফিরে পেয়েছে। মুহুর্মুহু গোলাগুলি চলছে। নিজেকে ঘাসের উপর আবিষ্কার করল। কখন যেন স্যাডল থেকে পড়ে গেছে। সোরেলটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। একটু দূরে পড়ে আছে কর্নেল হ্যারি ব্রেসওয়েল। নিথর। হয় মৃত, নয়তো অজ্ঞান।

ছুটন্ত খুরের শব্দে পাশ ফিরে তাকাল জন। মুখোশপরা এক অশ্বারোহী ছুটে আসছে ওর দিকে। গায়ের উপর এসে পড়বে এখুনি! নড়তে গিয়ে টলে উঠল জন, হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসার প্রয়াস পেল। চকিতে একটা হাত চলে গেল হোলস্টারে। আঘাতের ধাক্কায় শ্লথ হয়ে গেছে গতি। রাইফেলটা কখন বা কীভাবে হাতছাড়া হয়েছে বলতে পারবে না। মনে নেই।

শেষে গড়িয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল জন। পিস্তল চলে এসেছে হাতে। বিস্ময়ের ব্যাপার, আঘাতটা এল পিছন থেকে। যখন টের পেয়েছে তখন আর কিছুই করার নেই। রাইফেলের বাঁটের বাড়িতে মুখ থুবড়ে পড়ল জন। সঙ্গে সঙ্গে চেতনা হারিয়ে ফেলেছে।

জ্ঞান হারানোর আগে নিজের উপর তীব্র বিতৃষ্ণা আর বিরক্তি অনুভব করল ও। একদিনে ক'বার বোকামি করা যায়? অথচ তাই করেছে।

ধীরে ধীরে সচেতন হলো জন। কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না। খুরের দাপাদাপি বা গোলাগুলি, কোনটাই নেই উপত্যকায়। চারপাশ শান্ত, সুস্থির। স্থির পড়ে থেকে দৃষ্টি মেলে দিল ও। নির্মেঘ সুনীল

আকাশ। রোদ উঠেছে। মাথার পাশে, কান বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে একটা কিছু। রক্ত ছাড়া আর কী হবে!

যুগপৎ ভারী ও অনুভূতিহীন মনে হচ্ছে মাথাটা। সঙ্গে আছে লাগাতার দপদপে যন্ত্রণা। দু'জন মানুষের কণ্ঠ শুনতে পেল।

'প্ল্যান মতই হলো সবকিছু,' তৃপ্ত কণ্ঠে বলল একজন।

'আপাতত,' ভারী, গম্ভীর অন্য লোকটার কণ্ঠ, প্রথমজনের মত স্বস্তিতে গা ভাসাতে রাজি নয় বোধহয়। 'আরও দুটো পর্ব বাকি আছে। ওগুলো ভালয় ভালয় শেষ হলে তখন বলা যাবে প্ল্যান মাফিক হলো কাজ।'

কণ্ঠটা জনের পরিচিত। কোথায় শুনেছে বা কার, ঠিক ঠাহর করতে পারল না। তবে পরিচিত, এ-ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত। ভাবতে গিয়ে মাথাটাকে নতুন যন্ত্রণায় ফেলার ঝামেলায় গেল না ও, এরচেয়ে ঢের জরুরী কাজ পড়ে আছে। আগে পরিস্থিতি বোঝা দরকার।

খুরের হালকা শব্দ হলো। কাছাকাছি, কয়েক গজ ডানে। দেখতে না-পেলেও আওয়াজ শুনে জন অনুমান করল স্যাডল ছেড়ে নেমেছে লোকটা। তৃতীয়জন। 'কর্নেল শালা অজ্ঞান হয়ে আছে,' বলল সে। 'জায়গামতই গুলি করেছ তুমি। সাক্ষীও নেই কেউ।'

'এই চামচাটাকে নিয়ে কী করব?' জানতে চাইল প্রথমজন।

'ওর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও,' নিজেকে জনের দজ্জাল হিসাবে ঘোষণা করে দিল ভারী কণ্ঠের লোকটা।

চোখ বুজে পড়ে আছে জন। আরও কিছুক্ষণ অচেতনতার অভিনয় চালিয়ে গেলে এমন কোন লোকসান হবে না ওর। সরে যাওয়ার উপায় নেই, নড়তে গেলেই ধরা পড়ে যাবে। কারণ খুব কাছাকাছি আছে এরা। বড়জোর দশ হাত দূরে।

পায়ের শব্দে জন বুঝল একজন এগিয়ে আসছে ওর দিকে। পাশে এসে দাঁড়াল। লোকটার বুটের ডগা ওর পাঁজর ছুঁইছুঁই করছে। ঝুঁকে জনের পকেট হাতড়াতে শুরু করল সে। কর্নেলের সঙ্গে অংশীদারী

চুক্তির কপি পেয়ে খুশি হয়ে উঠল। 'এগুলোই তো দরকার আমাদের!'

খসখসে শব্দ শুনে জন বুঝল পাতা উল্টে দেখছে লোকটা, তারপর নিজের পকেটস্থ করল সব কাগজ। জনের পকেটে টাকা-পয়সার ব্যাপারে সামান্য আগ্রহও দেখাল না।

'চলো, এবার কেটে পড়ি,' উঠে দাঁড়িয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে। 'কিছুক্ষণের মধ্যে দলবল নিয়ে পৌঁছে যাবে শেরিফ। সেভাবেই সব ব্যবস্থা করেছি।'

কয়েক পা সরে গেল লোকটা। একটু পর অসহিষ্ণু কণ্ঠে তাড়া দিল: 'জলদি করো! শেরিফ যখন আসবে, কিছুতে এখানে থাকা চলবে না আমাদের! সব ঘোড়া তাড়িয়ে দাও, চৌহদ্দির মধ্যেও যেন না-থাকে। এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যাতে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে ওগুলো।

'এদিকের ব্যবস্থা তো হয়েই গেল!' লোকটার কণ্ঠে কর্তৃত্ব আর সন্তুষ্টির সুর। 'শেরিফ আসতে আসতে সূর্যের আলো আরও ভাল করে ফুটবে। কানা বলে বদনাম আছে আমাদের শেরিফের, কিন্তু যা আলো তাতেও নিশ্চয়ই এই চামচাটা আর মরা কর্নেলকে দেখতে পাবে শেরিফ!' হো হো করে হেসে উঠল সে, যেন খুব মজার একটা কৌতুক করেছে।

এতক্ষণে ব্যাপারটা খোলসা হলো জনের কাছে। কর্নেলকে খুন করার দায় ওর ঘাড়ে চাপানো হবে। সবকিছু ওদের অনুকূলে, তাই কাজটা খুবই সহজ হবে। জন যে কর্নেলের পার্টনার, প্রমাণ করার মত কোন কাগজ থাকছে না।

চমৎকার প্ল্যান। অথচ সামান্য আভাসও পায়নি কর্নেল বা ও। গতকাল সন্ধ্যায় লস্ট রীভার উপত্যকায় সাক্ষাতের পর নিশ্চিন্ত মনে যার যার কাজে ফিরে গেছে ওরা, ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেনি কী ভয়াবহ বিপদ এগিয়ে আসছে। শত্রুকে খাটো করে দেখেছে জন, তা নয়। আসলে শত্রু সম্পর্কে ধারণাই নেই ওর, স্রেফ ক'টা নাম শুনেছে, কিন্তু আসলে কে বা এরা কেমন মানুষ—কিছুই জানত না। এখনও

জানে না। তবে প্রয়োজনের সময় শত্রু কতটা দ্রুত সক্রিয় এবং ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে তা জেনে গেছে এখন।

একইসঙ্গে বোধহয় কর্নেল ব্রেসিওয়েলকেও বোকা বানিয়েছে ওরা। সকালে এখানে আসার কথা ছিল না কর্নেলের, এল কেন? জরুরী কোন তথ্য জানাতে, নাকি ধাওয়াকারীদের অনুসরণ করে উপত্যকায় চলে এসেছিল?

বুটের শব্দ পেল জন। দড়াম করে পাঁজরে পড়ল লাথিটা। 'ঘুমাও, দোস্ত!' ভর্ৎসনার সুরে বলল ভারী কণ্ঠস্বরের মালিক। 'কিছুদিন যাতে ঘুম ছাড়া অন্য কাজ না-থাকে, সেই বন্দোবস্ত করে রেখেছি।'

মাথার পাশে তীব্র আঘাত বোধ করল জন। মনে হলো যেন হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিয়েছে কেউ। মগজটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

মিনিট কয়েক এভাবেই কেটে গেল। ফের যখন চেতনা ফিরে পেল জন, ততক্ষণে খুরের শব্দ মিলিয়ে গেছে। শত্রুরা সটকে পড়েছে নিরাপদ দূরত্বে।

নিজেকে সামলে নিতে মিনিট খানেক ব্যয় হলো, তারপর কষ্টে-সৃষ্টে উঠে দাঁড়াল জন। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা বোধ করছে, ভারসাম্য রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। নিজেকে মাতালের মত মনে হচ্ছে ওর। কাঁপা কাঁপা পায়ে এগোল কর্নেলের দিকে। ত্রিশ গজ পথ, অথচ পেরোতে কয়েক মিনিট লেগে গেল। হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে পরখ করল। কপালের পাশে, কানের একটু উপর আঁচড় কেটে চলে গেছে বুলেট। রক্তক্ষরণ বন্ধ হয়ে গেছে। বেঢপভাবে ফুলে আছে অন্য পাশটা—বুটের ডগার আঘাতের ফল। হাত-পা সবই ঠিক আছে। ভাঙেনি কিছু। তবুও যন্ত্রণা হচ্ছে খুব।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে কর্নেল। রাইফেলটা দেহের নীচে চাপা পড়েছে। রক্তে ভেসে গেছে কোট আর ভিতরের শার্ট। কর্নেলের উপর নুয়ে পড়ল জন, গলায় ধমনীর স্পন্দন পরীক্ষা করল। ক্ষীণ।

চোখ মেলে তাকাল কর্নেল। লম্বা দম নিল। ক্ষীণ, অতি দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'মেজর?'

'ইয়েস, স্যার। কিচ্ছু ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে।' মুখে বলল বটে, কিন্তু জন জানে স্রেফ কথার কথা এগুলো। দূরাগত খুরের শব্দ কানে এল ওর। 'শেরিফ আসছে বোধহয়।'

'সাধারণ এক স্নাইপার,' তিক্ত কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'সৈনিক জীবনে এত গোলাগুলির মুখোমুখি হয়ে শেষপর্যন্ত কি-না মামুলি এক স্নাইপারের হাতে মারা যাচ্ছি!' কণ্ঠ ধরে এল কর্নেলের। 'পানি দেবে একটু?'

'অপেক্ষা করুন, স্যার!' উত্তর দেওয়ার ফাঁকে কোমরের উপর থেকে কর্নেলের শার্ট সরিয়ে ক্ষতটা দেখল জন। গুরুতর।

'পানি দাও, মেজর! এটা আমার আদেশ!' ক্ষুব্ধ স্বরে নির্দেশ দিল কর্নেল।

'পেটে গুলি লেগেছে আপনার, কর্নেল!'

'মনে করেছ সেটা জানি না আমি!?' রীতিমত অধৈর্য শোনাল হ্যারি ব্রেসওয়েলের কণ্ঠ।

'চুপচাপ শুয়ে থাকুন,' কর্নেলকে নড়ে উঠতে দেখে গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল ও। 'শেরিফ এখুনি এসে পড়বে।'

'আমি তো ওদের আসতে বলিনি!' ক্ষীণতর হয়ে এল তার কণ্ঠ। 'পানি, জন! প্লীজ!'

'কিন্তু...'

'তুমি কি আমার শেষ ইচ্ছেটাও পূরণ করবে না?'

নিজেকে অসহায় বোধ করল জন। 'পেটে গুলি খেয়েছেন আপনি, স্যার। নাড়ি ফুটো হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে পানি খাওয়া ঠিক হবে না।'

'তুমি...দেবে...না, এই তো?' কষ্টে-সৃষ্টে কথাগুলো শেষ করল কর্নেল, হতাশা বা অন্তিম মুহূর্তের স্থবিরতায় ম্লান শোনাল।

'আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, স্যার, আদেশটা মানতে পারব না। এখন কথা না-বলে চুপচাপ শুয়ে থাকুন। কথা বললেই আরও রক্ত ক্ষরণ হবে।'

খুরের শব্দ কাছাকাছি এসে পড়েছে। ক্ষীণ স্বরে কী যেন বলল

কর্নেল, অর্থহীন প্রলাপের মত লাগছে। সাবেক বসের উপর ঝুঁকে পড়ল জন, ছাড়া-ছাড়াভাবে কয়েকটা শব্দ বুঝতে সক্ষম হলো:

'রুথ...বেন্ডার...ছাড়া আর কেউ না,' প্রাণপণ চেষ্টায় দম নিচ্ছে কর্নেল, মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে, চোখে নিষ্প্রাণ চাহনি। 'আর কেউ না...। কাগজ বা ম্যাপ...বেন্ডার বুঝবে। ম্যাপটা খুঁজে বের কোরো...রুথ...'

চোখের পাতা বুজে গেল কর্নেলের। মুখ দেখে মনে হলো ঝাড়া পরিশ্রম শেষে ভয়ানক ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নাড়ি ধরতে হলো না, এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেছে হ্যারি ব্রেসওয়েল।

স্থিরদৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকল জন, ঘটনার তাৎপর্য বুঝতে চাইছে যেন। এক মাস আগে টুকসনে কর্নেলের কাছ থেকে কাজের প্রস্তাব পাওয়ার সময় বোঝা যায়নি ভয়াবহ বিপদ ওদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরবে। কর্নেল নিজেও কি টের পেয়েছিল? মনে হয় না। হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠেছে শত্রুপক্ষ, নাকি ওর বোঝার ভুল? এমনও হতে পারে আজকের সব ঘটনা আসলে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনার ফসল?

ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেল শেরিফরা।

উঠে দাঁড়াল জন। চোখ তুলে তাকাতে দেখতে পেল সাতজন লোক ঘিরে ফেলেছে ওকে, সবার হাতে পিস্তল বা রাইফেল।

'আরে, এ তো কর্নেল ব্রেসওয়েল!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন।

অন্যরাও কয়েক পা এগিয়ে এল। কেউ কেউ ঘটনা বিশ্বাস করতে পারছে না। যার মনে যা আসছে, একইসঙ্গে বলে গেল কেউ কেউ, নির্দিষ্টভাবে কারও কথা বোঝা গেল না। তবে মিনিট খানেক পরই নীরব হয়ে গেল সবাই।

'এইমাত্র মারা গেলেন,' বলল জন। 'খুনীটা বোধহয় বেশিদূর যেতে পারেনি।'

'উঁহু, নোড়ো না!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'ঠায় দাঁড়িয়ে থাকো!'

লোকটা হালকা-পাতলা, মুখের কয়েক জায়গায় কাটা দাগ। মারপিটের ফল। চোখ দুটোতে এক ধরনের বিতৃষ্ণা রয়েছে—পুরো দুনিয়ার প্রতি। বিষাক্ত লোক। এ-ধরনের মানুষ শুধু নিজেকে ভালবাসে, আর দুনিয়ার সবাইকে ঘৃণা করে।

স্যাডল থেকে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছে লোকটা। ভাবখানা যেন এখুনি হামলে পড়বে জনের উপর। হাতের পিস্তল একচুল নড়ছে না, অথচ শীর্ণ হাতের তুলনায় বড়সড় কোল্টটা একইসঙ্গে বিসদৃশ এবং ভারী ঠেকছে।

'কে তুমি?' বুকে ব্যাজ আঁটা মোটাসোটা একজন জানতে চাইল, কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর। 'এখানে কী করছ?'

লুকাছাপার প্রয়োজন দেখছে না জন, তাই পুরো ব্যাপারটাই খুলে বলল। কর্নেল যেহেতু বেঁচে নেই, লুকিয়ে কী হবে? বলার সময় অচেনা মানুষগুলোকে খুঁটিয়ে দেখল, কিন্তু আশাবাদী হতে পারল না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করে দিচ্ছে ওকে। আশঙ্কার কথা সামনে দাঁড়ানো মানুষগুলোর মধ্যে অন্তত তিন-চারজন হুজুগে এবং বেপরোয়া। ব্যাজ পরা শেরিফের উপস্থিতিও স্বস্তি যোগাচ্ছে না জনকে।

দুটো কারণ। মানুষগুলো অপরিচিত, আর ভুল সময়ে ভুল জায়গায় ওর উপস্থিতি। উঁহুঁ, আরও একটা কারণ আছে, তিক্ত মনে ভাবল জন, ভারী কণ্ঠের শত্রুর কথা মনে পড়ে গেছে। লোকটা বলেছিল সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে।

হতাশার সঙ্গে জন দেখল সবকিছু শোনার পরও এদের কঠিন চাহনি এতটুকু কোমল হয়নি।

'আমি শেরিফ কিম সার্টিন,' বলল ব্যাজঅলা। 'ঘোড়া আছে তোমার? ওটায় চেপে আমাদের সঙ্গে চলো। হ্যাঁ, চালাকি করতে যেয়ে অযথা নিজের বিপদ ডেকে এনো না। মবি, ওর পিস্তল দুটো আর রাইফেলটা নিয়ে নাও,' বিশালদেহী এক লোককে নির্দেশ দিল সে।

'বুনো ঘোড়ার সঙ্গে ভেগে গেছে আমার ঘোড়া,' মাটির উপর পড়ে থাকা কর্নেলের নিথর দেহের দিকে তাকাল জন, তারপর চোখ তুলে

সরাসরি শেরিফের চোখে রাখল। 'তোমার সঙ্গে যাব কী কারণে, জানতে পারি?'

'ন্যাকা, কিচ্ছু বোঝে না!' তড়পে উঠল শীর্ণদেহী। 'বুঝবে, বাছাধন, শিকের ভিতর আটকা পড়লে ঠিকই বুঝবে!' শেরিফের দিকে ফিরল সে। 'তোমার কি দ্বিমত আছে নাকি, কিম? আমার তো ধারণা কর্নেলের খুনীকে আমরা পেয়ে গেছি। ওর পিস্তল বা রাইফেলটা চেক করে দেখো, নিশ্চয়ই দেখবে দু'একটা শেল খালি। এর মানে বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয়ই আছে তোমার, কিম?' শেষ কথাটা শ্লেষের সুরে বলল সে।

'চাপাটা বন্ধ রাখো, বেন ডেগনার!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল শেরিফ। 'এখানে আইনের লোক তুমি নও, আমি।' নির্বিকার মুখে মবির দিকে ফিরল সে। 'অস্ত্রগুলো আমাকে দিয়ে যাও তো। তারপর ওর পকেট চেক করো, দেখো আরও কিছু পাও কি-না।'

মবি নামের লোকটা জনকে আপাদমস্তক সার্চ করছে, এদিকে পিস্তল আর রাইফেল চেক করল শেরিফ। সবজান্তার দৃষ্টিতে কিম সার্টিনের দিকে তাকিয়ে আছে বেন ডেগনার, ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি।

'বুনো ঘোড়াগুলোকে থামানোর জন্য গুলি করেছি আমি,' ফের জানাল জন। 'কথাটা আগেও বলেছি, তাই না? সরাসরি আমার ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছিল ওগুলো।'

'কেন তোমার ক্যাম্পের দিকে যাবে ঘোড়াগুলো?'

'দু'জন লোক ওগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল।'

'কারা?'

'চিনি না ওদের। দেখো, আমি তোমাদের এলাকায় নতুন...'

'চাপা মারছে!' ফোড়ন কাটল ডেগনার।

ডেগনারের উদ্দেশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানল শেরিফ, কিন্তু বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না শীর্ণদেহী ল-ম্যান। তার বুকেও একটা ব্যাজ সাঁটা আছে। ডেপুটি বোধহয়।

অন্য একজন এগিয়ে এল জনের দিকে। 'একটু আগে বলেছ

তোমার পিছনের পাথুরে জায়গায় আড়ালে ছিল স্নাইপার, সে-ই গুলি করেছে কর্নেলকে। তুমি তা হলে ঘোড়ার পাল লক্ষ্য করে গুলি করলে কেন, পিছনেও তো করতে পারতে?'

'আগে টের পাইনি,' সত্যি কথাই বলল জন। 'ঘোড়ার ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলাম। আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি মারল লোকটা। তা ছাড়া, কর্নেল যে গুলি খেয়েছেন সেটা পরে ওদের কথাবার্তা শোনার আগে বুঝতে পারিনি।'

শুধু একজনই স্যাডল ছাড়েনি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে তার ঘোড়া। স্থিরদৃষ্টিতে জনকে দেখছে লোকটা। হালকা-পাতলা গড়নের এক যুবক, লম্বাকার মুখ। চোখে বিপুল আগ্রহ।

'যতই উল্টাপাল্টা বলো, চিড়ে ভিজবে না, চাঁদ,' হুমকির সুরে বলল ডেগনার। 'তারচেয়ে বরং স্বীকার করে ফেলো যে কর্নেলকে তুমিই খুন করেছ।'

'আমি কর্নেলকে খুন করতে যাব কেন?' অধৈর্য সুরে বলল জন। 'কর্নেল আমার বন্ধু, আর একইসঙ্গে ব্যবসার অংশীদার।'

পাশে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ফিরল শেরিফ। 'জেমস, এ-ব্যাপারে কিছু জানো তুমি? বুনো ঘোড়া ধরার জন্য কাউকে পার্টনার করেছিল কর্নেল? আইনজীবি হিসাবে হয়তো তোমার জানার কথা।'

এই লোক তা হলে জেমস বাওয়ার। কিন্তু লোকটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ হলো না জনের, শেরিফের কথায় স্যাডলে আসীন শীর্ণদেহীর দিকে মনোযোগ দিতে হলো।

'তুমি ওকে চেনো, জর্জ? পার্টনারশীপের ব্যাপারে জানো কিছু?'

'নাহ্,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল লোকটা, চোখের দৃষ্টি এতটুকু কাঁপল না। 'শুধু বলেছিলেন আজ রাতে ওঁর বিপদ হতে পারে। সেজন্যই সাপারের পর শহরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা করলাম। তারপর কী হলো, তা তো জানোই।'

'জন ক্যালকিন না কী যেন লোকটার নাম,' জানাল জেমস বাওয়ার। 'ঠিক মনে পড়ছে না। হ্যারির কথায় মনে হয়েছিল লোকটা

বয়স্ক, কিন্তু এর তো ত্রিশই হয়নি।'

জেমস বাওয়ার আর জর্জ বেমিস। কর্নেলের কথায় জন বুঝেছে এ-দু'জনকে বিশ্বাস করত কর্নেল, নির্ভর করত। বিরোধী পক্ষ হিসাবে এদেরকে সন্দেহের চোখে দেখেনি। স্পষ্ট করে কিছু বলেছিল? মনে করার প্রয়াস পেল জন। উঁহুঁ, অমন কিছু বলেনি বা আভাসও দেয়নি। এদের ব্যাপারে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ, তাও বলেনি।

নিজের অবস্থা উপলব্ধি করতে পারছে জন। ভাল গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। প্রায় নিশ্ছিদ্র একটা জাল পেতেছে শত্রুপক্ষ, যেটা ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়া খুবই কঠিন হবে। খানিকটা হলেও অসহায় বোধ করছে ও, তবে পুরো ব্যাপারটা আগ্রহীও করে তুলছে ওকে।

দারুণ চটপটে, তৎপর আর খুবই ধূর্ত শত্রুপক্ষ। বিপজ্জনক বা বেপরোয়া তো বটেই, ভয়ঙ্করও, কারণ শুরুতেই কর্নেলকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিয়েছে। চমৎকার পরিকল্পনা, এক ঢিলে অনেক পাখি শিকার। কর্নেলকে সরিয়ে দেওয়া এবং খুনের দায় জনের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি মূল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ ঘোড়া চালানও বানচাল করে দিয়েছে ওরা।

বুটের তলার গোপন কুঠুরি থেকে কাগজ আর রেঞ্জারের ব্যাজ বের করে দেখালে হয়তো নিজেকে সন্দেহমুক্ত করতে পারবে জন, কিন্তু সবকিছু মাটি হয়ে যাবে তা হলে। কর্নেলের খুনী বা শত্রুপক্ষকে ধরা যাবে না। তাই আপাতত ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

নিরেট প্রমাণের বিরুদ্ধে যুক্তি সবসময়ই দুর্বল। জনের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। শেরিফের সঙ্গে যারা এসেছে, সবাই যে সাচ্চা লোক বা নিরপেক্ষ তা বলা যাবে না, বরং কেউ কেউ হয়তো শিখে-পড়ে এসেছে যাতে জনকে নিঃসন্দেহভাবে কর্নেলের খুনী হিসাবে প্রমাণ করা যায়।

অথচ আসল খুনীরা পালিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণে হয়তো অনেক দূরে চলে গেছে। ট্রেইলের উপর ছাপ কতক্ষণ থাকবে? বলা মুশকিল। এখুনি ঘোড়া ছোটানো দরকার।

'প্রমাণ করতে পারব যে আমিই জন ক্যালকিন,' শেষে বলল জন। 'তাতে সন্তুষ্ট হবে, শেরিফ? মিথ্যে অভিযোগ থেকে রেহাই দেবে আমাকে?'

'একজন নিপাট ভদ্রলোক মারা গেছে,' জনের প্রস্তাবটা যেন তার অহমে লেগেছে, এমন সুরে বলল শেরিফ সার্টিন। 'সৎ এবং আমাদের যে-কারও চেয়ে ভালমানুষ। কর্নেলের খুনীর লাশ ফাঁসিতে ঝুলছে, এটা দেখার আগ পর্যন্ত শান্তি পাব না আমি। সন্তুষ্ট হব না। এখন কথা না-বাড়িয়ে চলো। কোমর থেকে হোলস্টার খুঁলে নাও। জেলে গিয়ে তোমার সব কথা শুনব।'

একে একে সবার উপর চোখ বুলাল জন। জর্জ বেমিস ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে, একটু দূরে রেখে এসেছে যার যার ঘোড়া। কেউ কেউ স্যাডল স্ক্যাবার্ড বা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখলেও দু'জনের হাতে অস্ত্র শোভা পাচ্ছে। উঁহু, কোন সম্ভাবনা নেই, ভাবল জন। বরং কিছু করতে গেলে উল্টো ধড় হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। তারচেয়ে অপেক্ষা করাই যাক।

'একটা ঘোড়া লাগবে আমার, শেরিফ,' মৃদু স্বরে প্রয়োজনের কথা জানাল জন।

'হ্যাঁ, ঘোড়া শুধু শহরে যাওয়ার জন্য নয়,' মুখিয়ে উঠল বেন ডেগনার। 'কটনউডে ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যও লাগবে। শেরিফ, ঠিকই বলেছে ও, একটা ঘোড়ার ব্যবস্থা করা হোক।'

মাথা ঝিমঝিম করছে, অনুভব করল জন, ভিতরে চাপা ব্যথা। এটা অবশ্য সাময়িক, কিছুক্ষণ পর সেরে যাবে বলে পাত্তা দিল না। 'কর্নেলের খুনীকে ধরতে তোমার তাড়া না-থাকতে পারে,' কথা চালিয়ে গেল জন। 'কিন্তু আমার আছে।'

'সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নেই!'

কথাটা এমন সুরে বলেছে লইয়ার জেমস বাওয়ার, তার দিকে তাকাতে বাধ্য হলো জন। অবজ্ঞা, উপহাস, তাচ্ছিল্য…কোনটাই নয়, বরং কিছুটা যেন উদ্দেশ্যমূলক।

আইনজ্ঞের চোখে নিস্পৃহ চাহনি, মুখ নির্বিকার। চোখ বা মুখ

দেখে লোকটার ভিতরকার ভাবনা পড়া দুষ্কর মনে হলো। বাওয়ার কি কিছু বোঝাতে চাইছে ওকে? আনমনে ভাবছে জন। কেন? নাকি ওর বুঝতে ভুল হয়েছে?

'আমার কথাগুলো যাচাই করে দেখার গরজ অনুভব করছ না, শেরিফ, একবারও কি মনে হচ্ছে না আমি সত্যিও বলতে পারি? পুরো উপত্যকা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা উচিত তোমাদের, সমস্ত ট্র্যাক বা ছাপ খুঁটিয়ে দেখলে…'

'কী করতে হবে সেটা তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে?' তীক্ষ্ণ সুরে খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ, অপমানিত বোধ করছে। 'জন ক্যালকিন বা ক্যাটকিন, যেই হও না কেন, আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না!

'শোনো, তুমি একজন খুনের আসামী। যা আলামত পেয়েছি, অনায়াসে তোমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া যাবে। কিন্তু তারপরও সবকিছু যাচাই করে দেখব আমি। মিস্টার, এবার কথা না-বাড়িয়ে চুপচাপ সহযোগিতা করো। বলেছি তো, তুমি যাতে ন্যায্য বিচার পাও সেটা আমি দেখব।'

কর্নেলের কথাই ঠিক, শেরিফ কিম সার্টিন বোধহয় সত্যি সৎ ও আন্তরিক। ল-অফিসার হিসাবে অভিযুক্ত আসামীকে যেমন জেলে নিয়ে ভরা উচিত, তেমনি ঘটনাস্থলের নানা আলামত বা প্রমাণও তার সংগ্রহ করা উচিত, উচিত জনের প্রস্তাব অনুসারে উপত্যকা থেকে চলে যাওয়া প্রতিটি অশ্বারোহীর ট্র্যাক অনুসরণ করা। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী কাজটাই করছে সে—জনকে জেলে ভরবে, তারপর হয়তো একে একে অন্যগুলো সারবে, তাতে যদি প্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়ও, কিছু করার নেই।

জন তার জায়গায় থাকলেও বোধহয় তাই করত, যেখানে দলে বেন ডেগনারের মত হুজুগে লোক রয়েছে। ডেগনার বা অন্য কারও জিম্মায় জনকে শহরে পাঠিয়ে শেরিফ নিজে প্রমাণ সংগ্রহ করতে এখানে থেকে গেলে পথে হয়তো একটা গাছে ঝুলে জিহ্বা কেলিয়ে দেবে জন। বেন ডেগনার বা অন্যদের উপর ষোলোআনা আস্থা নেই বলেই প্রথম কাজটা নিজে সারতে চাইছে কিম সার্টিন।

'ক্যানিয়নে ঘোড়া জমা করার ব্যাপারে ও কিন্তু সত্যি কথাই বলেছে,' এই প্রথম মুখ খুলল পঞ্চম লোকটি।

'তাতে কী প্রমাণ হয়?' নিজের ধারণা থেকে এক চুল নড়তে রাজি নয় ডেগনার। 'আসল ঘটনা বরং আমার কাছ থেকে শুনে নাও, চিন্তা করে দেখো খাপে খাপে মিলে কি-না। কর্নেলের ঘোড়া এই বদমাশই চুরি করেছিল। উপত্যকায় এসে লুকায় ও। কর্নেল টের পেয়ে খুঁজতে আসেন, তারপর খুন হয়ে যান ওর হাতে। সহজ-সরল ব্যাপার। এ ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারবে?'

'চমৎকার ব্যাখ্যা,' কিছুটা শ্লেষের সুরে বলল শেরিফ। 'কিন্তু বেন, মনে রেখো তুমি আমার ডেপুটি। আসামী কী করেছে বা না-করেছে সেটা নির্ধারণ করবে জুরিরা। তুমি বিচার করতে যেয়ো না।'

'জজ শহরে নেই,' জানাল ডেপুটি। 'ফিরতে ফিরতে এক-দেড় মাস। শহরে পা রাখলেই দেখবে হৈহৈ করে ছুটে আসছে লোকজন। উত্তেজিত মবকে এতদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? ঝটপট ওকে ঝুলিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়!'

এবার ত্যক্ত বোধ করল শেরিফ। 'এই শেষবারের মত বলে দিচ্ছি, ফের ফাঁসির কথা উচ্চারণ করেছ তো তোমার চাকুরি নট হয়ে যাবে! রওনা দেওয়ার ব্যবস্থা করো। আসামীর ঘোড়াটা দেখেছ কেউ?'

'ওর আবার নিজস্ব ঘোড়া আছে নাকি?' ব্যঙ্গ করল ডেপুটি। 'নির্ঘাত চুরি করেছে!'

'ঘোড়াটা সোরেল গেল্ডিং,' জানাল জন। 'ব্র্যান্ড ছাড়া।'

'ব্র্যান্ড নেই!?'

'না। আমি ব্যবহার করি না।'

'অন্যের ঘোড়া যাতে নিজের বলে চালানো যায়?'

জর্জ বেমিসের দিকে ফিরল শেরিফ। 'জর্জ, ডাস্টির সঙ্গে একটা ঘোড়ায় চাপো। তোমার ঘোড়াটা আসামীকে দাও।'

মিনিট পাঁচের মধ্যে শহরের উদ্দেশে রওনা দিল ওরা। কষ্টে-সৃষ্টে স্যাডলে টিকে আছে জন। ক্লান্তি আর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে।

কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে তন্দ্রালু ভাবটা তাড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ঢুলতে শুরু করল।

ঘুম ভাঙতে নিজেকে সেলের ভিতর আবিষ্কার করল ও। পিঠের নীচে শক্ত কট। ম্যাট্রেস, নিদেনপক্ষে একটা চটের বস্তাও নেই। গায়ের উপর পড়ে থাকা কম্বল থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সেলটাও ছোট। বড়জোর দশ-বাই-দশ। একপাশে টিনের প্যান পড়ে আছে। প্রাকৃতিক ডাকে ওটায় সাড়া দিতে হয়।

পাশাপাশি তিনটা সেল। সামনে করিডর। করিডরের ওপাশে বন্ধ দরজা। লোহার গরাদ আর উঁচু সিলিঙে একবার চোখ বুলাল জন। বেশ মজবুত। সত্যিকারের জেলই বটে!

খটাং আওয়াজে সংবিৎ ফিরে পেল জন, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সেলের দরজা খুলছে শেরিফ। মেঝেয় নামিয়ে রাখা ট্রে তুলে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। পিছনে আইনজ্ঞ জেমস বাওয়ার।

ট্রেতে সামান্য খাবার আর ধূমায়িত কফির মগ।

'গরম কফিটা দরকার হবে ওর,' বলল শেরিফ। 'ঠাণ্ডায় ভাল কাজ দেবে। তা ছাড়া, আমি চাই না কেউ বলুক জেলে চরম অব্যবস্থা করে রেখেছি।'

'ওকে সুস্থ রাখো,' অনুরোধের সুরে বলল জেমস বাওয়ার। 'খুনের মামলা নিয়ে কাজ করার সুযোগটা হারাতে চাই না।'

লোকটার সব কথাই কি এমন উদ্দেশ্যপূর্ণ?

'তোমার ডেপুটিকে একটু সামলে রেখো, আস্ত একটা গাড়ল!' বিরক্ত মনে হলো বাওয়ারকে। 'ব্যাটা হৈচৈ করে চারদিক যেমন গরম করে তুলছে তাতে শেষটায় তোমারও ভোগান্তি হতে পারে, কিম। সত্যি কথা হচ্ছে এখন পর্যন্ত আসামীর বিরুদ্ধে নিরেট কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উল্টো তুমি ফেঁসে না-গেলেই হয়।'

'মানছি, একটু বেশি বকছে বেন। তোমার রাগের কারণও যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ওর চেয়ে ভাল লোক পাব কোথায়? যা বেতন পাই, আমারই চলে না। ডেপুটির তো আরও কম।' শ্রাগ করল সে। 'ও

বললেই তো কারও ফাঁসি হয়ে যাবে না। দুশ্চিন্তা কোরো না।'

বিছানায় উঠে বসল জন। ব্যথা নেই, ঝিমঝিমও করছে না। একেবারে পরিষ্কার। লম্বা ঘুম কাজে দিয়েছে। তবে সারা দেহে এক ধরনের আড়ষ্টতা রয়ে গেছে। বাওয়ারের বাড়িয়ে দেওয়া ট্রে থেকে কফির মগ তুলে নিয়ে চুমুক দিল ও। বেশ গরম। চাঙা হওয়ার জন্য এমনই দরকার ছিল।

'ধন্যবাদ, শেরিফ,' মৃদু স্বরে বলল জন।

ভাবান্তর দেখা গেল না শেরিফের মধ্যে। বাইরে থেকে দুটো টুল এনে সেলের তালা ভিতর থেকে আটকে দিল সে। একটায় আইনজ্ঞকে বসতে ইশারা করল, অন্যটা নিয়ে একটু দূরে সরে গেল, এমনভাবে বসল যাতে একইসঙ্গে জন এবং বাওয়ারের উপর নজর রাখতে পারে।

গরাদের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসল জেমস বাওয়ার, বুকের কাছে দু'হাত বাঁধা, নিস্পৃহ চাহনি। জনকে কফি উপভোগ করার সুযোগ দিল।

'ওদের ধারণা শক্ত প্যাঁচে পড়েছ তুমি,' শেষে শেরিফের দিকে ইশারা করে বলল বাওয়ার। 'রক্ষা পেতে জান বেরিয়ে যাবে। তবে বিচার হতে বেশ দেরি হবে, মাস খানেকের আগে কাউন্টি জজের এদিকে আসার সম্ভাবনা নেই।'

'আর তোমার ধারণা?'

স্মিত হাসল বাওয়ার। 'ফাঁসি দেবে কি, আসলে তোমাকে আটকে রাখার মত যথেষ্ট প্রমাণ ওদের হাতে নেই। ঠিক বলিনি, কিম?'

'প্রমাণ পেতে খুনীর পিছনে ছোটা লাগে,' মন্তব্য করল জন। 'সেটা ওরা করেনি।'

হেসে কী যেন বলতে চেয়েছিল শেরিফ, কিন্তু জনের কথায় থমথমে হয়ে গেল মুখ। 'দেখো, বাছা, অযথা আমার পিছু লাগতে যেয়ো না,' শান্ত সুরে উপদেশ দিল সে। 'অন্যের মর্জিতে আমি চলি না!'

'একেবারে যে করছে না, তাও নয়,' জানাল আইনজ্ঞ। 'এখানে

আনার পর ডাক্তার পরীক্ষা করেছিল তোমাকে। তোমার ঘাড়ে একটা ঘোড়ার খুরের ছাপ পেয়েছে।'

'তাতে শুধু এটাই প্রমাণিত হয় যে ঘোড়ার লাথি খেয়েছে ও,' মনে করিয়ে দেওয়ার সুরে বলল শেরিফ। 'অন্য কিছু নয়। যাকৃগে, ওর কথা সত্যি কি-না যাচাই করার জন্য বেরোব আমি। জন যদি নির্দোষ প্রমাণিত হয়, অযথা আটকে রাখব কেন?'

'নিরেট প্রমাণ আমার পকেটে ছিল,' তিক্ত স্বরে বলল জন। 'সব নিয়ে গেছে ওরা। আমার কাছে লেখা কর্নেলের চিঠি আর চুক্তিপত্র ছিল।'

'পার্টনারশীপের চুক্তিপত্র?' জানতে চাইল শেরিফ।

'হ্যাঁ।'

'ওটা আমারই লেখা,' জানাল আইনজ্ঞ।

'একটাই কপি ছিল? কর্নেল বা তোমার কাছে নিশ্চয়ই আরও কপি আছে?' শেরিফের জিজ্ঞাসা। 'লিনিং-বিতে খোঁজ করতে হবে, যদি পাওয়া যায়...'

'হ্যাঁ, আছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিম সার্টিন, ভুরু কুঁচকে ভাবল কী যেন, শেষে বলল: 'তাতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে না ও। শুধু এটা নিশ্চিত হবে ও কর্নেলের পার্টনার। খুনের ব্যাপারটা থেকে যাবে। প্রশ্ন উঠবে: সব ঘোড়া একা মেরে দেওয়ার জন্য কর্নেলকে খুন করেছে সে।'

যুক্তি আছে শেরিফের কথায়।

মানুষটাকে অসৎ বা হুজুগে মনে হয়নি জনের, বরং নিজের অবস্থানে থাকার ব্যাপারে অটল সে, এক বিন্দু ছাড় দিতে রাজি নয়। নিজস্ব বিবেচনায় যা যৌক্তিক মনে হয়েছে, তাই করেছে। আসামীর উপর চড়াও হয়নি, কিংবা ন্যায্য সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করেনি।

'বেশ, জন ক্যালকিন, এবার গল্পটা প্রথম থেকে শুরু করো!' প্রস্তাবের সুরে বলল শেরিফ। 'মনে রেখো তোমার পক্ষের একজন

আইনজীবী সবসময় আমাদের সঙ্গে আছে।'

কিন্তু সার্টিনের কৌশলটা না-বোঝার মত বোকা নয় জন। ল-অফিসারদের খুবই পুরানো চাল এটা। আসামীকে বারবার ঘটনার ফিরিস্তি দিতে বলা হয়। একসময় একটা ফারাক বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে। অপরাধী মাত্রই মিথ্যে বলতে অভ্যস্ত। নার্ভাস হলে সামান্য হলেও ভুল করে বসে। আর এভাবেই ফেঁসে যায়।

জনের সেই ভয় নেই। মনগড়া কিছু বানিয়ে বলতে হবে না ওকে, সেক্ষেত্রে হাজারবার বলতে হলেও গড়বড় হবে না কখনও।

সমস্যার কথা হচ্ছে, যাই বলুক সেটা সত্য হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না।

সময় নিয়ে, গুছিয়ে আবার বলল জন। ত্যক্ত বোধ করলেও গ্রাহ্য করল না। আপাতত এদের সাথে তাল মেলাতেই হচ্ছে। ভোরে যা বলেছে, তার সঙ্গে সামান্য অসামঞ্জস্যও থাকল না। শুধু মুমূর্ষু কর্নেলের শেষ বাক্যটি বলেনি। আগেরবারও তাই করেছে।

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না,' চিন্তিত স্বরে বলল শেরিফ। 'হ্যারি আমার বন্ধু ছিল। বিপদের এত আশঙ্কা করেছিল ও, অথচ কিছুই জানাল না! এটা ঠিক মেলাতে পারছি না আমি।'

'সহজ ব্যাপার,' বলল বাওয়ার। 'হ্যারিকে তো জানতে। প্রমাণ ছাড়া কখনও কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে ও? অন্য কেউ করলেও তিরস্কার করত। অযথা ঝামেলায় যেতে চাইত না ও। তা ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার ছিল। হ্যারি মনে করেছিল ঘোড়ার চালানের কথা যত কম লোক জানবে ততই মঙ্গল।'

'কিন্তু তোমাকে বলেছে!' তর্ক করল শেরিফ।

'কারণ আমি তোমার মতই ওর বন্ধু, একইসঙ্গে হ্যারির লইয়ারও। তবে সবটা বলেনি আমাকে। ঘোড়ার প্রথম চালানের কথা কম-বেশি সবাই জানে। পরের কয়েকবার যে ব্যর্থ হয়েছে সেটা চুক্তি তৈরি করার সময় জেনেছি আমি। আমাকে না-বলে তখন উপায় ছিল না হ্যারির।'

'আর কে কে জানে?'

'রুথ, এবং সম্ভবত বেমিস।'

চুপ করে দুই বন্ধুর কথাবার্তা শুনছে জন। পরিস্থিতি ক্রমে খোলসা হচ্ছে, অন্তত বেশ কিছু ব্যাপার জেনে গেছে ও। আরও একটা জিনিস: সম্ভবত এরা দু'জনেই জনের ন্যায়বিচার চায়।

'ভ্যান রিডল বা অন্য ক্রুরা জানে?' শেরিফের পরবর্তী প্রশ্ন।

'না। এসবের সঙ্গে ওদের জড়াতে চায়নি হ্যারি।'

জনের দিকে ফিরল শেরিফ। 'নাহ্, বাছা। এখন পর্যন্ত এমন কিছু বলতে পারোনি যাতে তোমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হয়।'

'তা হলে আমিই বলি,' করিডর থেকে ভেসে এল একটা নারী কণ্ঠ। 'জনকে বাবার খুনী ভেবে থাকলে বলব তুমি এই কাউন্টির সবচেয়ে বুড় গর্দভ, শেরিফ!'

তিন

তিনজনই ঘুরে তাকাল। দৃঢ় পায়ে সেলের দিকে এগিয়ে আসছে রুথ ব্রেসওয়েল। কর্নেলের ছোটখাট ও কোমল মহিলা সংস্করণ বলা চলে। একহারা গড়ন, কোন অঙ্গেই বাহুল্য নেই। সোনালি চুল। সাদা হওয়ার আগে কর্নেলেরও এমন ছিল।

সেলের সামনে এসে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে একে একে তিনজনকে দেখল রুথ। চোখের গভীরে বিষণ্ণতা ঢেকে রাখতে পারেনি। পায়ে বুট, পরনে ধূসর স্কার্ট এবং জ্যাকেট। মাথায় মাঝারি আকারের হ্যাট। রুথের আচরণে বা চলার মধ্যে এক ধরনের রুক্ষতা রয়েছে, কিন্তু এটা স্রেফ শোক আর হতাশার প্রকাশ।

'তুমি ওর উকিলের কাজটা নিচ্ছ তো, জেমস?' বাওয়ারের উদ্দেশে জানতে চাইল মেয়েটি।

'সেজন্যই এলাম। তবে আসামী এখনও স্বীকৃতি দেয়নি।'

'দাও করিনি,' স্মিত হেসে বলল জন। 'এবং সরাসরি কোন প্রস্তাবও পাইনি আমি। যাক্‌গে,' কট ছেড়ে সেলের দরজার দিকে এগোল ও। 'রুথ, আমি সত্যি দুঃখিত। তোমার বাবাকে বাঁচাতে আরও তৎপর হওয়া উচিত ছিল আমার।'

সামান্য ঘাড় কাত করল রুথ, তারপর সবাইকে অবাক করে দিয়ে স্মিত হাসল। 'যার যা নিয়তি, তা তো ঘটবেই!' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শেরিফকে বিদ্ধ করল এবার। 'তুমি বললে, জন এমন কিছু বলেনি যাতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমি জানতে চাই এমন কী করেছে যে ওকে আটকে রেখেছ?'

সামান্য হকচকিয়ে গেল শেরিফ, তবে সেটা প্রশ্নকর্তা স্রেফ বন্ধুর শোকার্ত মেয়ে বলেই। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ল-অফিসার হিসাবে আমার কাছে যা ভাল মনে হয়েছে তাই করেছি। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল জন, এমনকী কিছু কিছু আলামত ওর বিপক্ষেও যায়। অভিযোগটা শক্ত। নিরেট প্রমাণ না-পাওয়া পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতেই হচ্ছে।'

'এক সপ্তাহ ধরে কাজ করে যাচ্ছে জন,' জানাল রুথ। 'আজ ওর ঘোড়া চালান দেওয়ার কথা ছিল। গতরাতে বাবার সঙ্গে উপত্যকায় দেখা করেছিল ও, চালান নিয়ে আলোচনা করেছে। জনের যদি বাবাকে খুন করার ইচ্ছে থাকত, তা হলে কালই করল না কেন? নির্বিঘ্নে কেটে পড়তে পারত ও।'

'দেখো, মেয়ে, আমি আইনের মানুষ। প্রমাণ বা আলামত ছাড়া কিছু করার উপায় নেই আমার। ওকে দোষী সাব্যস্ত করতে যেমন প্রমাণ লাগবে, তেমনি অভিযোগমুক্ত হতেও নিরেট প্রমাণ লাগবে।'

'অন্য কেউ হলে এত ব্যাখ্যার ঝামেলায় যেতাম না, স্রেফ তুমি বলেই বলছি। জনের বিরুদ্ধে অভিযোগটা যেমন পুরোপুরি ভিত্তিহীন

নয়, তেমনি খুব জোরালও নয়। ভুল সময়ে ভুল জায়গায় উপস্থিতির পরিণামে বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারো জন ন্যায়বিচার পাবে।'

'ঘোড়াগুলো চুরি করার ইচ্ছে থাকলে অনেক আগেই কাজটা করতে পারত জন!' অধৈর্য সুরে মনে করিয়ে দিল রুথ।

'চুরি?' খানিকটা বিস্মিত দেখাল শেরিফকে। 'চুরির কথা বলছ কেন? এমন চিন্তা তোমার মাথায় ঢুকল কীভাবে?'

'আমি নই, বেন ডেগনারই সারা শহরে বলে বেড়াচ্ছে কথাটা,' রাগ প্রকাশ পেল রুথের কণ্ঠে। 'হয়তো সপ্তাহ খানেক ধরে পরিচয়, কিন্তু কখনও কখনও মানুষ চিনতে এরচেয়ে বেশি সময় লাগে না। তাই জন ক্যালকিন সম্পর্কে ওরকম কিছু ভাবার অবকাশ নেই।'

আড়চোখে জেমস বাওয়ারকে দেখল জন। ওর জন্য রুথের এমন ব্যগ্রতা আইনজ্ঞের উপর কেমন প্রভাব ফেলছে? খানিকটা হলেও ঈর্ষা হওয়ার কথা, কারণ অনেকদিন ধরে রুথের পিছনে লেগে আছে সে।

নিরাবেগ ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তরুণ লইয়ারের মুখ, চোখে কৌতুকের চাহনি। প্রতিক্রিয়া হলেও সেটা ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'ক্যালকিন বলেছে পরিকল্পনামাফিক শত্রুপক্ষকে অন্য দিকে ব্যস্ত রাখবে হ্যারি, যাতে ঘোড়ার পাল নিয়ে নির্বিঘ্নে চলে যেতে পারে ও। কথাটা ঠিক?'

'আমার জানামতে ওটাই ছিল সর্বশেষ পরিকল্পনা,' চট করে আইনজ্ঞের প্রশ্নের জবাব দিল রুথ।

'আর কেউ এ-কথা জানত?'

'না।'

'বেমিসের ব্যাপারটা কী?' এবার জনের প্রশ্ন। 'সে জানে?'

মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'জর্জ শুধু জানত যে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, কিন্তু সেটা ঠিক কী বুঝতে পারেনি। ভ্যান রিডল বা অন্য ক্রুরা শীতের জন্য জ্বালানি আর খড় যোগাড় করতে ব্যস্ত ছিল।'

কী যেন বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল জন। কিছু বলা

নিরর্থক এখন, এবং এক অর্থে বিপজ্জনকও। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোথাও একটা ছিদ্র আছে। কেউ বেঈমানি করছে। লোকটার পরিচয় জানা পর্যন্ত কথা কম বলাই ভাল।

গত রাতে কর্নেল আর ওর কথাবার্তায় প্রথমে ঠিকই বিভ্রান্ত হয়েছিল প্রতিপক্ষ। তারপর একটা রাতও কাটেনি, আসল ঘটনা বেরিয়ে পড়েছে।

কর্নেলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে পায়ল ক্যানিয়নে বন্দি হওয়া পর্যন্ত সব ঘটনা বিশ্লেষণ করল জন। জনের পিছনের পাথরের আড়াল থেকে গুলি করা হয়েছিল কর্নেলকে। হঠাৎ তাঁর উপস্থিতি একটা বিরাট রহস্য। শত্রুপক্ষ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য জানতে পেরেছিল কর্নেল, আর সেটাই জনকে জানাতে ভোরে উপত্যকায় এসেছিল? জেনে গিয়েছিল ঘোড়ার পালে রেইড করা হবে?

কারণ যাই হোক, নিখুঁত পরিকল্পনা করে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে কর্নেলকে। তারপর দোষটা জনের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। দারুণ চাল। প্রতিপক্ষ খুবই ধুরন্ধর, প্রায় নিশ্ছিদ্র একটা জাল বিছিয়েছে, যেটা থেকে মুক্ত হওয়া ওর পক্ষে বেশ কঠিন হবে।

ভাগ্যিস; এরা রয়েছে! শেরিফও হুজুগে নয়, নইলে সত্যি কপালে খারাবি ছিল ওর। তবে দুশ্চিন্তার কথা, এত শ্রম বিফলে গেছে আবারও। ফোর্টে সাপ্লাই দেওয়া গেল না, এবং ঘোড়ার পালও বেহাত হয়ে গেছে। উপরন্তু কর্নেল নেই। অবস্থা সত্যি ভয়াবহ।

আপাতত সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা জনের নিজেকে নিয়ে। সব রহস্যের সমাধান করতে হলে জেল থেকে বেরোতে হবে। জেলে থেকে কাজের কাজ কিছু হবে না। ঠিক এজন্যই কর্নেলের খুনের দায় চাপানো হয়েছে ওর ঘাড়ে, জন যাতে কিছু করতে না-পারে। সম্ভাব্য বাধা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

'একটু পরে বেরোব আমি,' জানাল শেরিফ। 'ওই উপত্যকা আর আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাব। দেখি, আসামীর কথা সমর্থন করে এমন কিছু পাওয়া যায় কি-না।'

সহসা বাইরে থেকে তুমুল শোরগোলের আওয়াজ ভেসে এল।

ল-অফিসের বাইরে উল্টোদিকের ফুটপাতে জড়ো হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক। পোর্চের সামনে স্যাডলে বসে ভাষণ দিচ্ছে দু'জন। 'শেরিফ বা অন্যরা গর্দভ হতে পারে, কিন্তু আমরা নই,' চড়া স্বরে বলছে একজন। 'এমন আহম্মকির দরকার আছে? ডেগনারের কথা শুনেছ সবাই। এরপরও কি সন্দেহ থাকে? কবে দেড়মাস পরে জজ আসবে, তারপর বিচার হবে! আর এদিকে কর্নেলের খুনী আমাদের টাকায় মাগ্না খেয়ে ভুঁড়ি বাগাবে। সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যাবে না তার নিশ্চয়তা কী! এভাবে দিনের পর দিন ফাঁসির আসামীকে জেলে রাখা সম্ভব নয়। তাই আমি বলছি, আজ...এ-মুহূর্তে ফাঁসি দেওয়া উচিত লোকটাকে!'

কণ্ঠটা পরিচিত ঠেকল জনের কানে।

সেলের পাশের দেয়ালে দৃষ্টি চালাল ও, একেবারে ছাদের লাগোয়া উঁচু একটা জানালা আছে। এমনিতে নাগাল পাওয়া যাবে না, তবে টুল বা কটের উপর দাঁড়ালে বাইরে চোখ রাখা যাবে।

ঝট করে উঠে দাঁড়াল শেরিফ। টুল নিয়ে জানালার কাছে চলে গেল। মুখ থমথমে হয়ে গেছে, চাহনিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ছাপ। টুলের উপর দাঁড়িয়ে বাইরে দৃষ্টি চালাল সে, মুখ না-ফিরিয়েই ওদের জানাল: 'মবি কিমেল! গোলমাল পাকাচ্ছে হারামীটা!'

'গলা শুনে চিনেছি ওকে,' মৃদু স্বরে বলল বাওয়ার। 'চলো, বাইরে গিয়ে শান্ত করি ওদের।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ, তাড়াহুড়োয় সেলের দরজায় তালা আটকাতে ভুলে গেল। সামনের অফিসে এসে দেরাজ থেকে শটগান তুলে নিল।

শেরিফের রেখে যাওয়া টুলের উপর উঠে বাইরে উঁকি দিল জন। মবি কিমেলের কণ্ঠ ঠিক চিনতে পেরেছে ও। আজ ভোরে শুনেছে। উল্টোদিকে জেনারেল স্টোরের সামনে জড়ো হয়েছে বেশ কিছু লোক। চারজন অশ্বারোহী রয়েছে। সবাই সশস্ত্র।

হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে উঠল: 'ওই যে, আসামী! জেলের জানালায় দেখো!'

কথার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের গুলিও ছুটে এল।

মাথা নামিয়ে নিয়েছে জন। জানালার ফ্রেমে লাগল গুলি।

রুথের দিকে ফিরল ও। 'ভোরে কিমেলের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। ও-ই আমাকে অজ্ঞান করেছিল। মুখোশ থাকায় চেহারা দেখতে পাইনি, তবে কণ্ঠ চিনেছি। শরীরের গঠনও একই রকম।'

বাইরে শোরগোলের মাত্রা ক্রমে বাড়ছে।

বিস্ফারিত হয়ে গেছে রুথের চোখ। 'তুমি নিশ্চিত কিমেল ছিল লোকটা?'

'হ্যাঁ। শতভাগ।'

'কিন্তু এমন কাজ কেন করবে মবি...' কী যেন ভাবল মেয়েটি, তারপর কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় একটা ভঙ্গি করল। 'ও অবশ্য প্রতিবেশী হিসাবে কখনোই বন্ধুর মত আচরণ করেনি আমাদের সঙ্গে। তারপরও...ধ্যেৎ, সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে আমার!'

'আপাতত ধৈর্য ধরতে হবে,' ম্লান সুরে বলল জন। 'চিন্তা কোরো না, ম্যা'ম, একবার বেরিয়ে যেতে পারলে সব রহস্যের সমাধান করে ফেলব।'

বাইরে চিৎকার করছে লোকজন।

ফের জানালার কাছে এসে উঁকি দিল জন।

জেনারেল স্টোরের সামনে চলে গেছে শেরিফ, মুখোমুখি হয়েছে মবের। 'মবি, তোমার লোকজন নিয়ে এখুনি কেটে পড়ো!' তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল সে। 'মনে রেখো, এটা মগের মুল্লুক নয়। এখানে আইন আছে, আইনের মানুষও আছে। বিচার ছাড়া কারও ফাঁসি হবে না এই শহরে।'

'হবে কি হবে না সেটা আমরা দেখব,' একগুঁয়ে স্বরে বলল মবি কিমেল, রাগে কুৎসিত হয়ে গেছে মুখ। 'আমাদের দেওয়া করের টাকায় বেতন পাও তুমি। তা হলে আমাদের কথায় চলবে না কেন? বেশি তেড়িবেড়ি করলে ব্যাজটা কেড়ে নিয়ে পছন্দের লোক বসাব আমরা!'

নিজেকে আর সামলাতে পারল না শেরিফ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আইনজ্ঞের হাতে শটগান ধরিয়ে দিয়ে ছুটে গেল কিমেলের দিকে। কাছে গিয়ে শার্ট আর ভেস্ট চেপে ধরল সে, তারপর এক টানে স্যাডল থেকে মাটিতে আছড়ে ফেলল কিমেলকে। এত অল্পে ছেড়ে দেওয়ার মানুষ নয় শেরিফ। ঝুঁকে শার্ট খামচে ধরে দাঁড় করাল ফ্লাইং-কে মালিককে।

বাধা দেওয়ার খায়েশ দেখা গেল না কিমেলের মধ্যে, মুহূর্তে সব বাহাদুরি উধাও হয়ে গেছে।

'তোমার মত সস্তা রংবাজ বহু দেখেছি,' দৃঢ়, শান্ত স্বরে বলল শেরিফ। 'ওদের উপযুক্ত শিক্ষাও দিয়েছি! যাকগে, লোকজন নিয়ে এবার কেটে পড়ো। ফের যদি আমার কাজ-কর্মে নাক গলাতে আসো, জনমের শিক্ষা দিয়ে দেব! আয়নায় চাঁদমুখটা দেখতে তখন ইচ্ছে করবে না তোমার।'

ধাক্কা দিয়ে কিমেলকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল শেরিফ। টলতে টলতে পিছিয়ে গেল ফ্লাইং-কে মালিক, কোনরকমে সামলে নিল নিজেকে। অপমানে লাল হয়ে গেছে মুখ।

উৎসুক লোকজনের দিকে ফিরল শেরিফ। 'সবার জন্য একই কথা। সাহস থাকলে এগিয়ে এসো, দেখি তোমাদের হিম্মত! শটগানের গোলা খাওয়ার ইচ্ছে আছে কারও?' মিনিট খানেক অপেক্ষা করল সার্টিন, কেউ এগিয়ে এল না। 'ফের বলে দিচ্ছি, এখানে আমিই আইন। এত বছর ধরে এই শহর চালিয়েছি, তোমরাও শান্তিতে ছিলে। বুড়ো হয়ে গেলেও আমার তেজ কমে যায়নি।

'এই শহরে কোন অন্যায় হতে দেব না আমি। আসামী লোকটা খুনী হতে পারে, কিন্তু সেটা নির্ধারণ করবে জজ আর জুরিরা। তোমাদের, এমনকী আমারও তার বিচার করার অধিকার বা এক্তিয়ার নেই।

'যাও, এখন ভাগো সবাই। যার যার কাজে যাও।'

ভিড় আলগা হতে শুরু করল। দ্রুত পায়ে সরে গেল কেউ কেউ, তবে কয়েকজন এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। শেরিফ শটগানটা হাতে তুলে নিতে এবার তারাও কেটে পড়ল। মিনিট খানেকের মধ্যে একেবারে খালি হয়ে গেল জায়গাটা।

শেরিফ কিম সার্টিন সম্পর্কে জানে এরা। দৃঢ়চেতা, সাহসী এবং প্রয়োজনে কঠিন হওয়ার সুনাম আছে সার্টিনের। সারা তল্লাটে এমন কেউ বলতে পারবে না শেরিফের সাহায্য চেয়ে নিরাশ হয়েছে। প্রয়োজনে কঠোর হতেও জানে সে। শুরুতে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভরে গিয়েছিল শহরটা। সমস্ত জঞ্জাল প্রায় একা সাফ করেছে কিম সার্টিন। যৌবনের সেই দৃঢ়তা বা ক্ষিপ্রতা না-থাকলেও সবাই জানে সার্টিন এখনও বিপজ্জনক মানুষ, অন্তত শত্রুদের জন্য।

একপাশে দাঁড়িয়ে আছে মবি কিমেল। অপমানটা খুব লেগেছে বোধহয়, চেহারায় একগুঁয়েমি। শেরিফ তার দিকে দু'পা এগোল।

'এটাই শেষ নয়, কিম,' সরোষে বলল বিশালদেহী র‍্যাঞ্চার। 'বন্ধু বলে জানতাম তোমাকে, কিন্তু ধারণাটা ভেঙে গেল আজ। দিন আমারও আসবে। এই অপমানের শোধ আমি নেবই! সেদিন হয়তো তোমার হাতে একটা শটগান থাকবে না।'

'গর্দভ!' তিরস্কার ঝরে পড়ল সার্টিনের কণ্ঠে। 'আমার হাতে শটগান ছিল নাকি? খালি হাতেই তোমাকে স্যাডল থেকে নামিয়ে আনলাম। মুরোদ থাকলে ঠেকালে না কেন?'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল কিমেল, তারপর অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার পিঠে চাপল। 'হ্যাঁ, বাধা দিইনি, কারণ তুমি এখানকার আইন,' চাপা স্বরে বলল সে। 'তোমার সঙ্গে শত্রুতা নেই আমার, তা হলে লাগতে যাব কেন?'

'অ, আমার সঙ্গে লাগতে গেলে আইন ভাঙা হয়, আর মবকে উত্তেজিত করে জেলখানার আসামীকে ফাঁসি দিলে আইন ভাঙা হয় না?' হেসে উঠল শেরিফ। 'তোমার বুদ্ধি আর কখনোই খুলবে না, মবি।'

চলতে শুরু করল মবি কিমেল। আইনজ্ঞকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় তেরছা চোখে তাকাল, নিচু স্বরে বলল: 'তুমি কোন্ পক্ষ নিয়েছ সেটাও মনে থাকবে আমার।'

'কারও পছন্দ-অপছন্দে পক্ষ নিই না আমি,' নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল জেমস বাওয়ার। 'সেটা আমার নিজস্ব মর্জি। তোমার যদি তাতে ভাল না-লাগে, কিছু করার নেই।'

'অথচ কয়েকদিন আগেও তুমি আমার পার্টনার ছিলে!'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু সাবেক পার্টনার বা বন্ধু বলে তুমি মহা অন্যায় করলেও সেটা মেনে নিতে হবে?'

উত্তরে কিছু না-বলে দ্রুত ঘোড়া ছোটাল মবি কিমেল।

বাইরের নাটক শেষ হয়ে যেতে জানালা থেকে দৃষ্টি সরাল জন, টুল থেকে নেমে রুথের দিকে ফিরল। মুখে স্মিত হাসি ওর। 'তোমাদের শেরিফ লোকটা বেশ সাহসী,' মন্তব্য করল ও।

'কিছুটা বোকাও,' জুড়ে দিল রুথ। 'তবে দোষ দেওয়া যাবে না ওকে। বাবা আর কিম খুব ভাল বন্ধু ছিল। স্বভাবতই বাবার মৃত্যুতে খুব দুঃখ পেয়েছে। খুনীর বিচার করতে উঠে পড়ে লাগবে এখন।'

'লাভ কী তাতে? আসল খুনীকে না-ধরে আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করছে, অথচ মবি কিমেল প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে।' বাঙ্কের উপর বসে পড়ল জন। 'তবে নাচার সে। প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যায় না।'

'কিমেল যে জড়িত, কোন ভাবে প্রমাণ করতে পারবে না, জন?'

'আপাতত পারব না; তবে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই প্রমাণ পাওয়া যাবে। অপরাধীরা সবসময়ই কোন না কোন সূত্র রেখে যায়। অন্তত...'

করিডরের দরজা খোলার শব্দে থেমে গেল জন।

শেরিফ আর আইনজ্ঞ ফিরে এসেছে।

'মবি কিমেলের ব্যাপারটা শেরিফকে বলেছ নাকি?' নিচু স্বরে, দ্রুত

জানতে চাইল রুথ। 'মানে, বলতে চাইছি, মবির কণ্ঠ যে চিনেছ সে-কথা কি বলেছ? বললে কিন্তু বুঝে ফেলবে কিম।'

'উঁহুঁ, কণ্ঠস্বরের ব্যাপারটা তখন আমার মনেই আসেনি। তা ছাড়া, কাউকে অভিযুক্ত করার আগে আরও শক্ত প্রমাণ চাই।' মৃদু হাসল জন। 'তোমার বাবাও তাই মনে করতেন, পুরো নিশ্চিত না-হলে সন্দেহ প্রকাশ করতেন না।' মৃদু হেসে গরাদের দিকে এগিয়ে এল ও। সামনে এসে যেন বিদায় জানাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে নিচু স্বরে বলল: 'বেন্ডার ম্যাককুইন আর তোমার সঙ্গে গোপনে আলাপ করতে হবে। মৃত্যুর আগে একটা খবর জানিয়ে গেছেন কর্নেল।'

রুথের চোখে প্রত্যাশার ঝিলিক দেখা গেল।

সেলের দরজা খোলা দেখে ভুরু কোঁচকাল শেরিফ, বিব্রত হয়ে পড়ল মুহূর্তের জন্য।

'চাইলে বেরিয়ে যেতে পারতাম,' সামান্য হেসে বলল জন। 'তবে আমার কাছে মনে হয়েছে এটাই সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা, অন্তত এখন।'

ঝটপট তালা লাগিয়ে দিল শেরিফ। আইনজ্ঞের দিকে ফিরে বলল, 'বেনের সঙ্গে দেখা হলে পাঠিয়ে দিয়ো তো। মনে হচ্ছে ও-ই খেপিয়ে তুলছে লোকজনকে। কী যে ঝামেলায় পড়লাম!'

'আমাকে ছেড়ে দিলেই ঝামেলা খতম,' প্রস্তাবের সুরে বলল জন। 'উপযুক্ত কারণ ছাড়া আমাকে আটকে রাখার অধিকারও তোমার নেই।'

'নিরাপত্তার কথা ভেবেই আটকেছি তোমাকে,' স্বীকার করল শেরিফ।

'ওসব না-ভেবে বরং আমাকে দোষী প্রমাণ করার চেষ্টা করো,' অভিযোগের সুরে বলল জন। 'এখানে মাসের পর মাস পড়ে থাকতে অসুবিধা ছিল না, শুধু দুটো কারণে বেরিয়ে যেতে চাই: এক, আসল খুনী ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে, আর তুমি খাতির করলেও বেন ক্লেগনার বা মবি কিমেলের মত লোক মোটেও খাতির করবে না আমাকে। সুযোগের অপেক্ষায় তক্কে তক্কে থাকবে ওরা, তারপর এখান থেকে বের করে স্রেফ ঝুলিয়ে দেবে। ওই দুটোর কোনটাই চাই না আমি।'

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল শেরিফ, চাহনিতে সন্দেহ। 'অযৌক্তিকভাবে আটক রাখার অভিযোগ আনবে আমার বিরুদ্ধে?'

'আনতেও পারি। আগে তোমার কার্যকলাপ দেখব, তারপর না-হয় সিদ্ধান্ত নেব।'

হেসে উঠল জেমস বাওয়ার। 'চমৎকার একটা পয়েন্ট ধরে বসেছে ক্যালকিন, কিম। কারণ ছাড়া কাউকে জেলে ভরে রাখতে পারো না তুমি। বিশেষ করে সে যদি তার নিজস্ব শহর বা এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ কেউ হয়। বিচারক আর জুরিরা যদি দেখে নিরপরাধ একজন মানুষকে স্রেফ সন্দেহের কারণে দেড় মাস আটকে রেখেছ, কারণ দর্শাতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাবে তোমার।'

'আর তুমিও নিশ্চয়ই ওকে ইন্ধন দেবে?' বাঁকা সুরে জানতে চাইল শেরিফ। গরাদ ধরে ঝাঁকি দিল সে, পরীক্ষা করছে কতটা মজবুত। 'শোনো, অন্তত কিছুদিন ওকে আটক রাখতেই হচ্ছে,' ব্যাখ্যা দেওয়ার সুরে বলল সে। 'দেখি না, দু'একটা সূত্র পাওয়া যায় কি-না। ওর গল্প একেবারে অবিশ্বাস করেছি তা নয়। তখন তো অন্যরা ছিল, হৈহুল্লোড়ের মধ্যে দেখার সুযোগ পাইনি। এখন একা সময় নিয়ে তল্লাশি চালাব আমি। দেখি কী পাওয়া যায়!

'তা ছাড়া, যদ্দিন না বাইরেটা নিরাপদ মনে হচ্ছে তদ্দিন এখানে থাকাই ওর জন্য ভাল হবে। পরিস্থিতি শান্ত হতে একটু দেরি হবে। কয়েকটা দিন মানিয়ে নাও, জন।'

'কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমার।'

সামান্য বিস্মিত মনে হলো শেরিফকে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল সে। 'জেরা করবে নাকি?' উদার হাসি ফুটল কিম সার্টিনের মুখে।

'কিছু মনে কোরো না, মি. বাওয়ার,' লইয়ারের দিকে ফিরল জন।

'আমি একা কথা বলতে চাই।'

শ্রাগ করল জেমস্‌ বাওয়ার, মুখ দেখে বোঝা গেল না কী মনে করেছে। বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

উৎসুক দৃষ্টিতে জনের দিকে ফিরল শেরিফ।

'শহর থেকে পায়ল ক্যানিয়নের দূরত্ব কত, শেরিফ?' জানতে চাইল জন।

'সাত মাইল।'

'কর্নেল খুন হওয়ার পরপরই দলবল নিয়ে তুমি পৌঁছে গেলে, একেবারে ঠিক সময়ে। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবে? পায়ল ক্যানিয়নে কী ঘটছে অফিসে বসে নিশ্চয়ই জানার কথা নয়?'

দৃঢ় হয়ে গেল সার্টিনের চোয়াল, বিব্রত বোধ করছে। কঠিন দৃষ্টিতে জনকে দেখল, তারপর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল। 'ফালতু প্রশ্ন! আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নই, মি. ক্যালকিন, তবুও দিচ্ছি স্রেফ ঝামেলা এড়ানোর জন্য। পরে হয়তো তুমি বা জেমস দাবি করে বসবে আসামীকে ন্যায্য সুযোগ দেওয়া হয়নি।

'গতকাল সন্ধ্যা থেকে শহরের পরিবেশে অস্বাভাবিকতা লক্ষ করেছি,' নিস্পৃহ স্বরে বলে গেল শেরিফ। 'কারণ জানতে চাইলে-সঠিক বলতে পারব না, যেহেতু এটা স্রেফ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি, তবে আমার কাছে মনে হয়েছে একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। তা ছাড়া, ল-ম্যান মাত্রই বোধহয় খুঁতখুঁতে স্বভাবের হয়।

'বিকালে শহরে দেখা হয়েছিল হ্যারির সঙ্গে। মনে হলো কোন একটা ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় আছে ও। জিজ্ঞেস করতে এড়িয়ে গেল। সন্ধ্যায় জর্জ বেমিসের কাছে শুনলাম ওকে উপত্যকা রেকি করতে পাঠিয়েছিল হ্যারি। বলল ঘোড়া চালানের ব্যাপারে গোপনে কার সঙ্গে নাকি দেখা করবে কর্নেল।

'আর মাঝরাতে হ্যারি নিজেই আমার ঘুম ভাঙাল। বলল গোপন সূত্রে খবর পেয়েছে পায়ল ক্যানিয়ন থেকে ওর ঘোড়ার পাল চুরি হবে। খবরটা কোত্থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু এড়িয়ে গেছে

ও। শুধু সাহায্য চাইল।'

'তুমি কী বললে?'

'উড়ট বা উড়ো খবর পেয়ে ছুট দেওয়ার বিলাসিতা আইনের লোকের থাকে না। আমারও নেই। অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে ওকে মানা করতে খারাপ লেগেছে, কিন্তু আসলেই আমার করার কিছু ছিল না। নিরেট প্রমাণ ছাড়া কী করতে পারতাম? তা ছাড়া, ও-ও স্পষ্ট করে কিছু বলেনি।'

'কিন্তু সকালে হাজির হয়ে গেছ তুমি।'

'গভীর রাতে আবার এসেছিল জর্জ। বলল বাথানে ফেরেনি হ্যারি, সারা শহর খুঁজেও ওকে কোথাও পায়নি। অগত্যা লোকজন সংগ্রহ করে...'

'কে কে ছিল তোমাদের সঙ্গে?'

'ডেগনার ছাড়াও বাওয়ার, কিমেল, জর্জ আর ওদের একজন ক্রু, ডাস্টি অনলে লোকটার নাম। মবি কিমেলের সঙ্গেও এক কাউহ্যান্ড ছিল।'

'শহর থেকে তোমার সঙ্গে যোগ দিয়েছিল কিমেল?'

'না। প্রায় মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর কাউহ্যান্ডটাকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয় কিমেল। আর বাওয়ার যোগ দিয়েছিল শহর থেকে।'

'কোত্থেকে খবর পেয়েছিল সে, জিজ্ঞেস করেছ ওকে?'

জনের উদ্দেশ্য বুঝতে অসুবিধা হলো না অভিজ্ঞ ল-ম্যানের। 'জর্জ খবর দিয়েছিল ওকে। রাতে শহরেই ছিল ও। দেদার গিলে বেহেড মাতাল হয়ে গিয়েছিল। ধাতস্থ হতে সময় লেগেছিল ওর, তাই শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। পরে জোরে ঘোড়া দাবড়ে ধরে ফেলেছিল আমাদের।'

'স্বভাবতই খুব ক্লান্ত ছিল ওর ঘোড়াটা, তাই না?'

'সেটাই তো স্বাভাবিক,' নিরীহ সুরে উত্তর দিল শেরিফ।

'একটা গ্রুলায় চেপেছিল, যেটার মাথার কাছে সাদা ছোপ? আর

এক পায়ে গাঢ় কালো রঙ?'

'তাতে কী প্রমাণ হয়?'

'কিছু না। এমনিতে জিজ্ঞেস করেছি।' পিছিয়ে গিয়ে কটে বসে পড়ল জন। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, শেরিফ।'

চিন্তিত মুখে ওকে দেখল কিম সার্টিন, বোঝার চেষ্টা করল কী যেন, তারপর শ্রাগ করে সেল থেকে বেরিয়ে গেল। তালা আটকে ফের একবার দেখল জনকে। 'তুমি মানুষটা খুব অদ্ভুত!' বিস্ময় ঢেকে রাখল না সে। 'একটু আগে এমনভাবে আমাকে জেরা করলে যেন আমিই আসামী! আসামী ল-অফিসারকে জেরা করছে, এটা বোধহয় কেবল এখানেই সম্ভব।'

'কয়েকটা ব্যাপার জেনে নিলাম শুধু, শেরিফ, অন্য কিছু নয়। সবাই যেভাবে ঘটনাটাকে দেখছে, আমি একটু ভিন্নভাবে দেখার চেষ্টা করছি, এই যা।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ল-ম্যান। 'উঁহুঁ, আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তোমার। আমার মাথায় ওই চিন্তাগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া। তাই না?'

'হয়তো।'

'খুবই বুদ্ধিমান আর ঠাণ্ডা মাথার একজন আসামী তুমি, মি. ক্যালকিন,' আলাপী সুরে বলল শেরিফ। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে তুমি সাধারণ কেউ নও। উঁহুঁ, জীবনে চোর-বাটপার অনেক দেখেছি, তোমার সঙ্গে ওদের মেলে না। আকাশ-পাতাল ফারাক। ক্যালকিন নামটাও কেমন পরিচিত গন্ধ ছড়াচ্ছে কানে!'

'বেশি চিন্তা কোরো না, শেষে হয়তো দুর্গন্ধ ছড়াবে!' স্মিত হেসে বলল জন। 'একটা ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একই, যে-কোন মূল্যে কর্নেল হ্যারি ব্রেসওয়েলের খুনীকে ধরতে হবে। আমি গারদে বসে চেষ্টা চালাচ্ছি, আর তুমি বাইরে থেকে। পার্থক্য এই যা, নইলে তোমার-আমার অবস্থানে তেমন তফাৎ নেই।'

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে জনকে দেখল শেরিফ, স্পষ্টত জন সন্দিগ্ধ করে

তুলেছে তাকে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না তোমাকে!'

'একটা অনুরোধ করব?'

'বলে ফেলো।'

'তোমাকে দেখে মনে হয়নি হুট করে কিছু করে বসবে, তবুও বলছি। কর্নেল ব্রেসওয়েল শক্ত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ছিলেন, এরা যথেষ্ট সংঘবদ্ধ এবং বেপরোয়া। পরোক্ষভাবে তোমাকে ঘুঁটি হিসাবে ওরা ব্যবহার করতে চাইলে এতটুকু অবাক হব না।'

স্থির দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল সার্টিন, তারপর মৃদু নড করল। 'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি। পুরো ঘটনা আগাগোড়া ভাবব আবার, দু'একটা ফুটো যে আমারও চোখে পড়েনি তা নয়, কিন্তু সবসময় মনের তাড়নায় কাজ করা যায় না।'

কথা আর বাড়াল না জন, সন্তুষ্টির সঙ্গে চোখ বুজল। করণীয় করা হয়ে গেছে ওর, শেরিফের মনে সন্দেহের বীজ বুনে দিয়েছে। আশা করা যায় ঝোঁকের বশে কিছু করে বসবে না কিম সার্টিন, উপরন্তু চোখ-কানও খোলা রাখবে। জন এটাই চেয়েছে।

পাযল ক্যানিয়নে তিন রেইডারের উপস্থিতির যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, কেউ খুঁটিয়ে দেখলে ঠিকই দেখতে পাবে। অল্প সময়ের মধ্যে কর্নেলকে খুন করার পর জনকে অজ্ঞান করেছে খুনী, কিছুক্ষণ পর একই লোক পাসির সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ব্যাপারটা শেরিফের গোচরে আনা কর্তব্য মনে করেছে জন।

সিগারেট ফুঁকে আর ছাইপাশ ভেবে একঘেয়ে সকালটা কাটিয়ে দিল ও। দুপুরে খাবার এল। ঠাণ্ডা গরুর মাংস, রুটি আর সেদ্ধ আলু খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ও। হাতে যখন কাজ নেই তখন শরীরটাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। বিকালের দিকে ঘুম ভাঙল ওর। চোখ মেলে দেখল গরাদের ওপাশ থেকে হিংস্র দৃষ্টিতে ওকে দেখছে বেন ডেগনার। শিকারী চাহনি। পাত্তা দিল না জন, পাশ ফিরে শু'লো।

আবার যখন ঘুম ভাঙল তখন বিকাল-গড়িয়ে সন্ধ্যা। গির্জা থেকে ঘণ্টার শব্দ ভেসে এল। কয়েকবার ডাকাডাকি করল জন, কিন্তু উত্তর

পেল না বা কারও চেহারাও দেখতে পেল না। অফিসে কেউ নেই বোধহয়।

একটু পর ডেপুটি সহ শেরিফকে করিডরে দেখা গেল। একবার সেলের দিকে উঁকি দিয়ে অফিসে গিয়ে বসল দু'জন। সেল থেকে তাদের কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে জন।

'কয়টা ট্র্যাক পাওয়া গেল তাতে কিছু যায়-আসে না,' হিংস্র সুরে গজগজ করছে বেন ডেগনার। 'ওই ব্যাটার গল্প একটুও বিশ্বাস করি না আমি!'

'কিন্তু যা জেনেছি, তাতে ওর কাহিনিটার ভিত্তি মজবুত হয়,' নিস্পৃহ সুরে জবাব দিল শেরিফ। 'কিছুটা হলেও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে।'

ট্র্যাক তো অনেক কারণে হতে পারে,' তর্ক করল ডেপুটি। 'পথ ভুলে ওদিকে চলে যেতে পারে কোন ড্রিফটার।'

'কানা যুক্তি দেখিয়ো না!' কড়া স্বরে ধমকে উঠল শেরিফ। 'পায়ল ক্যানিয়ন থেকে সব ঘোড়া তাড়িয়ে দিয়েছে দু'জন লোক। একটা বাচ্চাও ট্র্যাক দেখলে এটা বুঝতে পারবে। বলছি না যে তাতে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে গেছে আসামী। কিন্তু অভিযোগটা খণ্ডানোর মত যথেষ্ট শক্ত প্রমাণ এটা।

'এরপরও ওকে আটকে রাখলে কোর্টে আমাদের তুলোধুনো করে ছাড়বে বাওয়ার। শুনেছি সকালে এখান থেকে বেরিয়েই হেলেনায় চলে গেছে ও। আদালতে নোটিশ দেবে নিশ্চয়ই? বোঝ তা হলে অবস্থা! জুরিরা যদি জানতে চান বিনা দোষে একজন লোককে কেন আটকে রেখেছি, কী জবাব দেব? তোমার পছন্দ হোক বা না-হোক, বেন, আসামীকে ছেড়ে দিতেই হচ্ছে।'

কটে উঠে বসল জন, স্বস্তির পরশ ওর সারা শরীরে। ঝুঁকে বুট তুলে নিয়ে পায়ে গলাল। মুখ তুলে দেখল গরাদের সামনে চলে এসেছে শেরিফ।

'আপাতত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, মিস্টার,' গম্ভীর মুখে বলল সে।

'তবে তল্লাট ছাড়তে পারবে না। শহরের আশপাশে থাকার চেষ্টা কোরো, প্রয়োজন হলে যাতে তোমাকে পাওয়া যায়। মনে রেখো; শক্ত কোন প্রমাণ পেলেই আবার শিকের ভিতর ঢোকাব তোমাকে।'

তালা খোলার পর বেরিয়ে এল জন। 'ধন্যবাদ, শেরিফ।'

'ওর জিনিসপত্র দিয়ে দাও,' অফিসে বসে থাকা ডেপুটির উদ্দেশে হাঁক ছাড়ল শেরিফ, তারপর জনের দিকে ফিরল। 'তোমার ঘোড়া আর ব্যাগ খুঁজে পাওয়া গেছে। গ্যারি রেফার্টির আস্তাবলে আছে ঘোড়াটা। টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ো। কথাটা আবারও বলছি, পাস পেরিয়ে যাওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও ভেবো না।'

অফিসে চলে এল জন। টেবিলের উপর ওর জিনিসপত্র বের করে রেখেছে ডেপুটি। কাগজপত্র, ছুরি, টাকা-পয়সা এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস। 'আমার অস্ত্র?'

'যখন প্রয়োজন পড়বে তখন জানতে পারবে ওগুলো কোথায় আছে,' হেসে জবাব দিল ডেগনার।

'সারা শহরের লোকজনকে খেপিয়ে তুলছ তুমি,' পাল্টা হেসে খোঁচা মারল জন। 'ওদের কারও মুখোমুখি হলেই দরকার পড়বে।'

মুহূর্তে খেপে গেল ডেপুটি, রাগে জ্বলছে চোখজোড়া। মুঠি পাকিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'পিস্তল দুটো দিয়ে দাও,' করিডরের দরজা থেকে তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল শেরিফ। 'রাইফেলটাও বাদ যায় না যেন।'

ডেস্কে এসে বসল কিম সার্টিন। 'এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাবে?'

'কর্নেলের কাছে শুনেছি বেন্ডার ম্যাককুইনের ওখানে ভাল খাবার পাওয়া যায়। ভাবছি খেয়ে-দেয়ে লিনিং-বিতে যাব।'

'যদি আদৌ শহর ছেড়ে যেতে পারো,' ডেগনারের দিকে চোখ রেখে মন্তব্য করল শেরিফ।

গানবেল্ট আর রাইফেল নিয়ে এসেছে ডেপুটি। রুক্ষভাবে টেবিলের উপর আছড়ে ফেলল। তীক্ষ্ণ চাহনিতে ডেগনারকে বিদ্ধ করল

সার্টিন, কিন্তু ঘুরে নিজস্ব কোয়ার্টারের দিকে চলে গেছে ডেপুটি। হাঁটার ভঙ্গি আর আড়ষ্ট কাঁধ দেখে বোঝা গেল প্রাণপণে রাগ সামলাচ্ছে।

কোমরে গানবেল্ট জড়াল জন।

'ছাড়া পেয়ে যদি ভেবে থাকো একেবারে মুক্ত হয়ে গেছ, তা হলে কিন্তু ভুল করবে। হ্যারি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। যেভাবে হোক ওর খুনের কিনারা করব আমি। তোমার দিকে একটা চোখ সবসময় থাকবে আমার। ফের বেতাল কিছু করলেই জেলে ভরব।'

মৃদু হাসল জন, চোখের তারায় নিখাদ আমোদ। 'সৎ এবং ভালমানুষ মাত্রই পছন্দ করি আমি,' বলল ও। 'তবে ঘটে বুদ্ধি আছে এমন মানুষ আমার আরও প্রিয়।'

ঘুরে ল-অফিস থেকে বেরিয়ে এল ও।

বাইরে তখন রাত নেমেছে। শান্ত, কোলাহলহীন শহর। রাস্তায় তেমন লোকজন নেই। দূরের এক ড্যান্স হল থেকে বাজনার শব্দ ভেসে আসছে। লাগোয়া পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বাতাসে সিড়ারের সুঘ্রাণ।

সন্দেহ নেই খুবই শক্তিশালী একটা চক্র কাজ করছে কর্নেল হ্যারি ব্রেসওয়েলের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে গেছে। গোলমালের মধ্যে বোঝা যাচ্ছে না কারা পক্ষে, কারা বিপক্ষে। দু'একজনকে চেনা গেছে—যেমন, ডেগনার বা মবি কিমেল। কিন্তু শেরিফ বা লইয়ার জেমস বাওয়ারের অবস্থান এখনও স্পষ্ট হয়নি।

পরিস্থিতি বোধহয় আরও খারাপ হলো এখন। শুরুতে ছিল ঘোড়া চালান দেওয়া এবং কর্নেলের বিরোধী চক্রকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া। কিন্তু কর্নেলের মৃত্যুতে ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে অবস্থা। এখানেই থামবে না শত্রুপক্ষ, বরং তাদের মূল উদ্দেশ্য হাসিল করতে তৎপর হয়ে উঠবে। কর্নেল না-থাকায় তাদের কাজ সহজ হয়ে যাবে। র‍্যাঞ্চটা বিক্রি করতে রুথ ব্রেসওয়েলকে রাজি করাতে পারলেই হলো। ব্যস, আসল কাজ সারা হয়ে যাবে!

প্রতিপক্ষের মূল লক্ষ্য লিনিং-বি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমস্ত ঘটনার মূলে ওই র‍্যাঞ্চ। আপাতদৃষ্টিতে নেহাত সাদামাটা একটা বাথান হলেও শত্রুরা এর সম্পর্কে আরও বেশি কিছু জানে। ঠিক এ-কারণেই তাদের এত আগ্রহ। কর্নেল এমনিতে বেচবে না জেনেই বাঁকা পথে তাকে তল্লাটছাড়া করতে চেয়েছে শত্রুরা। সেটাও ফলপ্রসূ না-হওয়ায় তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়েছে। পথের কাঁটা এখন কেবল অসহায় রুথ ব্রেসওয়েল।

ম্যাপের কথা বলেছিল কর্নেল। আসলে সেটা কী? কোথায় বা কার কাছে আছে? ম্যাপটা পেলে হয়তো শত্রুদের আসল মোটিভ জানা যাবে।

ল-অফিসের দরজা খোলার শব্দে ফিরে তাকাল জন। বেন ডেগনার বেরিয়ে এসেছে। ওকে দেখে মুহূর্তের জন্য থামল, বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকাল একবার, তারপর দ্রুত স্যাডলে চড়ে চলে গেল শহরের মূল অংশের দিকে।

বেন ডেগনার ওকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। আজকের আগে জীবনে কখনও দেখেনি তাকে, অথচ ওর প্রতি সীমাহীন ঘৃণা বোধ করে ডেপুটি। ব্যাপারটা রীতিমত অস্বাভাবিক। কেন?

একটা কারণ তো আছেই। তবে জানা নেই জনের। কোন এক সময় হয়তো জানা যাবে।

রাস্তায় পা বাড়াল জন।

গ্যারি রেফার্টির আস্তাবল ওর লক্ষ্য। ঘোড়া ছাড়িয়ে নিয়ে খেতে যাবে। রাত করে লিনিং-বিতে যাবে কি-না বুঝতে পারছে না। তবে শহরে রাত কাটানোও ঠিক হবে না। বেন ডেগনার বা মবি কিমেলের মত হুজুগে হয়ে উঠতে পারে যে-কেউ। রাতটা খোলা প্রেয়ারি বা অন্য কোথাও কাটিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে।

আপাতত লোকজনের সঙ্গ ওর জন্য বিপজ্জনক।

চার

আস্তাবলটা শহরের মুখে। পাশে অপ্রশস্ত নোংরা গলি কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের কোলে গিয়ে মিশেছে। মূল রাস্তাটা ধূলিমলিন ও এবড়োখেবড়ো।

বাইরের দিকে ছোট্ট অফিসঘর, পাশে স্টোর আর একেবারে পিছনে স্টলের সারি। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল জন। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে নাক ডাকছে এক বুড়ো। লোকটার কানের একটু উপরে গভীর ক্ষতচিহ্ন। বেশ পুরানো ক্ষত।

'দুঃখিত,' মৃদু কেশে হসল্যারের ঘুম ভাঙাল জন। 'বিরক্ত না-করে পারলাম না। আমার কয়েকটা জিনিস জমা আছে তোমার কাছে।'

টেবিল থেকে পা নামিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল বুড়ো, হকচকিয়ে গেছে। পাশের চেয়ারের উপর রাখা পিস্তল তুলে নিতে হাত বাড়াল।

'ঈযি, ম্যান,' শান্ত স্বরে হসল্যারকে আশ্বস্ত করল জন। 'অস্থির হওয়ার কিছু নেই। আমি তোমার খদ্দের।'

'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে!' বিব্রত হাসল বুড়ো। 'হয়েছে কী, স্বপ্নে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ছিলাম, এজন্যই হঠাৎ ঘুম ভাঙায় চমকে গেছি। পিস্তলটাও...'

'আমার নাম...'

উল্টো জনকে থামিয়ে দিল সে। 'হ্যাঁ, জানি। তুমি হচ্ছ কর্নেলের খুনের আসামী। জন ক্যালকিন। সোরেল আর ব্যাগটা নিতে এসেছ।' সমঝদারের ভঙ্গিতে হাসল সে। 'ভাবছ কীভাবে চিনলাম? সকালে যখন তোমাকে শহরে আনল ওরা, তখনই দেখেছি। জামিন পেয়ে গেছ তা

হলে?'

কিছু বলল না জন।

মৌনতাকে সম্মতি বলে ধরে নিল বুড়ো। 'ক্যাভালরিতে ছিলে, না?'

'হ্যাঁ, কর্নেলের অধীনে কাজ করেছি।'

আড়মোড়া ভাঙল বুড়ো। 'চমৎকার ঘোড়া তোমার। শহরে যতক্ষণ আছ, আমার এখানেই থাকুক ওটা। আর স্যাডলব্যাগটা ওই কোনায় পাবে।' ইশারায় দেখিয়ে দিল সে।

সামান্য ইতস্তত করল জন।

'শহর ছেড়ে কোথাও যাবে?' জিজ্ঞেস করল হসল্যার। 'কিন্তু যদ্দূর জানি এ-অবস্থায় তোমাকে তল্লাট ছাড়তে দেবে না সার্টিন। লস্ট রীভার কান্ট্রি ছেড়ে কোথাও যেয়ো না।'

'ভাবছি লিনিং-বিতে যাব।'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'বোকা বা ভীতু নও তুমি। কতগুলো মাথামোটা ছাগল কী বলল তাতে কিছু যায়-আসে না। নাহ্, আমার তো মনে হয় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাতে চাইছে বুড়ো ভামটা।'

"বুড়ো ভাম" মানে শেরিফ, বুঝল জন। 'তা হলে তোমার ধারণা আমি কর্নেলকে খুন করিনি? যাক, আরেকজন পাওয়া গেল যে আমার কথা বিশ্বাস করেছে।'

'অভিজ্ঞতা দিয়ে। সারা জীবনে কত মানুষ দেখলাম! কারও কারও ধাত এক নজরে বোঝা যায়। মুখ, চাহনি, হাঁটার ধরন বা আচরণই জানিয়ে দেয় একজন মানুষের চরিত্র। অবশ্য বোঝার মত জ্ঞান থাকাও চাই।' সবক'টা দাঁত কেলিয়ে হাসল হসল্যার। 'তা ছাড়া, বেভার যখন তোমার ঘোড়ার যত্ন নিতে বলল তখনই বুঝেছি। ওর বুদ্ধি-শুদ্ধি কম হতে পারে, কিন্তু লোক ভাল। আচ্ছা, ভুলেই গিয়েছিলাম...বেভার তোমার খোঁজ করেছিল।'

'ওর কাছেই যাব প্রথমে,' স্যাডলব্যাগ কাঁধে তুলে নেওয়ার সময় বলল জন।

'চোখ-কান খোলা রেখো,' পরামর্শ দিল বুড়ো। 'শহরের কিছু লোক অ্যাপাচিদের চেয়েও বর্বর।' কানের উপরের ক্ষতে হাত বুলাল সে। 'যে-কোন কাজের পিছনে ইন্ডিয়ানদের একটা যুক্তি থাকে, অথচ সভ্য শহরের শিক্ষিত লোকগুলো হুজুগে মেতে ওঠে বেশিরভাগ সময়।'

'তুমি কি সবসময়ই বেশি কথা বলো?' সহাস্যে জানতে চাইল জন।

'আরে নাহ্! তুমি হচ্ছ গিয়ে লস্ট রীভারে সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। তোমার সঙ্গে...'

নড করে বেরিয়ে এল জন, বুড়োকে শেষ করতে দিল না। পেটে খিদে নিয়ে হসল্যারের কচকচানি শুনতে ভাল লাগছে না। আস্তাবলে আসার পথে ছোট্ট একটা হোটেল চোখে পড়েছিল। পাশে সেলুনও রয়েছে।

বেভার ম্যাককুইনের সঙ্গে দেখা করার আগে পেটপূজা সেরে নিতে হবে, তবে তারও আগে সাফ-সুতরো হওয়া দরকার। জেলের নোংরা কটে শুতে একটুও ভাল লাগেনি ওর। নেহাত ঠেকা ছিল বলে!

চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে জন। কেউ অনুসরণ করছে না ওকে, কিংবা খেয়ালও করছে না। রাস্তায় আলো কম। সেলুন আর আশপাশের দোকান থেকে ম্লান আলো এসে পড়েছে রাস্তায়।

দোতলা দালান। রিসেপশনে মাঝবয়সী এক লোক। টেকো চাঁদি চকচক করছে লণ্ঠনের আলোয়। জনকে দেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল।

'একটা রুম লাগবে।'

'প্রতি রাতের জন্য দুই ডলার।' এক হাতে রেজিস্ট্রার খাতা ওর দিকে ঠেলে দিল লোকটা, অন্য হাতে পিছনের বোর্ড থেকে চাবি তুলে নিল। 'দোতলায় সিঁড়ির সামনের রুমটা খালি আছে।'

কলমদানি থেকে কলম তুলে নিয়ে রেজিস্ট্রারে সই করল জন, নামের জায়গায় শুধু জন লিখল। নীচে ঠিকানা হিসাবে লিখল: কলোরাডো।

পকেট হাতড়ে টাকা বের করল ও। এদিকে রেজিস্ট্রার খাতা নিজের দিকে ঘুরিয়ে অভ্যাস বশে অতিথির নামের উপর চোখ বুলাল কেরানি, জনের উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরা চাবিটা মাঝপথে থেমে গেল।

'আমার ভুল হয়ে গেছে!' দ্রুত বলল সে, চোখের তারা কেঁপে গেল। 'ভুলে গেছিলাম রাতে একজন আসবে। আগে থেকে রিজার্ভ করা ছিল রুমটা। দুঃখিত।'

টাকাটা পকেটে পুরল জন। শান্ত স্বরে বলল, 'কেউ যদি নিজেই নিজের বিচারক হয় তখন ঈশ্বর বা শয়তানের সঙ্গে তার খুব একটা তফাৎ থাকে না। তুমি কোন্‌টা?'

ভড়কে গেল ক্লার্ক। 'দেখো, মিস্টার, এটা আমাদের ব্যবসা। বিশিষ্ট বহু লোকের যাতায়াত আছে এখানে। একটা অঘটন যদি ঘটে যায় তা হলে ব্যবসা লাটে উঠবে।'

'আমাকে এসব বলছ কেন?'

'কিছু মনে কোরো না, মিস্টার,' জনের প্রশ্নটা বাতাসেই জমা থাকল। 'তোমার এখন এ-শহরে না-থাকাই ভাল। দূরে কোথাও চলে যাও। গোলমালে জড়িয়ে নিজের জানটা খোয়ানোর কী দরকার! মবি কিমেল আর ওর ফ্লাইং-কের লোকজন খেপে বোম হয়ে আছে। শুধু ওরাই নয়, শহরের অনেকে তোমার ফাঁসি চায়। তোমাকে খুঁজতে যদি এখানে আসে...না পারব ওদের মিথ্যে বলতে, না তোমাকে বাঁচাতে। শেষটায় আমার ব্যবসা নিয়ে টানাটানি পড়ে যেতে পারে। এখানে এসে ওরা ভাঙচুর করবে না তার নিশ্চয়তা কী?' করুণ শোনাল লোকটার কণ্ঠ, কপালে ঘামের সরু রেখা দেখা দিয়েছে। 'প্লীজ! আমার অবস্থাটা বোঝার চেষ্টা করো! তিনটে বাচ্চা আছে আমার।'

খোলা আকাশের নীচে রাতটা কাটাতে হবে, আনমনে ভাবল জন। তবে এক হিসাবে সেটা মন্দ হবে না। শহরে থাকা মানে ঝুঁকি। কে বলতে পারে গভীর রাতে ওর রুমে হানা দেবে না কিমেল বা ডেগনাররা?

'নামটা কেটে দাও, নইলে তুমি নিজেই ঝামেলায় পড়বে,'

রেজিস্ট্রারের দিকে ইশারা করে বলল জন। ঘুরে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে।

আপাত দৃষ্টিতে শান্তই মনে হচ্ছে শহরটা। কিন্তু এর যে-কোন জায়গায় হয়তো বিপদ ওঁৎ পেতে আছে, কিংবা নতুন কোন ফন্দি করছে শত্রুপক্ষ। কেউ কি আড়াল থেকে নজর রাখছে ওর উপর? হতেও পারে। মুহূর্তের জন্যও অসতর্ক হওয়া চলবে না, নিজেকে মনে করিয়ে দিল জন।

প্রতিপক্ষ যে-রকম তৎপর তাতে বেন্ডার ম্যাককুইনের সেলুনে গিয়ে লোকটাকে বিপদে ফেলা কি ঠিক হবে? দ্বিধায় পড়ে গেল জন। পরমুহূর্তে মনে পড়ল ওর খোঁজ করেছিল সে। ঝুঁকি নিয়েই যেতে হবে। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য পেতে পারে। ম্যাপটার কথা মনে পড়ল ওর। আর কিছু না-হোক কর্নেলের শেষ ম্যাসেজ পৌঁছে দিতে পারবে।

প্রথমে একটা নাপিতের দোকানে ঢুকল ও, শেভ সেরে গোসল করল। তারপর পরিচ্ছন্ন এক সেট কাপড় পরে বেন্ডার ম্যাককুইনের "প্যালেস" সেলুনের দিকে এগোল।

বেশ বড়সড় ও সুপরিসর সেলুন। বাইরের ছোট্ট সাইনবোর্ড দেখে বোঝার উপায় আসলে ওটা কত বড়। একপাশে ড্যান্স ফ্লোর, সামনে দর্শকদের জন্য চেয়ারের সারি। এপাশে জুয়ার টেবিল, দীর্ঘ বার আড়াআড়ি এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়াল পর্যন্ত, সামনে অসংখ্য টুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা। জনা দশেক ওয়েটার সার্ভ করছে। ভিড় নেই বলতে গেলে। বার আর গেম কর্নার মিলে বড়জোর ত্রিশজন খদ্দের। এর বেশিরভাগ পোকার ও ফারো টেবিলে ব্যস্ত। বেশ কয়েকজন কাউহ্যান্ডও রয়েছে।

খাবারের জায়গাটা কাচের দেয়াল দিয়ে আলাদা করা। ড্যান্স ফ্লোর পেরিয়ে যেতে হয়। ড্যান্স ফ্লোরে অর্কেস্ট্রা বাজলেও দর্শক সারিতে নেই কেউ। সব চেয়ার ফাঁকা।

ব্যাটউইং দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে চারপাশে একবার নজর বুলাল

জন। বারের সামনের টুলে বসল। এতক্ষণে ওকে খেয়াল করল লোকজন। মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল স্বাভাবিক হৈচৈ আর কর্মচাঞ্চল্য। সবক'টা চোখ জনের উপর স্থির হয়ে আছে। কিন্তু সামান্য ভ্রূক্ষেপও করল না জন, মৃদু স্বরে হুইস্কির ফরমাশ দিল বয়স্ক এক বারটেন্ডারকে।

পাশে একজনের উপস্থিতি টের পেয়ে বারের পিছনে আয়নায় লোকটার প্রতিবিম্ব দেখল জন। দশাসই গড়নের দানব। মুখে কাটাকুটির দাগ—মারপিটের ফল। কুঁতকুঁতে চোখে উস্কানির চাহনি।

হুইস্কিতে এক চুমুক দিয়ে গ্লাস নামিয়ে রেখেছে জন, ফের সেটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল নেই। দানব গ্লাস সরিয়ে নিয়েছে। বারটেন্ডারকে ইশারা করল ও।

বোতল থেকে হুইস্কি ঢালার সময় বারটেন্ডারের মুখে প্রচ্ছন্ন শঙ্কা আর আড়ষ্টতা খেয়াল করল জন। নির্বিকার মুখে হুইস্কিতে চুমুক দিল ও। অনুভব করল আগের চেয়ে ঢের চাঙা লাগছে।

'কত?'

'ষাট সেন্ট,' জানাল বারকীপ।

দাম শোধ করে উঠে দাঁড়াল জন। পাশে দানবের উপস্থিতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করছে না। লোকটা আপাদমস্তক ঝামেলাবাজ। চাইছে প্রতিবাদ করুক জন, তা হলে গোলমাল শুরু করে দিতে পারবে।

ব্যাপারটা আপতত, কিছুক্ষণের জন্য হলেও স্থগিত রাখতে ইচ্ছুক জন। আগে পেটপূজা সেরে নেবে। তারপর দেখা যাবে কে কত পাকা ঘোড়েল...

পোকার আর ফারো টেবিল পেরিয়ে যাওয়ার সময়ও ওর উপর লেগে থাকল প্রতিটি চোখ। খেলা থেমে গেছে সেই কয়েক মিনিট আগে, এখনও শুরু হয়নি। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে কাচের দরজা ঠেলে ডাইনিং হলে প্রবেশ করল জন। ফাঁকা একটা টেবিলে বসে পড়ল।

'যা আছে, তাই নিয়ে এসো,' এক ওয়েটার আসতে ফরমাশ দিল।

গরম গরুর মাংস, বীন, বাঁধাকপি আর মাখন লাগানো চার টুকরো রুটি পরিবেশন করা হলো। মাংসের গন্ধে খিদেটা আরও চাগিয়ে উঠল জনের। কফির মগ একপাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল ও, ঘরের কোণে বেসিনে গিয়ে হাত-মুখ ধু'লো। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল ওর টেবিলে চারজন অতিথি জুটে গেছে।

মবি কিমেল আর ওর তিন শিষ্য।

পুরো সেলুন এখন নিস্তব্ধ। এমনকী অর্কেস্ট্রাও থেমে গেছে, পলকহীন দৃষ্টিতে জন আর ফ্লাইং-কে ক্রুদের দেখছে বাদকরা। একটা পিন পড়লেও শব্দটা বোধহয় স্পষ্ট শোনা যাবে। সবার চাহনিতে শঙ্কা। কেউই জানে না শেষপর্যন্ত কী ঘটবে, তবে একটা কিছু যে ঘটতে যাচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

কিছুই যেন হয়নি বা দেখেনি, এমনভাবে নিজের টেবিলের দিকে এগোল জন। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন মুখ। খেয়াল করল দুই সারি টেবিলের মাঝখানের আইল জুড়ে দাঁড়িয়েছে কিমেলরা, ওর পথ রোধ করেছে।

জন তাকে পেরিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করে কনুই চালাল কিমেল, ভান করল যেন অপকর্মটা জনই করেছে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল জন, মৃদু হেসে বলল: 'আরও সতর্ক হওয়ার দরকার ছিল, দুঃখিত, ফ্রেন্ড।'

ফ্লাইং-কে মালিকের মুখে ক্ষোভ আর ঘৃণা, চাহনিতে বুনো উন্মত্ততা। ঝট করে এগিয়ে এল সে, পিছন থেকে পা বাড়িয়ে জনকে ল্যাং মারল।

হোঁচট খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল জন। হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও একটা টেবিলের কিনারা ধরে সামলে নিল।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ও। হো হো করে হাসছে তখন মবি কিমেল আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। এমন আমোদ যেন বহুদিন পায়নি। 'দেখো, শুকনো জায়গায় কেমন পা হড়কে পড়েছে ঘোড়াচোরটা!' হাসতে হাসতে কথাগুলো বলল কিমেল, হাসির দমকে পুরো শরীর

কাঁপছে। 'এমন কাণ্ড জীবনে দেখিনি! তোমরা দেখেছ?'

জনের মুখ নির্বিকার, চাহনিতে কোনরকম আবেগ নেই। অনেক সয়েছে এতক্ষণ, এবার ভাঁড়টাকে উচিত শিক্ষা দিতে হয়। বারবার এড়িয়ে গেলে শেষে গায়ের উপর এসে পড়বে। মবি কিমেলের মত মানুষকে বেশি বাড়তে দিতে নেই। কেউ ঝামেলা এড়িয়ে গেলে সেটাকে দুর্বলতা মনে করে এরা, আরও চড়াও হয়ে বসে তখন। অগত্যা ব্যাপারটাকে এখানেই শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জন...

দ্রুত পায়ে এগোল ও। ওকে এগোতে দেখে সামান্যও ম্লান হলো না কিমেলের হাসি, বরং আরও চওড়া হলো। জনকে উস্কে দিতে পেরেছে। তবে কয়েক সেকেন্ড পরই মুখ ব্যাদান হয়ে গেল। ভেবেছিল এগিয়ে এসে তর্ক করবে জন, আর তারপর ধীরে সুস্থে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করবে।

কিন্তু শব্দ খরচের ঝামেলায় গেল না জন। কিমেলের নাকের ডগার সামনে এসে দমাদম দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল বিদ্যুদ্বেগে। বাধা দেওয়ার সামান্য সময়ও পেল না কিমেল। তবে তাতে খুব একটা কাজও হলো না, কারণ জনের মনে হলো নিরেট পিপেয় ঘুসি হাঁকিয়েছে। সামান্য কেঁপে উঠেছে বিশালদেহী কিমেলের দেহ, এই যা, আর কোন ক্ষতি হয়নি।

বাঁকা হাসি ফুটল র‍্যাঞ্চারের ঠোঁটে। 'একটা উচিত শিক্ষা দরকার তোমার। এই জোর আর সাহস নিয়ে এসেছ আমার সঙ্গে লড়তে? রাস্তার নেড়ি কুকুর!'

টেবিলের দিকে ইশারা করল জন। কিমেলের স্যাঙাৎরা উল্টে ফেলেছে সব। মেঝে নষ্ট হয়ে গেছে খাবারে। 'অযথা আমাকে নেড়ি কুকুর বলছ,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'তোমার মত মেঝেয় পড়ে থাকা খাবার খাই না আমি। যার যা স্বভাব। ঝটপট চেটে খেয়ে ফেলো! মেঝেয় একটা দাগও যেন না-থাকে। তারপর আমার খাবারের দাম দেবে। এক পেনিও কম নয়!'

কৌতূহলী কয়েকজন ইতোমধ্যে চলে এসেছে ডাইনিং রুমে। দূর

থেকে ঘটনা দেখছে। সবচেয়ে কাছে রয়েছে ফ্লাইং-কে ক্রুরা। আমোদমাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জনের পরিণতি আঁচ করতে পেরে মজা পাচ্ছে।

জনের কথায় তড়পে উঠল দুই ক্রু। পিস্তল হাতে এগিয়ে আসতে যেতে হাত তুলে তাদের নিরস্ত করল মবি কিমেল। 'উঁহু, ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দাও, বয়েজ। অনেকদিন কাউকে না-পিটিয়ে শরীরে খিল ধরে গেছে। পেটানোর সুখ যে কী তা ভুলেই গেছি!'

'জাবর কাটায় গরুর আনন্দে কমতি নেই! মুখে মুখে রাজা-উজির মেরে কাজ হবে?' তারপর কণ্ঠ নামিয়ে আনল জন, নিচু স্বরে বলল যাতে কেবল মবি কিমেলই শুনতে পায়। 'কিংবা পাথরের আড়াল থেকে অ্যাম্বুশে ওস্তাদী ফলিয়ে কি কাজ হয়?'

রাগে কুৎসিত হয়ে গেল মবি কিমেলের মুখ। দানবীয় আক্রোশ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। কিন্তু ভারী শরীর আর অনভ্যাসের কারণে গতি শ্লথ হয়ে গেছে। একসময় হয়তো খুব ক্ষিপ্র ছিল, তার অল্পই অবশিষ্ট আছে এখন। লড়াই করতে গেলে শুধু গায়ের জোর বা কৌশলই যথেষ্ট নয়, ক্ষিপ্রতাও লাগে।

পাঁজরে ঘুসি মেরে লাভ হবে না বুঝে গেছে জন। তাই চট করে চোয়াল আর চিবুকে দুটো ঘুসি হাঁকিয়ে অসামান্য ক্ষিপ্রতায় সরে গেল ও। কিমেল বুঝতেই পারল না কোত্থেকে কী হয়েছে।

জন যতটা জোরে মেরেছে, এমন ঘুসি খেলে সাধারণ কারও দফারফা হয়ে যেত। তবে কিমেলের মধ্যে তেমন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। ব্যথায় সামান্য বিকৃত হয়ে গেল মুখ, থোক্ করে থুথু ফেলল। থুথুর সঙ্গে রক্তও রয়েছে।

গায়ের জোরে পেরে উঠবে না, জানে জন। কৌশল আর ক্ষিপ্রতাকে কাজে লাগাতে হবে। দানবীয় হাতে যদি একবার ওকে বুকে চেপে ধরতে পারে কিমেল, পাঁজর গুঁড়িয়ে যাবে ওর। সেটা কিছুতে হতে দেওয়া যাবে না।

তিন হাত দূর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁটিয়ে দেখল জন। উচ্চতা এবং

প্রস্থে, দু'দিকেই ওকে ছাড়িয়ে গেছে র‍্যাঞ্চার। শার্টের নীচে কিলবিল করছে সবল পেশি। অসামঞ্জস্য শুধু এক জায়গায়। প্রমাণ সাইজের একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছে সে। বোঝা যায় অনেকদিন ব্যায়াম করে না বা শরীরটাও তেমন খাটায় না। তবে যা আছে তাও কম নয়। থামের মত মোটা বাহুর ঘুসি খেলে মারপিটের সাধ ঘুচে যাবে ওর।

কয়েকবারই এগিয়ে এল কিমেল, কিন্তু অসামান্য ক্ষিপ্রতায় বাউলি কেটে সরে গেল জন। দু'বার ওর ধোঁকা খেয়ে ঘুসি হাঁকিয়েছিল সে, লাগাতে পারেনি জায়গামত, উল্টো বিরাশি শিক্কার দুটো ঘুসি খেতে হয়েছে। চোখের উপর ভুরুতে লেগেছে একটা, ভুরু কেটে রক্ত ঝরছে। অন্যটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

মিনিট কয়েক এভাবেই লড়ে গেল ওরা। সুবিধা করতে পারছে না র‍্যাঞ্চার। দু'বার দুটো ঘুসি লাগাতে পেরেছে জনের গায়ে, তেমন জুতসই হয়নি, উপরন্তু জায়গামতও লাগাতে পারেনি। একটা জনের কাঁধ ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে, আরেকটা পেটে লেগেছে। তবে ওতেই জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা হয়েছে জনের। সেই থেকে দ্বিগুণ-সতর্ক হয়ে গেছে ও, র‍্যাঞ্চারের হাত দুটো সর্বক্ষণ নজরে রেখেছে।

'সাহস থাকে তো নাগালের মধ্যে এসো,' ত্যক্ত স্বরে খেঁকিয়ে উঠল মবি কিমেল। 'দেখব কার গায়ে কত জোর!'

পিছাতে পিছাতে দর্শক-সারির কাছে চলে এসেছে জন, খেয়াল করেনি। হঠাৎ পিছন থেকে ওকে ধাক্কা দিল কেউ। জনের অনুমান ফ্লাইং-কের কোন ক্রু হবে। টলতে টলতে এগিয়ে গেল ও, সামলে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সফল হলো না। জানে কিমেলের বাড়ানো দু'বাহুর মধ্যে গিয়ে পড়বে।

প্রথমবারের মত ওকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল কিমেল। দানবীয় উল্লাসে বুনো একটা শব্দ করল সে, রোমহর্ষক কোন পশু গর্জে উঠল যেন। শুনে গায়ে কাঁটা দিল জনের। দু'হাত চালিয়েছিল র‍্যাঞ্চারের চোখ লক্ষ্য করে, যাতে ওকে চেপে ধরার খায়েশ বাদ দিয়ে নিজের চোখ নিয়ে ব্যস্ত হতে হয় তাকে।

কিন্তু লাভ হলো না। অন্তত এবার ক্ষিপ্রতায় জনকে হার মানাল সে। আসলে ভারসাম্য ছিল না বলেই একটু দেরি হয়ে গেল জনের, তাই ওকে বাহুর সাঁড়াশি বাঁধনে আটকে ফেলতে সক্ষম হলো মবি কিমেল।

জনের মনে হলো দশমণী পাথর চাপানো হয়েছে বুকের উপর। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পাঁজরের হাড় বোধহয় একটাও আস্ত থাকবে না। শরীরের মাংসপেশিগুলোকে শক্ত করে ফেলল ও, যতটা সম্ভব বাধা দিতে চায়, নইলে সাঁড়াশি বাঁধনটা চরম সর্বনাশ করে ফেলবে।

এদিকে উল্লাসে গরগর শব্দ করছে মবি কিমেল, ঠিক যেন একটা পশু। ক্রমে চাপ বাড়াচ্ছে সে, দৈত্যাকার হাতে কী পরিমাণ জোর রয়েছে তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে জন। ওর মনে হচ্ছে কলজেটা ফেটে যাবে।

মরিয়া চেষ্টায় লোকটাকে ধাক্কা দিল ও, কিন্তু কাজ হলো না। এতটুকু শিথিল হলো না বাঁধন, বরং আরও জোর বাড়িয়েছে শয়তানটা। চাঁদিতে লোকটার থুতনির স্পর্শ পেতে বুদ্ধিটা এল মাথায়। সামান্য নিচু হয়ে সর্বশক্তি দিয়ে লাফ দিল ও। জানে খুব বেশি সুবিধা করতে পারবে না, কিন্তু দরকার ওর চাঁদির সঙ্গে লোকটার থুতনির সংঘর্ষ। আদপে তাই হলো। ভোঁতা একটা শব্দ হলো, অঁক করে বিজাতীয় আওয়াজ তুলল মবি কিমেল, সামান্য শিথিল হলো বাঁধন।

সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করল জন। হাঁটু উঠিয়ে আনল ও, বুঝতে পেরেছে খুব বেশি সময় পাবে না। এমনকী ঠিকমত নিঃশ্বাসও নেয়নি, তার আগেই আঘাত হানল। হাঁটু দিয়ে মবি কিমেলের উরুসন্ধিতে মারল।

তীক্ষ্ণ স্বরে ককিয়ে উঠল কিমেল, জনকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে সরে গেল, দুই উরুর মাঝখানটা চেপে ধরেছে। ব্যথায় নীল হয়ে গেছে মুখ। নিষ্ঠুরের মত এগিয়ে গেল জন। অরক্ষিত নাকে বসিয়ে দিল বিয়াল্লিশ শিক্কার ঘুসি। থ্যাচ করে একটা শব্দ হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল।

দুনিয়ার অবিশ্বাস নিয়ে নিজের রক্ত দেখল মবি কিমেল। নাক-মুখ, গলা এবং বুকের কাছে শার্ট ভিজে গেছে রক্তে। দু'বার কেশে উঠল সে। সম্ভবত রক্ত গিলে ফেলেছে।

মৃদু মৃদু হাসছে জন। বুঝে গেছে কাজ অর্ধেক সারা। মবি কিমেল নামের দানবটাকে কুপোকাত করতে এখন আর সমস্যা হবে না। নিজের রক্ত দেখে দিশেহারা হয়ে পড়েছে সে।

ফের জনকে এগোতে দেখে শঙ্কা ফুটে উঠল কিমেলের মুখে। এখনও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি সে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। কয়েক কদম পিছিয়ে গেল সে। কিন্তু জন তার চেয়ে ঢের ক্ষিপ্র। চট করে সামনে এসে আবারও নাকে ঘুসি বসিয়ে দিয়ে সরে গেল তৎক্ষণাৎ। যন্ত্রণায় কেঁপে উঠল কিমেলের দেহ, রক্তক্ষরণ আরও বেড়ে গেছে।

ঘরে টুঁ শব্দও করছে না কেউ। কেউ-কেউ নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। আজীবন মবি কিমেলের হাতে অন্যদের বেদম মার খেতে দেখেছে এরা, উল্টোটা ঘটতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেছে। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার, লড়াই করার সামান্য স্পৃহাও দেখা যাচ্ছে না ফ্লাইং-কে মালিকের মধ্যে, বরং মার এড়াতেই চেষ্টা করছে।

কয়েকবারই পিছিয়ে গেল কিমেল। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। সযত্নে, নিপুণ হাতে তাকে মারল জন। চোখে, নাকে আর চিবুকে। সবচেয়ে দুর্বল জায়গায়। মিনিট পাঁচ পর দেখা গেল মবি কিমেলের চোখ দুটো আধবোজা হয়ে গেছে, ফুলে গেছে ভুরু। সারা মুখ রক্তাক্ত, থেঁতলানো। নাকের পাটা বাঁকা হয়ে গেছে। পুরো শার্ট রক্তে সয়লাব। এমনকী মেঝেয়ও রক্ত গড়াচ্ছে।

চোখে ঝাপসা দেখছে কিমেল। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। সব শক্তি বা সামর্থ্য যে কোথায় গেছে, নিজেও জানে না সে। অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে ঘাড় আর মুখে। মাথাটা দপদপ করছে সারাক্ষণ। এমন নাস্তানাবুদ জীবনে হয়নি সে। লজ্জায়-অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

'মি. কিমেল, আমাকে খুঁজে পাচ্ছ না?' শ্লেষের সুরে বলল জন। 'এই তো, আমি তোমার পিছনে।'

শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল কিমেল, রিফ্লেক্সবশত ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সচেতনতাবোধ অনেক আগে হারিয়ে ফেলেছে, নইলে ক্ষান্ত দিত, কারণ ঘুরে দাঁড়ালেই আরও মার খেতে হবে।

কোত্থেকে ঘুসি এল দেখতে পেল না, কারণ চোখে ঝাপসা দেখছে। আঘাতের তীব্রতায় মনে হলো খুলিটা বোধহয় ফেটে গেছে। হড়কে গেল ও, কিন্তু থামের মত ভারী দুই পা ওর পতন ঠেকাল। সামলে নিয়ে জুত হয়ে দাঁড়াল। হাত দিয়ে চোখ থেকে রক্ত সরানোর প্রয়াস পেল। চোখ পিটপিট করে তাকাল সামনে।

হারামজাদাটা নেই!

হঠাৎ পাশ থেকে সামনে উদয় হলো জন। প্রচণ্ড হুক কষল দানবের থুতনিতে। মোক্ষম আঘাত। উড়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর পড়ল মবি কিমেল। সেকেন্ড খানেক টিকে রইল টেবিলটা, তারপর হুড়মুড় করে ধসে পড়ল তাকে নিয়ে।

কিমেল নড়ে উঠতে গড়িয়ে গেল শরীর। ভাঙা টেবিলের উপর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল সে। মেঝেয় দু'হাতের ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করল। তখনই খেয়াল করল মেঝেয় পড়ে থাকা জনের খাবারের উপর রয়েছে সে।

'খেয়ে ফেলো, মবি,' হেসে উঠে বলল এক দর্শক। 'লজ্জার কিছু নেই। পয়সা যখন দিতেই হবে, অযথা নষ্ট করার দরকার কী!'

হাসির রোল উঠল দর্শকদের মধ্যে।

'হয়েছে, অনেক মজা হয়েছে!' এক লোকের তীক্ষ্ণ স্বরে হাসি থেমে গেল।

ফিরে তাকাল জন। বুক বরাবর তাক করা পিস্তলের একটা নল প্রথমে চোখে পড়ল। ফ্লাইং-কে ক্রু লোকটা। রাগে থমথমে হয়ে গেছে মুখ। বসের অপমান সহ্য করতে পারছে না। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, যে-কোন মুহূর্তে হয়তো টিপে দেবে।

'এ-অবস্থায় আমাকে নিরস্ত্রই বলা যায়,' স্মিত হাসল জন। 'এরা সবাই দেখছে আমাকে সমান সুযোগ দিচ্ছ না তুমি। আমি কিন্তু তোমার বস্‌কে দিয়েছি।'

এভাবে ভেবে দেখেনি সে। রাগের মাথায় কী করছে নিজেও জানত না। একগুঁয়েমি ফুটে উঠল তার চাহনিতে, পরোয়া না-করলেই হয়! একবার ট্রিগার টেনে দিলেই চলে, নিশ্চিন্তে ঢুকিয়ে দিতে পারবে হারামী ঘোড়াচোরের বুকে। যত বড় বীরপুরুষই হোক, মরতে একটার বেশি গুলি লাগে না।

'ওয়ান্টেড পোস্টারে তোমার ছবি ছাপাতে চাও, গেন্ট্রি?' একটু পিছনে, বারের ওদিক থেকে জানতে চাইল ঠাণ্ডা একটা কণ্ঠ। 'তা হলে গুলি করো! তুমি ওকে গুলি করবে, আর আমি করব তোমাকে। দেখা যাক কে সফল হয়।' শটগানের দুটো হ্যামারই টানল লোকটা, শব্দটা পুরো সেলুনের কারও কান এড়াল না।

শব্দটা বোধহয় গেন্ট্রির কানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাল, অজান্তে কেঁপে উঠল সে। 'দেখো,' আমতা আমতা করে বলল সে। 'হঠাৎ মাথাটা গরম হয়ে গেল, আমি ঠিক...এই যে, পিস্তল ফেলে দিলাম!'

ছোটখাট কিন্তু শক্তপোক্ত গড়নের মানুষটা। চেহারায় দৃঢ় প্রত্যয়। মুখ দেখে বোঝা গেল মোটেও ভাঁওতা দিচ্ছে না, গেন্ট্রি সামান্য বেতাল-করলে ট্রিগার টিপে দেবে।

না-জানলেও লোকটার পরিচয় অনুমান করতে পারছে জন। বেন্ডার ম্যাককুইন। কথায় আইরিশ টান এখনও রয়ে গেছে।

'সরে গিয়ে তোমার দোস্তদের পাশে দাঁড়াও,' নির্দেশ দিল সেলুন মালিক।

সুবোধ বালকের মত নির্দেশ পালন করল গেন্ট্রি, পিস্তলটা হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখেছে।

'অচেনা লোকটা অন্যায় কিছু করেনি,' বলে গেল ম্যাককুইন। 'বরং এখানে ঢোকার পর থেকে তোমরা ওর পিছু লেগে ছিলে, উত্যক্ত করে ওকে মারপিটে জড়াতে চেয়েছ। তোমাদের উদ্দেশ্য সফল

হয়েছে। আমরাও মজা পেয়েছি।

'আমার একটা টেবিল ও দুটো চেয়ার ভাঙা গেছে। জরিমানা হিসাবে ওগুলোর জন্য তেরো ডলার আর মেঝে নোংরা করার জন্য দুই ডলার, অর্থাৎ মোট পনেরো ডলার জরিমানা গুনতে হবে, কিমেল। শুনতে পাচ্ছ? কেউ মারপিট করে জিনিসপত্র ভাঙবে, আর আমি চেয়ে চেয়ে দেখব, তা হবে না।

'হয়তো মারপিট শুরু করার শাস্তি হিসাবেও কিছুটা খসানো উচিত তোমার কাছ থেকে। কিন্তু সেটা শেরিফের ব্যাপার, আমার এক্তিয়ার নয়। আমি আমারটুকু পেলেই সন্তুষ্ট।'

'আমার খাবারের দাম ওরা দেবে,' ফ্লাইং-কে ক্রুদের উদ্দেশে বলল জন। 'দ্বিগুণ টাকা রাখো ওদের কাছ থেকে।'

'কেন দ্বিগুণ দেব?' অসন্তুষ্ট স্বরে তর্ক করল একজন।

কয়েক পা এগিয়ে গেল জন। 'কে ফেলেছে আমার খাবার?'

এবার আর জবাব পাওয়া গেল না।

'ওকে দেওয়া খাবারের দাম কত?' ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করল ম্যাককুইন।

'দেড় ডলার।'

'পনেরো আর তিন, মোট আঠারো। মবির কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে,' সমাধান বাতলে দিল সেলুন মালিক। 'তোমাদের মধ্যে কাজটা যে-ই করে থাকুক, তার কাছ থেকে পরে আদায় করে নেবে মবি। কী বলো?'

শটগানটা এখনও ধরে রেখেছে ম্যাককুইন, তাই সায় না-দিয়ে উপায় থাকল না ফ্লাইং-কে ক্রুদের।

'এই যে, গেন্ট্রি,' নতুন নির্দেশ দিল ছোটখাট আইরিশ। 'তোমার বসের পকেট হাতড়ে দেখো তো, কত আছে। আঠারো হলেই চলবে।'

তাই করল গেন্ট্রি। গুনে গুনে আঠারো ডলার এনে রাখল বারের উপর।

'এবার ওকে নিয়ে বেরিয়ে যাও।'

এখনও মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ফ্লাইং-কে মালিক। চারজনে মিলে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল তাকে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জনকে ভস্ম করে দিল গেন্ট্রি নামের কাউবয়। 'খুব বেশি দেরি হবে না,' নিচু স্বরে বলল সে। 'শিগ্‌গিরই তোমার ফাঁসির ব্যবস্থা যদি না-করছি তো আমার নাম টেক গেন্ট্রি নয়।'

সবক'টা দাঁত বের করে হাসল জন। 'নামটা বোধহয় এবার পাল্টাতে হবে তোমার।'

'যা দেখলাম, জীবনেও ভুলব না!' মন্তব্য করল এক দর্শক, ফারো টেবিলে গিয়ে বসেছে।

'তুমি না-ভুললেও অন্তত একজন মনে-প্রাণে ভুলতে চাইবে,' বলল আরেকজন। 'সে হচ্ছে মবি কিমেল।'

হো হো করে হেসে উঠল অন্যরা।

ভাঙা টেবিল সরিয়ে মেঝে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল দুই ওয়েটার। ইশারায় জনকে ডাকল ম্যাককুইন। 'তুমি বরং আমার রুমে চলে এসো, কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

কয়েক পা এগোতে বাধা পেল জন। তিনজন ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। একহারা গড়নের লোকটাকে নেতা মনে হলো ওর। চৌকো চোয়াল। লম্বা। সরু চোখে একবার নিরীখ করল জনকে, তারপর বলল: 'আমার নাম ভ্যান রিডল। এ হচ্ছে স্লিম ব্যারন, আর ও ডাস্টি অনলে। আমাদের কথা মনে রেখো, জন। আমরা লিনিং-বির কাউহ্যান্ড।'

পিছন থেকে এগিয়ে এল আরও একজন। শীর্ণদেহী। লোকটাকে আগেও দেখেছে জন। চিনল। জর্জ বেমিস। রুথের মামা।

'গোলমাল করতে যেয়ো না, ভ্যান,' মাথা নেড়ে বলল সে।

'না, গোলমাল নয়,' স্মিত হেসে বলল রিডল। 'আমি শুধু বলতে এসেছি লিনিং-বিতে যেন ওকে না দেখি।'

'কেন? রুথ যদি ওকে যেতে বলে আমরা বাধা দেওয়ার কে?' ধমকের সুরে জানতে চাইল বেমিস।

'অত কিছু বুঝি না!' গলা চড়ে গেছে রিডলের। 'আবারও বলছি, ভুলেও র‍্যাঞ্চে পা রেখো না! তোমার চেহারা যদি আমাদের সীমানায় দেখি,' বেমিসের বাড়ানো হাত ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল সে। 'পরপারের একটা টিকেট ধরিয়ে দেব হাতে!'

স্মিত হেসে লোকটার দিকে তাকাল জন। ভ্যান রিডলের এত আক্রোশের কারণ বুঝতে পারছে না। এক ধরনের আমোদ বোধ করছে ও, কৌতূহলও হচ্ছে। রিডলের দৃষ্টিভঙ্গি কি–বসের খুনীকে র‍্যাঞ্চে ঢুকতে দেবে না, নাকি অন্য কোন কারণ আছে?

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রিডল, দুই স্যাঙাৎকে নিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে গেল। তিন ক্রুর দিকে একবার নজর চালাল জন, তারপর শ্রাগ করে ফিরল জর্জ বেমিসের দিকে। 'ঘটনাটা কি তুমি ব্যাখ্যা করতে পারবে?'

'ওদের ধারণা তুমিই খুন করেছ কর্নেলকে।'

'যার যা খুশি ভাবতেই পারে। তবে চোখ-কান একেবারে বন্ধ রাখাও ঠিক নয়।'

'তুমি বরং র‍্যাঞ্চে যেয়ো না,' অনুরোধের সুরে বলল জর্জ বেমিস। 'অযথা ঝামেলা না-বাড়ানোই ভাল। অন্তত কিছুদিন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেলে দেখবে ওরাই তোমাকে কেমন সমাদর করছে।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'আমার যা ভাল মনে হয় তাই করব। সেজন্য যদি রিডল বা তুমি নাখোশ হও, কিছু করার নেই।'

হতভম্ব দেখাল বেমিসকে। 'তুমি তা হলে যাবেই?' কী যেন ভাবল সে, তারপর যোগ করল: 'রক্তপাত তো কম হয়নি। আর কত? স্রেফ শান্তির জন্য...'

'দেখো, মি. বেমিস,' শান্ত স্বরে তাকে বাধা দিল জন। 'আমি কারও চাকুরি করি না, কারওটা খাইও না। আমার যেখানে খুশি যাব। কাজ থাকলে প্রয়োজনে লিনিং-বি কেন, ফ্লাইং-কেতে যেতেও পরোয়া করব না। তুমি অযথাই ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ। আচ্ছা, রিডল কি তোমাদের ফোরম্যান?'

'হ্যাঁ। অনেকদিন ধরে আছে তো, নিজেকে র‍্যাঞ্চের একটা অংশ মনে করে ও।'

'জানতাম না কর্নেলের র‍্যাঞ্চটা ওঁর ক্রুদের ইচ্ছেয় চলে।'

বলে আর দাঁড়াল না ও। ড্যান্স হলের পিছনে নিজস্ব অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বেন্ডার ম্যাককুইন। তার পিছু নিয়ে ভিতরে পা রাখল জন। পিছনে শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ বেমিস।

পরিসর ও পরিচ্ছন্ন কামরা। মাঝখানে ডেস্ক, এপাশে দুটো গদিমোড়া চেয়ার। অন্যদিকে রিভলভিং চেয়ার। পিছনে জানালা রয়েছে একটা। দিনের বেলায় পাহাড়সারি আর সুনীল আকাশ দেখতে পাওয়ার কথা।

দু'পাশের দেয়াল জুড়ে বিশাল বইয়ের আলমারিতে শত শত বই দেখে চমৎকৃত হলো জন। কর্নেল ঠিকই বলেছে, লোকটা বইয়ের পোকা। এমনকী ডেস্কেও বইয়ের স্তূপ পড়ে আছে। একটা সেলুনের ভিতরে–যেখানে অলস সময় কাটায় বহু মানুষ, ভরপেট হুইস্কি গিলে আর অন্যের বদনাম করে বেড়ায়, কেউ কেউ কষ্টার্জিত টাকা নেশায় বুঁদ হয়ে উড়িয়ে দেয়–তারই পিছনে এমন সমৃদ্ধ এক রত্নভাণ্ডার! অকল্পনীয়।

ডেস্কের ওপাশে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল আইরিশ, সহাস্যে নিজের পরিচয় দিল: 'আমি বেন্ডার ম্যাককুইন।'

'জন ক্যালকিন,' মৃদু হেসে বলল ও। 'ধন্যবাদ তোমাকে, মি. ম্যাককুইন। সময়মত তুমি বাগড়া না-দিলে হয়তো সত্যি কপালে খারাবি ছিল আমার।'

'আরে দূর, গেন্ট্রির মত মানুষ শুধু কচকচাতে জানে! কাজের বেলায় ঠনঠন। অবশ্য পিছন থেকে গুলি করতে বা ছুরি মারতে ওস্তাদ এরা। নিজের পিঠের দিকে খেয়াল রেখো, ফ্রেন্ড।'

আশপাশে, বিশেষ করে আবারও বইয়ের আলমারিতে নজর চালাল জন। খেয়াল করল ডানদিকে ছোট একটা দরজা আছে,

এমনভাবে রং করা ঠিক বোঝা যায় না, দেয়াল থেকে আলাদা করা কঠিন। সম্ভবত জরুরী মুহূর্তের কথা ভেবে রাখা হয়েছে। অন্যদিকেও একটা দরজা আছে, তবে এটা বেন্ডার ম্যাককুইনের পার্লারে উন্মুক্ত হয়েছে। জন জানে না ওই কামরায় এরচেয়েও বেশি বই আছে।

'এদিক দিয়ে বেরোলে একটা গলি পাবে,' ছোট্ট দরজাটা দেখিয়ে বলল সেলুন মালিক। 'ওটা ধরে পুবে গেলে কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়সারি। আর বামে কিছুটা পথ এগোলে আস্তাবল পেয়ে যাবে। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে মাইল চারেক দক্ষিণে গেলে চওড়া একটা ক্রীক পড়বে। ওটা পেরোলেই লিনিং-বির জমি।' মৃদু হাসল ম্যাককুইন। 'এমনিতে বলে রাখলাম। বলা তো যায় না হয়তো কাজে লেগে যেতে পারে।'

'মনে থাকবে, ধন্যবাদ।' একটা চেয়ারে বসে পড়ল জন, ক্লান্তি লাগছে।

'ড্রিঙ্ক?'

মাথা ঝাঁকাল ও।

নিজের চেয়ারে বসে বেল বাজাল সে। দরজা ঠেলে উঁকি দিল এক ওয়েটার। 'জনের জন্য খাবার আর কফি এখানে দিয়ে যাও। দুটো গ্লাস সহ একটা বোতলও দিয়ো।'

লোকটা চলে যেতে জনের দিকে ফিরল ম্যাককুইন। এবার ভাল করে তাকে দেখল জন। বয়স পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই। জুলফির কাছে পাক ধরেছে, দু'একটা চুলও সাদা হতে শুরু করেছে। শরীর দেখে বয়স বোঝা যায় না, গাট্টাগোট্টা না-হলেও শক্ত গড়ন। নিয়মিত হাঁটার অভ্যাস আছে বোধহয়।

'আমি শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধী মানুষ,' নিজের কথা বলল সে। 'কর্নেল, শেরিফ আর বাওয়ার ছাড়া কারও সঙ্গে তেমন মিশি না।' উঠে দাঁড়াল ম্যাককুইন। 'চলো, পার্লারে গিয়ে বসি। হাত-মুখ ধোওয়ার জায়গা আছে ওখানে।'

দরজা খুলে জনকে ভিতরে আহ্বান করল সে। ভিতরে পা রেখে

হতবাক হয়ে গেল জন। গাদা গাদা বই সাজানো শেল্ফে। চার দেয়াল জুড়ে শেল্ফ। মাঝখানে সোফা, দুটো ঈজি চেয়ার, সেন্টার টেবিল এবং রোলটপ ডেস্ক।

বাইরের দিকে ছোট্ট একটা কামরা বাথরূম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বেসিন ছাড়াও কমোড রয়েছে। রয়েছে পর্যাপ্ত পানির ব্যবস্থা। ঝকঝকে তোয়ালেটা ব্যবহার করতে খারাপই লাগল জনের, বিকল্প হিসাবে নিজের ব্যান্ডানা ব্যবহার করল।

বাথরূম থেকে বেরিয়ে দেখল সেন্টার টেবিলে ওর খাবার দেওয়া হয়েছে।

'তুমি কিছু মনে না-করলে হুইস্কিতে চুমুক দেই?' অনুমতি চাইল ম্যাককুইন।

'নিশ্চয়ই!'

খাওয়ার ফাঁকে পরিস্থিতি আর এলাকা সম্পর্কে জনকে ধারণা দিল সে। 'তোমার ব্যাপারে কর্নেল আলাপ করেছে আমার সঙ্গে। রুথ ও বাওয়ারের মত আমিও নিশ্চিত তোমাকে ফাঁসানো হয়েছে।'

'একটু হলেও খারাপ লাগছে,' এক ফাঁকে বলল জন। 'কিছুটা দায়ও অনুভব করছি। আমি ওঁর সঙ্গে যোগ না-দিলে খুন হতেন না কর্নেল।'

'নিয়তি খণ্ডাতে পারে না কেউ।'

'তবে দোষী যে-ই হোক, ছাড়া পাবে না। আমি অন্তত এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

'প্রতিশোধ নেবে?'

'এটাকে প্রতিশোধ বলা কি ঠিক হবে? বরং ন্যায়বিচার বলতে পারো, মি. ম্যাককুইন। আমার পক্ষ থেকে বলব দায়িত্ব পালন। ঘোড়ার চালান ভণ্ডুল করে ক্ষান্ত হয়নি ওরা, কর্নেলকে খুন করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। তারমানে ওরা মরিয়া, বেপরোয়া। যে-কোন মূল্যে স্বার্থ হাসিল করতে চায়। এমন ভয়ঙ্কর শত্রুর ষড়যন্ত্র কি এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে?'

চমৎকার রান্না। পেট পুরে খেল জন। খিদেটা একটু বেশি লেগেছিল, তায় দানবের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়েছে। খাওয়া শেষে জন বাথরুমে ঢুকতে ফের ঘণ্টা বাজাল ম্যাককুইন। এই ঘরেও একটা ঘণ্টা আছে। এক ওয়েটার এসে এঁটো থালাবাসন নিয়ে গেল, টেবিল পরিষ্কারের দায়িত্ব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে সামনের কামরায় ফিরে এল ওরা।

'মবি কিমেল সম্পর্কে কী জানো?' হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে জানতে চাইল জন।

'কিছুটা রংবাজ টাইপের। দশাসই শরীর থাকলে যা হয়। এ-ধরনের মানুষের ধারণা গায়ের জোরে সবই সম্ভব। তাই কাউকে পরোয়া করে না ও। অতি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে খাটতেও অনীহা রয়েছে। এজন্যই সবার আগে এলাকায় এসেও উন্নতি করতে পারেনি।

'আজকের মত এমন মার আর খায়নি ও। আমি তো ভেবেছি ওর ঘটে কিছু হলুদ পদার্থ আছে। এখন দেখছি আস্ত হাঁদা!'

'একটা জায়গায় ভুল করেছে সে,' বলল জন। 'আমাকে যদি শুধু পেটাতে চাইত, তা হলে হয়তো কিছুই করতে পারতাম না। কিন্তু মারপিটের উসিলায় আমাকে পঙ্গু করে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর, কিংবা হয়তো মেরেও ফেলত। এজন্যই মরিয়া হয়ে লড়েছি, ওর দুর্বলতা খুঁজে বের করে কাজে লাগিয়েছি।'

আদপে মবি কিমেলের সঙ্গে আরও দু'বার দেখা হয়েছে জনের। একবার কর্নেলের সাথে দেখা হওয়ার পরপরই অস্থায়ী ক্যাম্পে, পরেরবার অ্যাম্বুশে কর্নেলকে গুলি করার পর। দুটো ঘটনার উল্লেখ করল জন। হাতের সবক'টা তাস না-দেখানোই উচিত। তবে কর্নেলের বন্ধুদের মধ্যে শুধু বেন্ডার ম্যাককুইনকে সাচ্চা লোক মনে হয়েছে ওর, নইলে বলত না। যেটা জেমস বাওয়ার আর শেরিফের ক্ষেত্রে করেছে।

'কখনও ঘোড়ার দরকার হলে গ্যারি রেফার্টির কাছে চলে যেয়ো। বিশ্বস্ত লোক. বেঈমানি করবে না। সাহসও আছে ওর। যদি পছন্দ হয় বিপদে বুক চিতিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াবে।'

'মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে একটা ম্যাপ আর কিছু কাগজের কথা বলেছিলেন কর্নেল,' এবার মূল প্রসঙ্গে গেল জন। 'ওগুলো পাওয়া দরকার। হয়তো কোন সূত্র পেয়ে যাব।'

'শেরিফের কাছে এ-ব্যাপারে কিছু বলেছ নাকি?'

'না। শুধু রুথ আর তোমাকে বলতে বলেছেন কর্নেল।'

'জেমসকেও নয়?' বিস্মিত দেখাল আইরিশ ব্যবসায়ীকে। জন সায় জানাতে সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'বুঝলে, আমার বন্ধুটা যথেষ্ট সাবধানী লোক ছিল। জেমসের ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা আছে, তারমানে অন্য সবকিছু জানলেও এ-ব্যাপারে জানে না সে।'

ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেয়াশলাই বের করে এগিয়ে দিল সে। 'ম্যাপ বা কাগজপত্র এখানে নেই। কাগজের ব্যাপারে অবশ্য গতকালই কথা হয়েছিল হ্যারির সঙ্গে। পাহাড়ী এলাকার অনেক গভীরে চলে গিয়েছিল ও। স্পষ্ট করে বলেনি, কিন্তু আমার অনুমান শত্রুপক্ষ সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে পেরেছিল ও।'

'এ-নিয়ে আমার সঙ্গেও কথা বলেছেন,' জানাল জন। 'বাওয়ার, শেরিফ, কিমেল আর তোমাকে সন্দেহের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন কর্নেল। বেমিস সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন।'

'নিশ্চয়ই এমনভাবে বলেছে যাতে বোঝা যায় নাটের গুরু আসলে আমাদেরই কেউ?' স্মিত হাসল ম্যাককুইন। 'হ্যারির স্বভাবই এমন। মাঝে মধ্যে খুব সিরিয়াস বিষয়েও মজা করত। আরও একটা ব্যাপার হতে পারে, হয়তো ওর সন্দেহ ছিল কেউ তোমাদের কথা শুনছে। সেক্ষেত্রে স্রেফ তাকে বা তাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্য এভাবে বলেছে।'

'ঠিক বলতে পারব না,' একটু ঘুরিয়ে উত্তর দিল জন। 'এলাকায় আমি নতুন। স্পষ্ট ধারণা নেই কারও সম্পর্কে। কারা জড়িত সেটা ভেবে কিনারা করা যাবে না। সময় নিয়ে প্রমাণ যোগাড় করতে

হবে।'

'নিজেকে আমি তোমার বিচারের উপর ছেড়ে দিলাম,' হেসে বলল ম্যাককুইন। 'শেরিফ সম্পর্কে বলছি। সহজ-সরল মানুষ। আগে নিজের র‍্যাঞ্চ দেখাশোনা করত। নেব্রাস্কার ঝড়ে র‍্যাঞ্চটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখানে আসে ও। সেটাও প্রায় দশ বছর আগের কথা। শেরিফের পদ পেয়ে পেশা বদলে ল-অফিসার বনে গেল। বদনাম নয়, বরং চৌহদ্দিতে সুনামই বেশি কামিয়েছে। বুদ্ধির ঘাটতি থাকলেও সাহস আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আছে ওর। আরও একটা বড় গুণ: সময় লাগলেও সবকিছু খতিয়ে দেখতে অভ্যস্ত ও। চট করে কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে না। আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য মরতেও দ্বিধা করবে না। পিছুটানও নেই ওর।

'তোমার বিরুদ্ধে নিরেট প্রমাণ যোগাড় না-হলে দোষী সাব্যস্ত করবে না। এক কথায় সাচ্চা মানুষ বলা চলে ওকে। শুধু মাথাটা একটু ধীরে চলে, সমস্যা ওই একটাই।'

'বাওয়ার?'

'শান্ত মেজাজের উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক। ওর সবচেয়ে বড় গুণ কখনোই ধৈর্য হারায় না কিংবা রাগেও না। মাঝে মাঝে ভাবি কেন পশ্চিমের এমন অখ্যাত শহরে পড়ে রয়েছে ও। শিক্ষা, সামর্থ্য বা নিষ্ঠা...সবই রয়েছে ওর। বড় শহরে থাকলে নিজেকে অল্প দিনে প্রতিষ্ঠিত করে নিতে পারত। এখানে তেমন কোন সুযোগই নেই। মাসে বড়জোর দু'একটা কেস পায়। তবে ওর আগ্রহের একটা কারণ জানি: রুথ।' থেমে মুচকি হাসল বেন্ডার ম্যাককুইন। 'রুথের ব্যাপারে অবশ্য আরও কয়েকজনই আগ্রহী—কিমেল, রিডল...'

'জর্জ বেমিস?'

'আইনজ্ঞ হিসাবে বাওয়ার যতটা ভাল, তাসে ঠিক ততটাই খারাপ জর্জ। চার টেক্কা নিয়েও হারতে পারে সে। অথচ নেশাটা প্রচণ্ড, প্রায় অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। ওর বাবা যে-পরিমাণ সম্পত্তি রেখে গিয়েছিল তাতে হেসে-খেলে তিন পুরুষ কাটিয়ে দিতে পারত।'

'সব শেষ?'

'বলা চলে।' দামী ক্রিস্টালের অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল বেন্ডার ম্যাককুইন। 'কিন্তু এসব জেনে কী লাভ হবে? অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে হলে হ্যারির কাগজপত্র আর ম্যাপটা দরকার তোমার। নিদেনপক্ষে চুক্তির একটা কপি।'

'চুক্তির কপি বাওয়ারের কাছে আছে। কিন্তু তাতে অভিযোগ থেকে মুক্তি পাব না আমি।' ব্যাখ্যা করল জন। 'পাল্টা যুক্তি দেখানো যায় সব ঘোড়া মেরে দিতে গিয়ে ধরা পড়ায় কর্নেলকে খুন করেছি, কিংবা বেঈমানি করেছি ওঁর সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকাল ম্যাককুইন। 'তারমানে হচ্ছে ওই কাগজ আর ম্যাপ তোমার লাগবেই।'

'সব ষড়যন্ত্র বা রহস্যের জট খুলতেও লাগবে ওসব। এর আগে যতবার কর্নেল ঘোড়ার পাল চালান দিতে চেয়েছেন, ততবারই সময়মত ঠিক জায়গায় উপস্থিত হয়ে বানচাল করে দিয়েছে শত্রুপক্ষ। তারমানে কর্নেলের হাঁড়ির খবর পেয়ে যেত ওরা। নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ বেঈমানি করছে। আরও একটা ব্যাপার, এর আগে একবারও ব্যক্তিগতভাবে কর্নেলের ক্ষতি করেনি ওরা, এবার তা হলে গুলি করল কেন?'

'সম্ভবত তোমাকে ফাঁসাতে...এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছে। কর্নেলকে সরিয়ে দেওয়া গেল, একইসঙ্গে মূর্তিমান আপদকে ফাঁসিয়ে দিলে কেউ আর থাকে না।'

'অন্য কারণও থাকতে পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল জন। 'কর্নেল বোধহয় ওদের পরিচয় আঁচ করতে পেরেছিলেন বলেই ওঁকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। কিংবা ম্যাপ আর কাগজপত্রের ব্যাপারটা হয়তো জেনে ফেলেছিল ওরা, ওগুলো হাত করতে...'

'বলতে চাইছ ওসব পাওয়ার জন্য হ্যারিকে খুন করেছে ওরা? কাগজ হাতে পেয়ে নষ্ট করে ফেলবে, কোন প্রমাণ রাখবে না?'

উঠে দাঁড়াল জন। 'হতে পারে। তবে এর মূলে একাধিক কারণ

থাকলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। একটা কথা, রুথকে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য কারও র‍্যাঞ্চে যাওয়া দরকার। বাপের মৃত্যুর পর শোকের মধ্যে আছে ও, এ-সময় যেতে চাচ্ছিলাম না আমি। কিন্তু এখন বোধহয় যাওয়াই দরকার।'

'রুথের নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ? জর্জ বা মাইকের উপর ভরসা রাখতে পারছ না?'

প্রশ্নটার জবাব দেওয়া হলো না। দরজায় করাঘাত করছে কেউ। 'দরজা খোলো, বেন্ডার!' শেরিফের অধৈর্য কণ্ঠ।

'শেরিফ!' বিস্ময়ে হতচকিত সেলুন মালিক। উঠে দরজা খুলে দিল সে। 'কী ব্যাপার, কিম?'

হাতে উদ্যত পিস্তল নিয়ে কামরায় প্রবেশ করল কিম সার্টিন। পিস্তলের নলে জনকে দেখিয়ে বলল, 'ওকে গ্রেফতার করতে এসেছি!'

'কী কারণে?' জনের শান্ত প্রশ্ন।

'সারাদিন দেখছি তোমার পিছনে খেটে মরতে হবে আমার! সেই ভোরে শুরু, দিনটা কাটার পর রাত হলো, কিন্তু তোমার ঝামেলা থেকে মুক্তি নেই! আর ভাল লাগছে না!'

'কারণটা তো বলবে,' মৃদু হেসে বলল ম্যাককুইন। 'নাকি সেটা জানার অধিকারও নেই ওর?'

'আছে,' ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল সার্টিন, ক্লান্ত শোনাল কণ্ঠ। 'শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। একটু আগে ফিরেছি। এসেই শুনলাম আরেক কাণ্ড ঘটিয়েছ। মবি কিমেলের সঙ্গে মারপিট তুমিই শুরু করেছ, তাই না? আমার শহরে মারপিট করা নিষেধ।'

এবার চওড়া হলো জনের হাসি। 'জানতাম না লস্ট রীভার শহরের শেরিফ একজন স্বেচ্ছাচারী!'

অপমানে লাল হয়ে গেল সার্টিনের মুখ। 'কী বললে!? আমি স্বেচ্ছাচারী? কেন...'

দরজা বন্ধ করে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল ম্যাককুইন। 'হুইস্কি দিতে বলি, কিম?'

দ্বিধা ফুটে উঠল শেরিফের মুখে। বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে শেষে মাথা ঝাঁকাল। 'দিনটা যা গেল! একদিনে বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে!'

'সুস্থির হয়ে বসো তো,' ঘণ্টা বাজাল সেলুন মালিক। এক ওয়েটার উঁকি দিতে একটা গ্লাস দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল।

হুইস্কিতে চুমুক দেওয়ার পর কিছুটা সুস্থির দেখাল সার্টিনকে।

'হয়েছে কী, বলো তো?'

'যা হওয়ার তা তো আগেই হয়ে গেছে। কাজ শেষ করে সবে কোয়ার্টারে ফিরেছি, তখনই খবর পেলাম। সারাদিন এমন বেজায় খাটুনির পর আবার বেরোতে হলে ভাল লাগে? বুড়ো হাড়ে আর সইছে না...'

'এটাই তোমার কাজ, কিম। ভাল না-লাগলে ছেড়ে দাও।'

'কিছুদিন ধরে আমিও তাই ভাবছি। তবে এখনই নয়, হাতের কাজগুলো আগে সেরে নিই, তারপর সিরিয়াসলি চিন্তা করব।'

'ওকে গ্রেফতার করতে এলে কেন?'

'জানোই তো, শহরে মারপিট একেবারে সহ্য হয় না আমার। মারামারিটা যেহেতু ও-ই শুরু করেছে...'

'না-বলে পারছি না, কিম,' শান্ত স্বরে শেরিফকে বাধা দিল সেলুন মালিক। 'সত্যি বোধহয় তোমার বয়স হয়ে গেছে, নইলে পশ্চিমে যেটা মামুলি ও স্বাভাবিক ব্যাপার, তাই নিয়ে তোমার এত গা জ্বলবে কেন? মারপিট ছাড়া একটা দিন কাটা মানেই দিনটা অস্বাভাবিক। তোমার বুড়ো হাড়ে না-সইলেও কিছু করার নেই। সেজন্য কাউকে তুমি গ্রেফতার করতে পারো না, বিশেষ করে তার প্রতিদ্বন্দ্বী যদি সেটা শুরু করে থাকে।'

'ঘটনাটা অন্য খানে,' ব্যাখ্যা করল শেরিফ। 'যদ্দূর বুঝতে পারছি ওকে বাইরে রাখা মানে হাঙ্গামা বা খুনোখুনি ঘটবে। বহু লোক জনের গলায় দড়ি দেখতে চাইছে, এক্ষেত্রে ওকে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখে খেপে যাচ্ছে এরা। মবি কিমেল তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

এমনকী লিনিং-বির ক্রুরাও ওকে জেলের বাইরে দেখে সহ্য করতে পারছে না। খুনের আসামী ঘুরে বেড়াতে দেখলে লোকজনের এমন প্রতিক্রিয়া হবেই।

'সবদিক বিবেচনা করে আমার মনে হচ্ছে ওকে গারদে আটকে রাখাই ভাল। ওর নিরাপত্তার দিকটা নিশ্চিত করা হবে, আবার অযথা ঝামেলাও হবে না।'

'তোমার কথায় যুক্তি আছে, কিন্তু···'

'আমার এক্তিয়ারও আছে। এ-ধরনের ক্ষেত্রে ল-অফিসার চাইলে একজন আসামী, এমনকী একজন সাক্ষীকেও জেলের নিরাপদ হেফাজতে রাখতে পারে।'

'তা পারে, কিন্তু আসামী যদি বাইরে থাকতে চায়?' হাসছে ম্যাককুইন, চোখে জিজ্ঞাসা।

'আমার কাছে যা উচিত বলে মনে হচ্ছে···' শুরু করেও থেমে গেল শেরিফ, গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'তা ছাড়া, ওর নামে অভিযোগও আছে। জর্জ নিজে অভিযোগ করেছে।'

'জর্জ? জর্জ বেমিস?' জনের বিস্মিত প্রশ্ন।

'ওর কাছে শুনলাম জনই নাকি প্রথম আঘাত করেছিল কিমেলকে। সব শুনে ওকে জেলে রাখাই নিরাপদ মনে হচ্ছে।'

হেসে উঠল ম্যাককুইন। 'খুঁতখুঁতে স্বভাবের ভীতুর ডিম একটা! প্রথমে চেষ্টা করল রিডল আর জন যাতে মারপিট না-করে, এখন চাইছে জন যেন জেলে ঢোকে, তা হলে লিনিং-বিতে যেতে পারবে না ও। সেক্ষেত্রে ক্রুদের সঙ্গে জনের সংঘর্ষ বা গোলমাল হওয়ার ভয় নেই। বুঝেছি, তোমার মত একই শঙ্কা কাজ করেছে ওর মনে। তবে কথা হচ্ছে, কখনও কখনও এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হয় না, সেক্ষেত্রে ঘটনা ঘটতে দেওয়াই উচিত।'

'সোজাসাপ্টা বললেই পারো, অত প্যাঁচ কষছ কেন?' অধৈর্য স্বরে বলল শেরিফ।

'প্যাঁচ কষলাম কোথায়?' অবাক হলো ম্যাককুইন। 'সরাসরিই

বললাম। আমার কথায় বিশ্বাস না-হলে বারে গিয়ে জিজ্ঞেস করো লোকজনকে। অন্তত ত্রিশজন সাক্ষী পাবে। হ্যাঁ, মবি কিমেলই মারপিট শুরু করেছিল। তবে তোমার বোধহয় অজুহাতের কোন দরকার নেই, তাই না? জনের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে তোমার, মিক!'

বন্ধুর উষ্মায় বিব্রত দেখাল শেরিফকে, তবে নিজেকে দ্রুত সামলে নিল। 'দেখো, শুধু যে আসামী বলে ওকে নিরাপদ হেফাজতে রাখতে চাইছি, তা কিন্তু নয়। আমার তো মনে হয় ও সবচেয়ে বড় সাক্ষীও হতে পারে। সেরকম কিছু নমুনা এরই মধ্যে পেয়েছিও।'

'তারমানে ওকে চোখের সামনে রেখে আসল খুনীকে ধরতে চাইছ?' হাসছে বেন্ডার ম্যাককুইন। 'ওকে কাজে লাগিয়ে হ্যারির খুনের রহস্য সমাধান করতে চাও? জন আসল খুনীকে খুঁজে বের করবে, আর তুমি ওর পিছন পিছন থাকবে যাতে চট করে ধরে ফেলতে পারো?'

'যদি সত্যি তেমন কিছু হয়ও, অসুবিধা দেখছি না আমি!'

'স্বীকার গেলে শেষপর্যন্ত! নাহ্, মিক, সবাই তোমাকে কেন যে বোকা বলে! তুমি আসলে মহা ধুরন্ধর লোক! কিন্তু সাহেব, তোমার উদ্দেশ্য সফল হতে হলে জনকে জেলের বাইরে রাখতে হবে, নইলে কীভাবে কাজ করবে ও?'

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল শেরিফ। 'সেক্ষেত্রে, আমার একটা অনুরোধ, জন। যতটা সম্ভব ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে চলো।'

'ঘাড়ে আমার মাথা একটাই, শেরিফ। ওটার ব্যাপারে দরদ তোমার চেয়ে আমারই বেশি।'

'লিনিং-বিতে কোন ঝামেলা চাই না। রুথ আছে ওখানে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি শহর থেকে কোথাও না যাও।'

'কোথায় যাব সেটা আমার ব্যাপার।'

'উঁহু, কিছু শর্তে তোমাকে ছাড়া হয়েছে, তারমানে এই নয় যা খুশি করে বেড়াবে,' এবার কঠিন হয়ে গেল শেরিফের কণ্ঠ। 'আইনও

তাই বলে। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এখনও বহাল আছে।'

'কিন্তু এমন কোন প্রমাণ তুমি পাওনি যাতে প্রমাণ হয় যে খুনটা আমি করেছি,' তর্ক করল জন।

'আবার এটাও প্রমাণ হয়নি যে তুমি করোনি,' রুঢ় স্বরে বলল শেরিফ। 'দেখো, মিস্টার, আমাকে আইন শেখাতে এসো না। চাইলে তোমাকে জেলেই রাখতে পারতাম, কেউ কচুটাও করতে পারত না আমার। উদ্দেশ্য সৎ ছিল বলেই ছেড়ে দিয়েছি, তাই বলে ভেবো না...'

'আরে, তুমি দেখছি আবার খেপে যাচ্ছ! শান্ত হও, কিম,' দ্রুত সক্রিয় হলো ম্যাককুইন। 'হুইস্কি দেব?'

মাথা ঝাঁকাল শেরিফ, জনের দিকে কঠিন চোখে তাকাল। 'খুনের জায়গায় তোমার উপস্থিতি অভিযুক্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়? অন্তত কয়েকটা মোটিভ আছে তোমার।'

'মনে হচ্ছে নিজের চেয়ে বরং অন্যদের ইচ্ছেয় চলো তুমি,' ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করল জন, দেখল চোখ কপালে উঠে গেছে শেরিফের। 'কেউ একজন কী বলল আর অমনি ছুটে এলে, এমন হুজুগে লোক আর দেখিনি।'

'দেখো, মিস্টার, সাফ বলে দিচ্ছি, আমাকে ঘাঁটাতে আসবে না! তোমার সাহস দেখে সত্যি অবাক হচ্ছি। ভাবলে কী করে যা খুশি বলে যাবে আর সেটা সহ্য করব আমি? না, বেন্ডার, তুমি বাধা দিয়ো না,' সেলুন মালিক তাকে শান্ত করতে যেতে হাত তুলে নিষেধ করল সার্টিন। 'ওকে বোধহয় সত্যি একটা শিক্ষা দেওয়া দরকার। কথাবার্তা বা আচরণ দেখে বোঝা যায় খুবই বেপরোয়া আর বিপজ্জনক লোক জন। যতক্ষণ ও বাইরে ঘোরাঘুরি করবে, আমার শান্তি হবে না। হয়তো সত্যি ওকে সেলে রাখা উচিত।'

'ওখানে থাকলে তোমাকে আরও বেশি জ্বালাব,' হেসে বলল জন। 'এক কাজ করা যাক। একটা সন্ধি করতে পারি আমরা। কথা দিচ্ছি, নেহাত ঠেকায় না-পড়লে কোন গোলমালে জড়াব না। সন্তুষ্ট?

বিনিময়ে তুমিও কথা দেবে যার-তার মুখে যা-তা শুনে হৈহৈ করে ছুটে আসবে না আমার কাছে। ঠিক আছে?'

এক ঢোকে হুইস্কির অর্ধেকটা গিলে ফেলল শেরিফ, তারপর সন্দেহের চোখে দেখল জনকে। মনে-প্রাণে কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইছে, খানিকটা বোকাটে হলেও জনের ধাত ঠিকই চিনে নিয়েছে—বেপরোয়া ও স্পর্শকাতর মানুষ, এমনিতে কারও সঙ্গে ঝামেলায় জড়াবে না, কিন্তু কেউ ঝামেলা করতে এলে তাকে নিরাশও করবে না; উপরন্তু পোড়খাওয়া ও সেয়ানে লোক। এ-ধরনের মানুষের জন্য বর্তমান পরিস্থিতি বিস্ফোরন্মুখ হয়ে উঠতে পারে, কারণ এরা কোন কিছুতে পরোয়া করে না। আত্মসম্মান বা মর্যাদা কখনও বিসর্জন দেয় না, কিংবা বিপদে পিছিয়ে আসে না, আর কোণঠাসা হলে আরও ভয়ঙ্কর ও মরিয়া হয়ে ওঠে।

শেরিফের ভয় এখানেই। সে চায় না জনকে নিয়ে পুরো লস্ট রীভার এলাকা উত্তাল হয়ে উঠুক, হন্যে হয়ে ওকে খুঁজে বেড়াক মানুষ শিকারীর দল। তা হলে হ্যারির খুনের ব্যাপারটা হয়তো চাপা পড়ে যাবে। মবের ধাওয়া খেয়ে জন যদি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়, তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রমাণ ও রহস্য সমাধানের চাবিটা হারিয়ে যাবে। কিংবা মবের হাতে খুনও হয়ে যেতে পারে জন। মবি কিমেল বা বেন ডেগনারের মত হুজুগে, নিষ্ঠুর ও অবিবেচকের মত মানুষ সব জায়গায় আছে, সুযোগ পেলে যে এরা জনকে নির্দ্বিধায় খুন করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই শেরিফের। এমনকী পিছন থেকে খুন করতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না কেউ কেউ। তাদের কাছে জন ক্যালকিন একজন খুনের আসামী।

'আমার যা বলার ছিল, বলে দিয়েছি,' হুইস্কি শেষ করে উঠে দাঁড়াল শেরিফ, চোখ-মুখ কঠিন দেখাচ্ছে, কণ্ঠ তীক্ষ্ণ। 'মানো কিংবা না-মানো সেটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু শহরে বা লিনিং-বিতে কোন ঝামেলায় জড়িয়ো না। তা হলে আমাদের দু'জনের কাজই কঠিন হয়ে যাবে।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল শেরিফ, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকাল একবার, বেন্ডার ম্যাককুইনের উদ্দেশে মৃদু নড করে বেরিয়ে গেল।

'জর্জ বেমিস চায় আবার জেলে ঢুকি,' চিন্তিত স্বরে বলল জন।

মাথা নাড়ল সেলুন মালিক। 'ওর ব্যাপারে এখনই কোন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলো না। গণ্ডগোলের ভয়ে এমন করছে। তা ছাড়া শুনেছি কিমেল ওর খেলার পার্টনার।' মৃদু হাসল সে। 'হয়তো পার্টনারকে হারিয়ে খেলার মজা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না।'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল জন, নীরব থাকতে ইশারা করল ম্যাককুইনকে। ছাদের উপর মৃদু একটা শব্দ হয়েছে। কান খাড়া করে শুনল দু'জনেই। সাবধানী পদশব্দ, সন্তর্পণে এগোচ্ছে কেউ।

'ছাদের উপর আছে কেউ,' ফিসফিস করে বলল ম্যাককুইন।

জানালার দিকে একবার দৃষ্টি চালাল জন, সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। বাইরে অন্ধকার। দূরে পাহাড়ের জমকাল কাঠামো আবছাভাবে চোখে পড়ছে।

'জর্জ যে-কারণেই এসব করুক,' কথা চালিয়ে যাচ্ছে ম্যাককুইন। 'আমার ধারণা শেষপর্যন্ত অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবে না ও। এটুকু শুভবুদ্ধি আছে ওর।'

আঙুল তুলে ছাদের গোপন একটা ট্র্যাপডোর দেখাল সেলুন মালিক, জনকে ইশারায় চেয়ার নিয়ে আসতে বলল। নিঃশব্দে কাজ সারল জন, তারপর চেয়ারের উপর উঠে দাঁড়াল। হাতের তালু দিয়ে আস্তে করে ঠেলা দিল ট্র্যাপডোরের কবাট।

এদিকে কথা চালিয়ে যাচ্ছে বেন্ডার ম্যাককুইন। 'এসব ভুলে যাও। ঝামেলা বাড়িয়ো না তো!' কিছুটা অসহিষ্ণু কণ্ঠ। 'কখনও কখনও দেখেও না-দেখার ভান করতে হয়।'

'কিন্তু এভাবে তো অভিযোগ থেকে মুক্তি পাব না আমি,' নিচু স্বরে বলল জন।

'যা বলছি করো, অত যুক্তি দেখিয়ো না। দুটো দিন গেলে

দেখবে পরিস্থিতি অনেক শান্ত হয়ে গেছে। হ্যারির ফিউনেরাল হয়ে গেলে দেখবে অনেকেই আর তোমার দিকে খুনীর মত তাকাচ্ছে না। জর্জ আসলে গোবেচারা মানুষ, ওকে না-ঘাঁটানোই ভাল।'

জনের প্রস্তুতি শেষ। ম্যাককুইন মাথা ঝাঁকাতে সন্তর্পণে ট্র্যাপডোরের পাল্লা ঠেলে দিল জন। তারপর ছাদের কিনারা চেপে ধরল শক্ত করে। দু'হাতের উপর সমস্ত দেহের ভার চাপিয়ে দিল প্রথমে, শেষে উপরের দিকে টেনে তুলল শরীর। ছাদের সমতল থেকে মাথা সামান্য তুলে দৃষ্টি চালাল।

ছাদের কিনারে উবু হয়ে বসে আছে এক লোক। অন্ধকারে গাঢ় একটা কাঠামো শুধু। চেহারা বা পোশাক বোঝার উপায় নেই।

শরীর আরও তুলে ছাদে পা রাখল জন। সামান্য শব্দ, কিন্তু তাই যথেষ্ট ছিল লোকটার জন্য। ঝট করে ফিরে তাকাল সে, তারপর এক মুহূর্ত দেরি না-করে লাফ দিল।

'দাঁড়াও!' নির্দেশ দিল জন। ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে।

ছুটে ছাদের কিনারে চলে এল ও, দেখল মাটিতে পড়েই গলির দিকে ছুটে যাচ্ছে একটা গাঢ় ছায়ামূর্তি।

পিছু নিয়ে লাভ হবে না, তবে চেষ্টা করতেও দোষ নেই ভেবে ছাদ থেকে লাফ দিল জন, উঠে দাঁড়িয়ে লোকটার পিছু পিছু ছুটল। গলির মুখে আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে লোকটা, ওকে গলি থেকে বেরোতে দেখলে একটা বা দুটো গুলি করার লোভ নিশ্চয়ই সামলাতে পারবে না। যদিও ছুটন্ত পদশব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু ঝুঁকি নিল না জন। বলা যায় না একাধিক লোকও থাকতে পারে।

এদিকে পার্লারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ম্যাককুইন, হাতে শটগান। 'উত্তরে চলে গেছে,' ছুটতে ছুটতে জানাল জন। দ্রুত পেরিয়ে গেল সেলুন মালিককে, তারপর অফিসের দরজা হয়ে বারের কাছে চলে এল। চারপাশে একবার চকিত দৃষ্টি চালাল ও, বুঝতে চাইল এইমাত্র কেউ সেলুনে ঢুকেছে কি-না।

কেউ হাঁপাচ্ছে না, তারমানে নতুন কেউই ঢোকেনি। সবাই

এখানে ছিল। কেউ কেউ মুখ তুলে তাকাল, তারপর খেলায় বা ড্রিঙ্কের দিকে মনোযোগ দিল।

দ্রুত পায়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল জন। সেলুনের উত্তরে হোটেল, আস্তাবল আর কয়েকটা দোকান রয়েছে। হোটেলে তালাশ করে লাভ হবে না এখন। লোকটাকে হাতে-নাতে ধরতে হত।

সেলুনে, বেন্ডার ম্যাককুইনের অফিসে ফিরে এল ও।

ততক্ষণে ট্র্যাপডোরের দরজা আটকে দিয়েছে ম্যাককুইন।

'আমি এখনই বেরোব,' জানাল জন।

'কিন্তু শেরিফ তোমাকে শহরে থাকতে বলল।'

'শহরে থাকলে কোন না কোন উসিলায় আমাকে জেলে ভরবে ও,' স্মিত হাসল জন। 'তাতে আসল ফায়দা হবে না। তারচেয়ে ওর কাজ একটু সহজ করে দেব। চারপাশে দু'একটা নাড়া দিয়ে আসি।'

দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল ম্যাককুইনের মুখে।

'শেরিফ বলল আমার বক্তব্যের পক্ষে জোরাল প্রমাণ খুঁজে পায়নি,' সেলুন মালিককে আশ্বস্ত করার প্রয়াস পেল জন। 'ভাবছি আমি নিজেই চেষ্টা চালাব, দেখা যাক দু'একটা সূত্র বা প্রমাণ পাই কি-না। শহরে ফিরে আসার পথে লিনিং-বিতে ঢুঁ মেরে আসব।'

'এখনই যাবে নাকি?'

'নাহ্। ভাবছি ভোরে ভোরে রওনা দেব। সারাদিন কম ধকল যায়নি, রাতটা বিশ্রাম না-নিলে বরং সকাল থেকে ক্লান্তি লাগবে।'

'বেশ, আমার এখানেই থেকে যেতে পারো। ডিভানে ঘুমাতে হবে অবশ্য। কিন্তু হোটেল বা আস্তাবলের চেয়ে ঢের নিরাপদ হবে বোধহয়।'

'তুমি?'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না। এমনিতে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বই পড়ি। হোটেলে স্থায়ী একটা রুম ভাড়া করা আছে আমার। পুরো বছরের জন্য।'

পাঁচ

অন্ধকার কামরার দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়িয়েছে ডেপুটি শেরিফ বেন ডেগনার। হাঁপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলছে। ইশ্‌শ্, অল্পের জন্য বেঁচে গেছে! হারামজাদার খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে ছিল না। ক্যালকিন যে গুলি করেনি, এটাই ভাগ্য!

মিনিট চারেক ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ডেগনার, তারপর একটু সুস্থির হতে পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালাল। টের পেল উত্তেজনায় এখনও হাত কাঁপছে ওর। ড্রেসারে রাখা মোমবাতি ধরাল।

বিছানার উপর মড়ার মত ঘুমাচ্ছে মবি কিমেল। বিশাল বুকের ছাতি একটু দ্রুত লয়ে হলেও নিয়মিত ছন্দে ওঠা-নামা করছে।

'মবি,' হাঁক ছাড়ল করবিন। 'জলদি উঠে পড়ো!'

সাড়া দিল না বিশালদেহী ফ্লাইং-কে মালিক।

ঝুঁকে তার দু'কাঁধ চেপে ধরল ডেগনার, ঝাঁকাতে শুরু করল। 'এই, মবি! জলদি ওঠো! বিপদ আসছে!'

এবার কাজ হলো। আধ-শোয়া ভঙ্গিতে উঠে বসল সে, তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। তারপর রুক্ষ স্বরে খেঁকিয়ে উঠল, 'কী হয়েছে আবার?'

'হারামজাদা আমাকে ধরে ফেলেছিল প্রায়,' জানাল ডেপুটি। 'তোমার কথা মত ছাদের উপর থেকে ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম, বসে থাকতে থাকতে পায়ে খিল ধরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ পর একটা পা সোজা করেছি শুধু, কিন্তু নীচ থেকে ঠিকই টের পেয়ে গেল

ওরা। বেন্ডারের পার্লারে ট্র্যাপডোর আছে, আমাকে আগে বলোনি কেন? ওটা দিয়ে ছাদে উঠে এল ক্যালকিন হারামীটা! ওকে দেখে লাফিয়ে পড়েছি ছাদ থেকে, তারপর এক ছুটে এখানে! হারামজাদা পিছু নিয়ে আসছিল, রক্ষে যে গুলি করেনি!'

'তারমানে তুমি কিছুই...'

'আরে না! যা শোনার আগেই শুনে ফেলেছি।'

গায়ের উপর থেকে চাদর সরিয়ে উঠে দাঁড়াল মবি কিমেল। খাটের উপর ফেলে রাখা ট্রাউজারে পা গলাতে গলাতে ফের খেঁকিয়ে উঠল, 'কী হলো, থেমে গেলে যে? কী শুনেছ, বলো!'

'গত রাতে তোমার গলা ঠিকই চিনেছে জন। বেন্ডারের কাছে বলল তুমিই খুন করেছ কর্নেলকে।'

'তাতে কী? কেউ বলবে আর তাতেই খুনী হয়ে যাব আমি? খুনের আসামীর কথা কে বিশ্বাস করে? যা ইচ্ছে ভাবুক ওরা। ক্যানিয়নের ভিতরে আমার বা ছেলেদের চিহ্নগুলো মুছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছি তোমাকে। কাজটা ঠিকমত সারতে পারলে আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না।'

'হয়ে যাবে, এ-নিয়ে ভেবো না,' ফ্লাইং-কে মালিককে আশ্বস্ত করল ডেপুটি। 'কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে। ক্যানিয়নে আজ দু'জনের ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছে কিম। ওর সন্দেহ ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।'

'কী প্রমাণ হয় তাতে?' বিরক্তি ঝরে পড়ল কিমেলের কণ্ঠে। 'কিমকে নিয়ে ভাবছি না। ওর মুরোদ আমার জানা আছে। চিন্তা শুধু ওই জন ক্যালকিনকে নিয়ে। কখন যে কী করে বসে ঠিক নেই।' নিজের অজান্তে মুখে হাত বুলাল সে। 'সাংঘাতিক লোক!'

'সাংঘাতিক তো বটেই,' মন্তব্যের সুরে বলল ডেগনার, কিমেলের চোখজোড়া জ্বলে উঠতে দেখে দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল। 'জন বলছিল ওর কাছে নাকি যথেষ্ট প্রমাণ আছে যা দিয়ে কর্নেলের সঙ্গে ওর অংশীদারিত্ব প্রমাণ করা যাবে। মারা যাওয়ার আগে একটা ম্যাপ

আর কিছু কাগজপত্রের কথা বলে গেছে কর্নেল। কথাটা রুথ ও বেন্ডার ছাড়া কাউকে জানায়নি সে।'

কোণে রাখা বেসিনের কাছে চলে গেল মবি কিমেল। বালতি থেকে পানি তুলে হাত-মুখ ধুলো।

তোয়ালে হাতে এগিয়ে গেল ডেগনার। ভিতরে ভিতরে দারুণ ভড়কে গেছে। এত নিখুঁত পরিকল্পনা, অথচ গুবলেট হয়ে গেছে সবকিছু। শুধু কর্নেলের খুনের ব্যাপারটা ঠিকঠাক মত ঘটেছে, বাকি সবই...

'ম্যাপ আর কাগজের ব্যাপারটা কী?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল ডেগনার। 'ওগুলো পেলে কি আমরা ধরা পড়ে যাব?'

'তা কেন,' দ্রুত বলল কিমেল। 'তখন থেকে ভয়ে আধমরা হয়ে আছ। সবকিছু আবার বলো তো।'

যতটা মনে আছে, প্রথম থেকে জনের সঙ্গে ম্যাককুইনের কথাবার্তার ফিরিস্তি দিল বেন ডেগনার।

'অত মারাত্মক কিছু ঘটেনি,' সব শুনে বলল কিমেল। 'তোমার যা করার করতে থাকো। বেন্ডারের উপর একটা চোখ রেখো সবসময়। আবার বুড়ো হসল্যারকে ফালতু ভেবো না। আর কিম তোমাকে কী কী বলে সব জানিয়ো আমাকে।'

'আচ্ছা, তাই হবে,' দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েও ঘুরে দাঁড়াল ডেগনার। 'জন শহরে থাকছে না। কাগজপত্রের খোঁজে বোধহয় লিনিং-বিতে যাবে।'

'ওর ভার আমার উপর ছেড়ে দাও, ওকে নিয়ে তোমার মাথা না-ঘামালেও চলবে। পরিকল্পনার সবটাই জানো তুমি। আমরা চেয়েছি কর্নেল যাতে বাধ্য হয়ে র‍্যাঞ্চটা বেচে দেয়। ঘোড়া চালান দিতে না-পারলে একসময় বাধ্য হয়ে তাই করতে হত। এখন যেহেতু কর্নেল নেই, রুথের পক্ষে র‍্যাঞ্চ চালানো সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে, ধরে নাও মাস দুয়েকের মধ্যে আমাদের হাতে চলে আসছে লিনিং-বি। হয়তো তারও আগেই আসল কাজ হয়ে যাবে। ঘটনা যাই হোক, নতুন করে

ঘোড়া চালান দেওয়ার সাধ্য নেই জনের, অর্থাৎ চুক্তি অনুযায়ী ঘোড়া চালান দিতে এবারও ব্যর্থ হবে ওরা। সুতরাং চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাবে, এদিকে নগদ টাকাও নেই ওদের কাছে…সবকিছুই আমাদের পক্ষে।'

কিমেলের থেঁতলানো ঠোঁটের প্রান্তে কুৎসিত হাসি ফুটল। 'তা ছাড়া, জন এখানে বেশিদিন থাকছেও না। আর বিচারে ওকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারলে তো কথাই নেই। বসন্তের আগেই পছন্দমত দামে লিনিং-বি কিনে নেব আমরা।'

নিচু হয়ে বুট পরল কিমেল। 'ঘাবড়িয়ো না, বেন। লাভের অংশ তুমি ঠিকই পাবে।'

'কিন্তু যা ঘটছে, একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার,' শঙ্কিত স্বরে বলল ডেগনার। 'কর্নেল মারা যাওয়ার আগ পর্যন্ত-সবই তো ঠিক ছিল, এখন কেমন লেজেগোবরে হয়ে গেছে।'

'মরতে তাকে হতই। আজ ভোরে মারা না-পড়লে পরে আমরাই মারতাম। …যাও, এখন বেরোও।'

ডেপুটি চলে যাওয়ার পর ঝাড়া মিনিট দুয়েক মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল মবি কিমেল। সিগারেট ধরাল একটা। স্বীকার না-করলেও অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ও। পরিস্থিতি সত্যি ঘোলাটে হয়ে গেছে, এখন আর ওদের নিয়ন্ত্রণে নেই। মাস দুয়েক ধরে একটু একটু করে নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, প্ল্যান মত হচ্ছিল সবকিছু, কিন্তু কর্নেল খুন হওয়ার পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এখন অনেক কিছুই ওদের হাতে নেই।

ত্যক্ত বোধ করল ফ্লাইং-কে মালিক। দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে মন থেকে বিদায় করে কামরা থেকে বেরিয়ে এল। ওর বে ঘোড়াটা হোটেল সংলগ্ন আস্তাবলে রাখা।

আস্তাবলে এলেও স্যাডলে চাপল না কিমেল, বরং হসল্যারকে ঠিকমত ওটার যত্ন-আত্তির করার নির্দেশ দিয়ে মূল রাস্তায় চলে এল। ইতস্তত ঘোরাফেরা করল কিছুক্ষণ। ড্যান্স ফ্লোর বা পোকার আজ

টানছে না ওকে। শরীরে চাপ-চাপ ব্যথা। মনে হচ্ছে মাংসপেশি কয়েক জায়গায় থেঁতলে গেছে। দপদপে যন্ত্রণা হচ্ছে সারাক্ষণ।

অলি-গলি হয়ে শহরের শেষ প্রান্তে জেমস বাওয়ারের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল ও। দরজার কড়া নাড়ল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও কেউ দরজা খুলছে না দেখে অধৈর্য হয়ে পড়ল। বিরক্ত হয়ে পাল্লায় লাথি চালাবে এ-সময় কবাট সরে গেল। চট করে ভিতরে সেঁধিয়ে গেল কিমেল।

দরজা বন্ধ করে দিল আইনজ্ঞ। কোণের টেবিলের উপর বাতি জ্বলছে। এগিয়ে গিয়ে ওটার সলতে নামিয়ে দিল সে, ঘরে আলো আরও কমে গেল। নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য পর্দাগুলো টেনে দিল ঠিকমত। তারপর চোখে প্রশ্ন নিয়ে ফিরল ফ্লাইং-কে মালিকের দিকে। 'রাত অনেক হয়েছে, কিম। ভরপেট গিলে আউট হয়ে গেছ?'

'সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার ঝুঁকি নেওয়াটাই বোকামি,' দ্রুত বলল কিমেল। 'লুকিয়ে জনের সঙ্গে ৰেন্ডারের আলাপ শুনেছে বেন। জর্জের অনুমানই ঠিক। কর্নেল ঝর্নাটা আবিষ্কার করেছিল। মৃত্যুর আগে জনকে ম্যাপ আর কিছু কাগজপত্রের কথা বলে গেছে হ্যারি। জনের ধারণা কাগজে এমন তথ্য-প্রমাণ রয়েছে যা থেকে সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে যাবে। আমাদের উদ্দেশ্য ধরে ফেলতে পারবে ওরা।'

রান্নাঘরে চলে এল বাওয়ার। চুলোয় আগুন ধরিয়ে কেতলিতে পানি চড়াল। 'এসব আমার ভাল লাগছে না আর। ঝর্নার কথাটা আমরা গোপন রাখতে চেয়েছি, অথচ হ্যারি ঠিকই আবিষ্কার করে ফেলল। এখন ডেগনারও জেনে গেল।'

'উহুঁ, বেন জানে না। ও আগে যা জানত এখনও তাই জানে,' আশ্বস্ত করল কিমেল, তারপর বেন ডেগনারের মুখে শোনা জন আর ম্যাককুইনের কথাবার্তার ফিরিস্তি দিল।

শুনে দারুণ অবাক হলো লইয়ার। 'তারমানে জর্জ বা আমাকে বিশ্বাস করত না হ্যারি?'

'জনের তাই ধারণা। ঝর্নার ব্যাপারে তোমাকে বলেনি হ্যারি। অবশ্য বেন্ডারকেও বলেনি।'

'এমনকী জনকেও বলেনি,' ক্ষীণ হাসি ফুটল বাওয়ারের মুখে। 'মাঝে মাঝে কর্নেলের অতিরিক্ত সাবধানতা ভালই কাজে দেয়। যেমন, এই ঝর্নার ব্যাপারটা কেবল আমরা তিনজন জানি। জর্জ, আমি আর তুমি। সুতরাং বিরাট ঝামেলা থেকে বেঁচে গেলাম। এখন একটাই কাজ। রুথ বা জন যেন আমাদের আগে ম্যাপটা খুঁজে না-পায়। জনকে নিয়ে অবশ্য অত চিন্তা না-করলেও চলবে। খুনের আসামীর হিল্লে হতে বেশি সময় লাগবে না।'

'দেখো, জেমস, তুমি দক্ষ আইনজ্ঞ হতে পারো, কিন্তু এখনও মানুষ চিনতে শেখোনি,' তীক্ষ্ণ, অসন্তুষ্ট স্বরে বলল মবি কিমেল। 'জনকে খাটো করে দেখতে যেয়ো না। পোড়খাওয়া, নাছোড়বান্দা টাইপের লোক। বিপদে উল্টো মরিয়া হয়ে উঠে এরা। ও জানে কর্নেলকে আমি গুলি করেছি এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সেটা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। তুমি যতটা ভাবছ মোটেই তত হালকা নয় বিষয়টা।'

'তোমার দোষেই গোলমেলে হয়ে গেল ব্যাপারটা। ওর ফাঁসি এমনিতে হত। অথচ বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেললে। বিকালের ওই ঘটনা না-ঘটলে হয়তো সন্দিহান হত না কিম। ঘাঁটাঘাঁটি করায় ওর সন্দেহ বেড়ে গেল, নিজে প্রমাণ সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়ল। খালি হাতে যে ফেরেনি, জেনেছ নিশ্চয়ই?

'সবচেয়ে বড় অসুবিধা, মিকের ধারণা হয়েছে জনকে লিঞ্চ করা হবে। অযথা তাড়াহুড়ো করতে গেলে। অথচ জন জেলে থাকলে সবদিক থেকে ভাল হত। কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করার সুযোগ পেত না, এদিকে ঘটনা আমাদের প্ল্যানমত গড়িয়ে যেত। এখন কী করবে ও? সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেলে একটুও অবাক হব না আমি।

'বিকালে শিক্ষা হয়নি তোমার, সন্ধ্যায় আবার জনের সঙ্গে

লাগতে গেছ, অথচ প্রথমবারই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। এখন জনের কিছু হলে সবার আগে তোমার দিকে আঙুল তুলবে সবাই। পরিস্থিতি বুঝতে পারছ?'

'খুব যে বদলে গেছে তা বলব না,' তর্ক করল কিমেল। 'হ্যাঁ, একটু ঘোলাটে হয়ে গেছে বটে, কিন্তু সফল হওয়ার ষোলোআনা সম্ভাবনা এখনও রয়েছে আমাদের।'

উত্তরে কিছু বলল না বাওয়ার, স্রেফ বিরক্ত দৃষ্টিতে একবার দেখল ফ্লাইং-কে মালিককে। কফি তৈরি হতে দুটো মগে ঢালল সে, কিমেলের হাতে একটা ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটায় চুমুক দিল। 'তোমার কথাই ঠিক,' শেষে বলল সে। 'জন সত্যি ভয়ঙ্কর লোক। আমাকে চিন্তা করতে দাও, আগ বাড়িয়ে ওর সঙ্গে লাগতে বা কিছু করতে যেয়ো না। ওকে সামলানোর মত যোগ্য লোক বোধহয় পাওয়া যাবে।'

'চিন্তা করার ফাঁকে তুমি বরং ভাবো কীভাবে জর্জের কাছে খবর পাঠানো যায়,' মনে করিয়ে দিল কিমেল। 'ও যেন ম্যাপটা খুঁজে বের করে। বুঝতেই পারছ, ওটা খুঁজে পাওয়ার উপর নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য। জন হারামজাদা লিনিং-বিতে যাওয়ার আগেই সারতে হবে কাজটা।'

'বেনকে পাঠিয়ে দাও। কেউ দেখে ফেললে অজুহাত দিতে পারবে ল-অফিসের কাজে যাচ্ছে। জর্জকে পাহাড়ে এসে তোমার সঙ্গে দেখা-করতে বোলো।' থেমে কফিতে চুমুক দিল সে। হঠাৎ মুখ উজ্জ্বল হয়ে গেল আইনজ্ঞের। 'বেনকে দিয়ে আরও একটা খবর দেওয়া যায়। ভ্যান রিডলের জন্য। লিনিং-বিতে যাচ্ছে জন। কেমন হবে ব্যাপারটা?'

ঠোঁটের ক্ষতে গরম কফির ছ্যাঁকা লাগতে যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেল কিমেলের মুখ। 'রিডলকে কেন?'

'তুমি তো মার খেয়েই কাৎ। জর্জের কাছে শুনলাম জনকে লিনিং-বিতে যেতে নিষেধ করে দিয়েছে রিডল। গেলেই মার দেবে।'

সশব্দে হেসে উঠল মবি কিমেল। 'অর্থাৎ এখানেও আমাদের

জিত। রুথের সঙ্গে জনকে কথা বলতে দেবে না রিডল। ভালই হবে! ম্যাপ খুঁজে পাওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে জর্জ।'

'যা মার খেয়েছ, ভেবেছি মাথাটা বোধহয় চিরদিনের জন্য গেল! বুঝেছ, মবি, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হয়! মারপিট করে বা গায়ের জোরে বিশ্বজয় করা যায় না। বুদ্ধি থাকলে সবই হয়। তোমার তো এদিকটা ফাঁকা।'

খোঁচাটা হজম করতে কষ্ট হলো কিমেলের। 'মারপিট তো শখে করিনি। জনকে বোঝাতে চেয়েছিলাম ও দোষী কি নির্দোষ তাতে আমাদের কিছু যায়-আসে না। বুদ্ধিটা তুমিই দিয়েছিলে!' রাগ ফুটল র‍্যাঞ্চ-মালিকের কণ্ঠে। 'এখন আমাকে দুষছ!'

'মানছি, মারপিটের কথা আমি বলেছি। কিন্তু ওর হাতে এমন বেধড়ক পিটুনি খেতে কি বলেছিলাম?'

'পরেরবার কোন সুযোগ পাবে না হারামজাদা!'

'পরেরবার আর আসবে না। উঁহুঁ, ইচ্ছেটা হজম করে ফেলো। তুমি ওর ধারে-কাছেও ঘেঁষবে না। যখন গাছ থেকে ওর লাশ ঝুলবে, তখন কেউ যেন তোমার দিকে আঙুল না-তোলে।'

'যখন গাছ থেকে লাশ ঝুলবে···তারমানে নতুন কোন মতলব এঁটেছ?'

বিদ্রূপটা গায়ে মাখল না চতুর লইয়ার। 'অপেক্ষা করেই দেখো। আজ বা কালই ঘটবে ব্যাপারটা।' ঘড়ি দেখল সে। 'রাত দুটো বাজে। জলদি ডেগনারকে পাঠিয়ে দাও। আর সকালে জর্জের সাথে দেখা করবে তুমি।'

কফি শেষ করে উঠে দাঁড়াল কিমেল।

'মনে রেখো, জনের কাছাকাছি যাওয়া যাবে না,' পুনরাবৃত্তি করল জেমস বাওয়ার।

হেসে উঠল ফ্লাইং-কে মালিক। 'পরেরবার জনের লাশের সঙ্গে দেখা হবে আমার।' ল্যাম্পটা কমিয়ে দিয়ে দরজা খুলল সে, দ্রুত বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

ছয়

ভোর হওয়ার পরপরই ঘুম ভেঙে গেল জনের। উঠে দেখল আগেই জেগে গেছে বেন্ডার ম্যাককুইন। রাতটা বোধহয় এখানেই কাটিয়ে দিয়েছে, কিংবা হোটেলে নিজস্ব রুমে গেলেও ঠিক সময়ে চলে এসেছে।

'হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নাও,' বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলল বুড়ো। 'টেবিলে খাবার দেওয়া আছে। আমি তোমার ঘোড়াটা নিয়ে আসছি।'

আড়মোড়া ভাঙল জন। ডিভানের উপর রাত কাটিয়েছে, শরীর ক্লান্ত থাকায় ঘুমোতে এতটুকু অসুবিধা হয়নি। অঘোরে ঘুমিয়েছে। টেরও পায়নি পাশের কামরায় বুড়ো অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল।

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিল ও। শুকনো রুটি, জার্কি আর আলু সেদ্ধ। এত সকালে এরচেয়ে বেশি আশা করা বোকামি। খেয়াল করল টেবিলের উপর খাবারের একটা পোটলাও রয়েছে।

মানুষটা সবই গুছিয়ে রেখেছে, কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবল ও।

'রাতটা এখানে কাটিয়ে ভালই করেছ,' গ্যারি রেফার্টির আস্তাবল থেকে জনের ঘোড়া নিয়ে এসেছে ম্যাককুইন। 'বেশ রাতে দেখলাম শহর থেকে বেরিয়ে গেল ডেগনার। কোন চুলোয় গেছে কে জানে!'

'শহরে থাকে ও?'

'ল-অফিসে থাকে। ওর মত বাউন্ডুলের বাড়ি হবে কখনও? যাকগে, সাবধানে থেকো। ওর মুখোমুখি হয়ো না। তবে বেনের যা স্বভাব, তোমার অগোচরে পিছনে ছুরি চালাতে পারলেই খুশি হবে।'

'ধন্যবাদ, মি. ম্যাককুইন,' আন্তরিক স্বরে বলল জন।

'বিপদে পড়লে কোথায় আসতে হবে জানোই তো। আরও কিছু খাবার নিয়ে যেতে পারলে বোধহয় ভাল হত।'

'যত হালকা থাকতে পারি, ততই সুবিধা। ভেবো না। লিনিং-বিতে গিয়ে খেয়ে নেব।'

'ভ্যান রিডলের ব্যাপারে সাবধান,' পরামর্শ দিল ম্যাককুইন। 'খুবই একরোখা আর বদমেজাজী ও। কখন কী করে বসে ঠিক নেই।'

স্যাডলে চড়ল জন। বুড়োর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে হাঁটুর গুঁতোয় সোরেলকে আগে বাড়াল। অন্ধকার দূর হয়নি তখনও, দূরে পাহাড়ের ঝাপসা অবয়ব চোখে পড়ছে। পুবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। বাতাস ঠাণ্ডা।

ক্রীকের দিকে এগোল জন।

কাগজে পুরো এলাকার মানচিত্র এঁকে ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে বেন্ডার ম্যাককুইন। ক্রীক পেরিয়ে লিনিং-বির দিকে গেছে বেন ডেগনার, প্রশ্ন করে জেনে নিয়েছে জন। একই পথে গেলে ডেপুটির মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে ভেবে একটু ঘুরপথে চলেছে জন। অযথা ঝামেলায় না-জড়ানোই ভাল। আগে মূল উদ্দেশ্য পূরণ হোক।

ক্রীকের কিনারে এলেও ক্রীক পেরোল না ও, বরং আরও কিছুটা পথ ঘোড়া ছোটাল। রুক্ষ এবড়োখেবড়ো প্রান্তর। বামে পাহাড়শ্রেণী বাঁক নিয়ে কয়েক মাইল দূরে ক্যানিয়নের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। ক্রীকের লাগোয়া বেশ কয়েকটা র‍্যাঞ্চ গড়ে উঠেছে এদিকে। প্রথমটাই লিনিং-বি, তারপর ফ্লাইং-কে। উল্টোদিকে, অর্থাৎ শহর থেকে দক্ষিণে গেলে স্ল্যাশ-ফোর আর সার্কেল-ভি।

ক্রীকের পাড়ে তাজা ট্র্যাক চোখে পড়েছে ওর। ডেগনারের গন্তব্য লিনিং-বি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

পুবের আকাশে রঙ লাগতে শুরু করেছে। পাঁজরের হাড়ের মত নিচু পাহাড়সারি পেরোচ্ছে জন। এলাকাটা একেবারে অচেনা নয় ওর। ঘোড়া ধরার ফাঁকে এদিকে ঢুঁ মেরেছে দু'বার। দরকার পড়তে পারে ভেবে ঘুরে-ফিরে দেখেছিল।

হাতের ডানে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি চোখে পড়ছে। নাক বরাবর সামনে লূপ ক্যানিয়নের জমকাল দেয়াল দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্যানিয়নের ট্রেইল ধরল জন। ইতস্তত বেড়ে ওঠা অ্যাল্ডার, অ্যাসপেন এবং কটনউড রয়েছে আশপাশে। অসংখ্য ঝোপঝাড় আর বোল্ডারের সারি আড়াল দিচ্ছে ওকে। তবুও সতর্ক ও। ফের বিপদে পড়তে চায় না।

মিনিট ত্রিশ পর পায়ল ক্যানিয়নের কাছে পৌঁছল ও। ভিতরে ঢোকার গরজ অনুভব করছে না জন, জানে তেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

গতকাল ভোরের ঘটনা স্পষ্ট মনে আছে। আচমকা উপস্থিত হয়েছিল একাধিক অশ্বারোহী, ঘোড়ার পালটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এদের ব্যাপারেই জনের আগ্রহ।

ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে উত্তরে চলে গিয়েছিল লোকগুলো।

রুক্ষ, পাথুরে জমিতে খুরের ছাপ পড়েনি। মূলত স্মৃতির উপর ভরসা করছে জন। সোরেলটা প্রায় হেঁটে এগোচ্ছে। ট্রেইলে জনের শ্যেনদৃষ্টি, একইসঙ্গে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কেও সচেতন। চায় না কেউ হঠাৎ সামনে উপস্থিত হয়ে ওকে চমকে দিক।

সামনে কয়েকটা শুকনো ওঅশ, তারপর রুক্ষ জমি। শেষ প্রান্তে পরপর তিনটা গিরিখাত—লূপ ক্যানিয়নের অংশ। উপত্যকা ধরে উত্তর-পশ্চিমে যাওয়া যাবে।

রোদ তেতে উঠছে। কিছুটা হলেও অসহায় বোধ হচ্ছে জনের। সময় কম। কিছু একটা আবিষ্কার করতেই হবে, অথচ ট্রেইলে তার সামান্য নমুনাও নেই। স্রেফ যেন গায়েব হয়ে গেছে লোকগুলো। ঘোড়ার ছাপ বা অন্য কিছু দেখে যে রেইডারদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে, তা নয়; বরং এই সূত্র ধরে এগোতে চায় জন। ঘটনার জট খুলতে পারলে পরিষ্কার হয়ে যাবে কার অবস্থান কোথায়।

শত্রুদের চিনতে পারবে।

লিনিং-বিতেও যাওয়া দরকার। ম্যাপ আর কাগজপত্র নিয়ে রুথের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

জনের ধারণা এটাই ওর একমাত্র সুযোগ। ফের জেলে আটকা পড়লে শেরিফ ওকে বেরোতে দেবে বলে মনে হয় না। সেক্ষেত্রে স্রেফ হাত-পা গুটিয়ে নিয়তির হাতে সঁপে দিতে হবে নিজেকে। সংঘবদ্ধ একটা চক্রের স্বার্থ হাসিল হয়ে যেতে দেখতে হবে। কিছু প্রমাণ যোগাড় না-করলেই নয়।

ম্যাপ এবং কাগজপত্র। জিনিসগুলো কোথাও লুকানো আছে। নিশ্চয়ই যৌক্তিক কোন কারণে তথ্যটা গোপন করে গেছে কর্নেল। ওগুলো উদ্ধার করতে পারলে কাজ সহজ হয়ে যাবে। একইসঙ্গে নিজেকে খুনের মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্ত করতে হলে কিছু জোরাল প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। নইলে হয়তো শহরে ফেরা মাত্র ওকে শিকের ভিতর ঢুকিয়ে দেবে খেয়ালী শেরিফ।

তিনটা ক্যানিয়নে ঢুঁ মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জন। কর্নেলের কাগজপত্র বা ম্যাপ খুঁজে পাওয়ার আগে নিরেট কিছু প্রমাণ যোগাড় করা দরকার। আগে তো পিঠ বাঁচুক!

প্রথম ক্যানিয়নের বিস্তৃতি প্রায় আধ-মাইলের মত। পাথুরে দেয়াল দু'পাশ থেকে আবদ্ধ করেছে ওটাকে। বন্ধুর ট্রেইল ধরে তালাশ চালাল জন, কিন্তু পণ্ডশ্রম হলো শুধু। তবে দ্বিতীয়টায় ঢুকে খানিকটা আশান্বিত হলো। গিরিখাতের সামনে থেকে পরিষ্কার ট্রেইল রুক্ষ প্রান্তরের দিকে চলে গেছে। মাইল খানেক এগোতে জলস্রোতের শব্দ শুনতে পেল জন। ঝর্নার আওয়াজ।

ঝর্নার কাছাকাছি নরম মাটি, যাতে খুরের ছাপ পাওয়া যাবে। উৎসাহ নিয়ে এগোল জন। প্রথমে ঝোপে ঘেরা ছোট্ট একটা ওঅটরহোলের সামনে পৌঁছল। ক্যানিয়ন এখানে বেশ প্রশস্ত। সামনে ত্রিশ গজ জায়গা ঘোলাটে পানিতে ভরা। পানির গভীরতা বেশি নয় বলে কাদা থাকাই স্বাভাবিক।

খুঁটিয়ে চারপাশ দেখল জন। উঁহু, ঘোড়ার ছাপ দূরে থাক, কোন সরীসৃপ বা পশু-পাখির ছাপও নেই। ওপাশে পাথুরে জমি ঢাল হয়ে ক্যানিয়নের দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেছে। দু'দিকে ঘন ঝোপঝাড়। দুটো সিডার ক্যানিয়নের দেয়ালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঁচু হওয়ার প্রতিযোগিতায় করুণভাবে পরাস্ত হয়েছে।

ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জন। ঘোড়া ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় বাম দিকে পাহাড়ী চাতালের মত খানিকটা জায়গা ওর দৃষ্টি কেড়ে নিল। বড়জোর চার ফুট চওড়া। ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। ঘন ঝোপের কারণে এদিক থেকে সহজে চোখে পড়ে না।

ঘোড়াটাকে আগে বাড়াল জন। ওঅটরহোলের কিনারা ঘেঁষে এগোল চাতালের দিকে। ঘোড়ার পা হড়কে যাওয়ার ভয়ে যতটা সম্ভব পাথুরে জমি ধরে এগোচ্ছে। কাদামাখা জায়গার শেষ প্রান্তে ঢালু কিনারা হয়ে চাতালে উঠে গেছে পথ।

খানিকটা পিচ্ছিল পথ, তাই সাবধানে এগোতে হলো। ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হচ্ছে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল জন, লাগাম হাতে সোরেলের আগে আগে এগোল। মিনিট দশ ধরে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল। সামনে নিচু জমিতে খুরের ছাপ! তিনটা ঘোড়ার ছাপ স্পষ্ট। ট্র্যাক ধরে এগিয়ে চলল জন। আধ-মাইল দূরে এসে আবার খেই হারিয়ে ফেলল। শক্ত পাথুরে জমিতে বিলীন হয়ে গেছে খুরের ছাপ।

বড়সড় একটা বৃত্তের আকারে জায়গাটাকে ঘিরে চক্কর মারল জন, মিনিট তিন পর অস্পষ্ট কিছু ছাপ চোখে পড়ল। অভিজ্ঞ চোখে নিরীখ করল ও. দ্বিতীয় ঘোড়ার ছাপ অগভীর, অর্থাৎ হালকা-পাতলা কেউ চেপেছে ঘোড়াটায়। প্রথম ঘোড়ার আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য নেই। তৃতীয় ঘোড়াটা অপেক্ষাকৃত বড়, ভারী ছাপ পড়েছে মাটিতে, বিশেষ করে পিছনের দু'পায়ের। সন্দেহ নেই তৃতীয় অশ্বারোহী একজন বিশালদেহী লোক।

নিচু পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা ধরে এগিয়েছে ট্রেইল। ধীরে ধীরে সরু হয়ে আসছে। আর কিছুদূর এগোলে ঘোড়া ঘুরানোর জায়গা পাওয়া যাবে না। জন চাইছে ফিরে যাওয়ার সময় যেন ওর সোরেলের ছাপ মাটিতে না-পড়ে। কিন্তু উপায় নেই। ঘাস বা অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটি নেই ট্রেইলের পাশে।

হয়তো বড়জোর একশো গজ এগোতে পারবে আর।

সোরেলটাকে রেখে এগিয়ে যাবে? ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যায়। আশপাশে শত্রুরা থাকতে পারে, কিংবা হঠাৎ কেউ উপস্থিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে ঘোড়াটা তাদের হাতে পড়ে গেলে বিপদ হবে। পায়ে হেঁটে শহরে ফিরে যাওয়া সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, সামনে ট্রেইলের শেষে কিছু নাও থাকতে পারে। এখন চিহ্ন বলতে গেলে নেইই। স্রেফ কৌতূহলবশে এগোচ্ছে ও।

এগোতে চাইছে না ঘোড়াটা। বারবার নাক ঝেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছে, একটু পর পরই উত্তেজিত হয়ে উঠছে। বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত দিল জন, ফিরতি পথ ধরল।

মূল ট্রেইলে আসার পর শান্ত হলো সোরেলটা। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ট্রেইল। মাঝ আকাশে চলে গেছে সূর্য। রোদে পিঠ তাতাচ্ছে এখন। লিনিং-বির দিকে ঘোড়া ছোটাল জন।

অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করেছে, হঠাৎ উপর দিকে মাথা তুলল ঘোড়াটা, কান খাড়া হয়ে গেছে। সতর্ক হলো জন। যত তাড়াই থাক, ঘোড়ার অনুভূতির মূল্য দেয় ও, জানে বিপদ এলে আগে ওরাই টের পায়।

'কীরে, বাছা?'

সহসা পাশের ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এল এক অশ্বারোহী, জনের পথরোধ করে দাঁড়াল।

লোকটা ভ্যান রিডল। থমথমে মুখ, হিংস্র চাহনি। হাতের রাইফেলের নল স্থির হয়ে আছে জনের বুক বরাবর। পমেলের উপর মাযল রেখেছে লোকটা, অনায়াস ভঙ্গি। খুব কম মানুষ এমন

অনায়াসে রাইফেল চালাতে পারে।

'এদিকে এসো, স্লিম,' গলা চড়িয়ে কাউকে ডাকল রিডল। 'পেয়েছি ওকে!'

ট্রেইলের উল্টোদিক থেকে বেরিয়ে এল স্লিম ব্যারন। একটু পর আরও একজন যোগ দিল ওদের সঙ্গে। ডাস্টি অনলে, চিনতে পারল জন।

'ডেগনার তা হলে সত্যি কথাই বলেছে!' চওড়া হাসি ফুটেছে স্লিমের মুখে, চোখে শয়তানি। 'জনকে উপত্যকায় পাওয়া গেল!'

'মাথার উপর হাত তুলে সামনে বাড়ো,' রাইফেলের নল নেড়ে নির্দেশ দিল রিডল। 'চালাকি করতে যেয়ো না, ঘিলু উড়িয়ে দেব তা হলে!'

'কী ব্যাপার? ফাঁসিতে ঝোলাবে নাকি?' শান্ত স্বরে জানতে চাইল জন।

'নিশ্চিত না-জেনে লাফালাফি করি না আমরা। রুথ এখনও বিশ্বাস করে কর্নেলের খুনের পিছনে তোমার কোন হাত নেই। ওর বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদেরটা মেলে না। তবুও যতক্ষণ পর্যন্ত কিছু প্রমাণিত না-হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেরা কিছু করব না। আইন মোতাবেক হবে সবকিছু।'

'আমাকে নিয়ে কী করবে তা হলে?'

'শিকের ভিতর ঢুকবে তুমি।'

'বেশ, যাব না হয়। আগে রুথের সঙ্গে দেখা করব। জরুরী কিছু কথা আছে।'

'পরে জেলে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে রুথ,' একগুঁয়ে স্বরে ঘোষণা করল রিডল।

'এক কাজ করা যাক,' দ্রুত বলল জন। 'আমার কথায় না-হয় বিশ্বাস হবে না. কিন্তু কিছু চিহ্ন যদি দেখাই? পিছনের ক্যানিয়নে তিনটা ঘোড়ার ছাপ খুঁজে পেয়েছি। দেখবে? তা হলে হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে একেবারে মিথ্যে বলিনি।'

'অত সময় নেই আমাদের। র‍্যাঞ্চে হাজারটা কাজ পড়ে আছে।'

'অবসর থাকলেই বা কী!' যোগ করল অনলে। 'ও কে যে ওর কথামত কাজ ফেলে ঘুরে বেড়াব? সময় কাটানোর অনেক উপায় জানা আছে। যাক্‌গে, তোমার ভাগ্য ভাল যে লিনিং-বির সীমানায় পাইনি তোমাকে। নইলে অনেকদিন পর কাউকে বেদম মার দেওয়ার ইচ্ছেটা পূরণ হত।'

'কেউ তো দেখতে আসছে না। মার দিয়ে পরে বললেই হবে আমাকে লিনিং-বির সীমানায় পেয়েছ।'

'মেজাজ দেখেছ ওর?' মুখিয়ে উঠল স্লিম। 'আমাদের খোঁচাও মারছে!'

ভ্যান রিডলকে পড়তে অসুবিধা হচ্ছে না জনের। মানুষটার চোখে হিংস্রতা নেই বটে, তবে দৃঢ়তা রয়েছে। কথার নড়চড় হতে দেবে না। যে-কোন মূল্যে জনকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে শহরে। জন রাজি না-হলে হয়তো গুলিও করে বসবে।

'র‍্যাঞ্চে কেন এসেছিল ডেগনার?' নিস্পৃহ স্বরে জানতে চাইল জন।

'তোমার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়ার জন্য,' রিডলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'সূর্য ওঠার আগেই? উৎসাহটা একটু বেশি হয়ে গেল না?'

'এসব বলে ধোঁকা দিতে পারবে না আমাদের,' ঘোষণা করল অনলে। 'র‍্যাঞ্চের কাজে বেরোব যখন, তখনই পৌঁছেছিল বেন।'

'রাত দুটোর দিকে শহর থেকে বেরিয়েছে ও,' জানাল জন। 'বেন্ডার ম্যাককুইন খবরটা জানিয়েছে আমাকে।'

'ওর কাজ আছে, তোমার মত যেখানে-সেখানে ঢুঁ মারে না,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল রিডল। 'এখন থামো। সময় নষ্ট না-করে সামনে এগোও।'

স্মৃতি হাতড়ে বেড়াল জন। ভিতর দিয়ে বেরোনোর রাস্তা আছে যেন কোন্ ক্যানিয়নে? পশ্চিম দিকের প্রথমটা। রিডল যেখানে

দাঁড়িয়ে আছে তার ছয় ফুট বামে ক্যানিয়নে ঢোকার মুখ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ও। উঁহুঁ, জেলে ঢোকা যাবে না।

'বেশ। তোমাদের ইচ্ছেই পূরণ হোক।'

বলেই স্পার দাবাল জন। লাফিয়ে আগে বাড়ল সোরেল, এতক্ষণ যেন তৈরিই ছিল ওটা, দুই লাফে ছয় ফুট দূরত্ব পেরিয়ে গেল। সরাসরি গিয়ে পড়ল রিডলের ঘোড়ার উপর।

সাত

কোত্থেকে কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারল না ভ্যান রিডল, কখন জনের ঘোড়া ওরটার উপর এসে পড়েছে বা কী করে এমন একটা ধোঁকা খেল…ধাঁধার মতই থেকে গেল ঘটনাটা। উদ্যত রাইফেলের মুখে এমন দুঃসাহস করে কেউ? অথচ এতটুকু বিচলিত হয়নি জন, সবকিছু যেন আগে থেকে অনুশীলন করা ছিল, ঠিক সময়ে স্পার দাবিয়ে ছুটতে শুরু করেছে এবং ওর ঘোড়াটাকে ধাক্কা দিয়ে চম্পট দিয়েছে। তিন তিনজন লোককে বেকুব বানিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে এখন।

বিস্ময়ের ঠেলায় কথা যোগাচ্ছে না ভ্যানের মুখে। কাত হয়ে পড়তে গিয়েও পড়েনি ঘোড়াটা, তবে স্যাডলে বেসামাল হয়ে গেছে ও। কোনরকমে সামলে নিয়ে তাকাল ক্যানিয়নের দিকে। ভিতরে হারিয়ে গেছে জনের অবয়ব।

রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে যাচ্ছে ভ্যানের। এমন করে কেউ বোকা বানায়নি ওকে। বেকুব, আস্ত একটা বেকুব ও! এমনকী স্লিম আর ডাস্টিও সময়মত তৎপর হতে পারেনি। হবে কখন? সুযোগ পেলে

তো! এক সেকেন্ডের মধ্যে ভোজবাজির মত উল্টে গেছে সব।

'ধরো ওকে!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল লিনিং-বি ফোরম্যান, স্যাডলে জুত হয়ে বসে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, তারপর জনের পিছু নিয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাল।

উদ্যত রাইফেল হাতে "হা-রে-রে" স্টাইলে ঘোড়া ছুটিয়েছে স্লিম আর ডাস্টি। ইন্ডিয়ানদের মত সমানে চেঁচাচ্ছে; এক হাতে অস্ত্র, অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে বুঝে গেল এভাবে সুবিধা হবে না, ঘোড়াকে ঠিকমত চালনা করতে পারছে না। অগত্যা রাইফেল স্ক্যাবার্ডে রেখে তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল।

নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে করছে ভ্যানের। জনকে খাটো করে দেখেছিল। ভেবেছিল তিন রাইফেলের মুখে বাপ-বাপ বলে ওদের কথা মেনে নিতে বাধ্য হবে সে। কিন্তু চোখে আঙুল দিয়ে বাস্তব দেখিয়ে দিয়েছে। দারুণ সেয়ানা। এমন সুযোগসন্ধানী লোক আর দেখেনি ভ্যান, দারুণ ক্ষিপ্রও।

'আরও জোরে!' আহত পশুর মত গর্জে উঠল ভ্যান। ব্যর্থতা তিক্ততা ছাড়িয়ে এখন অপমানের জ্বালা ধরাচ্ছে গায়ে। 'যেভাবে হোক ধরতে হবে হারামীটাকে!'

ক্যানিয়নে ঢোকার মুখে জনকে বাধা দিতে চেয়েছিল ডাস্টি, তিনজনের মধ্যে সে-ই সবার আগে সামলে নিয়েছিল চমক। রাইফেল তুলে নিশানাও করতে গিয়েছিল, কিন্তু পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় ওর হাত থেকে রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়েছে জন। তারপর বাঁক নিয়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ার সময় ওটা স্লিমের মুখে ছুঁড়ে মেরেছে। উড়ন্ত রাইফেলটা গিয়ে মুখে লাগল। রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে ফের ঘোড়া ছোটাতে অযথা মিনিট খানেক দেরি হয়ে গেল, ততক্ষণে ওকে ফেলে এগিয়ে গেছে ভ্যান আর ডাস্টি।

সাফল্যের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল বলে ঝুঁকিটা নিয়েছে জন। ওর বিচারে লিনিং-বি ক্রুরা স্রেফ মারমুখী কিছু লোক, খুনী নয়, আর এ-কারণেই জুয়া খেলেছে। জানত নেহাত বাধ্য না-হলে গোলাগুলির

মধ্যে যাবে না রিডলরা। বেন ডেগনার বা মবি কিমেলের সঙ্গে এদের পার্থক্য এখানেই। অন্য কেউ হলে প্রথমেই জনকে পিটিয়ে আধ-মরা করত, তারপর বেঁধে নিয়ে যেত শহরে। কিংবা অত ঝামেলায় না-গিয়ে স্রেফ ঝুলিয়ে দিত একটা গাছে।

মহা মূল্যবান পাঁচটা মিনিট পেয়ে গেছে জন। যেভাবে হোক এগিয়ে থাকার সুবিধাটা ধরে রাখতে হবে।

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে সোরেল। পাথর আর ঝোপঝাড়ে ঘেরা পথ পেরিয়ে যাচ্ছে জন। পিছনে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, পাত্তা দিল না ও। ছুটন্ত অবস্থায় একশো গজ দূর থেকে লাগাতে পারার সম্ভাবনা খুব কম। তারপরও স্যাডলে নিচু হয়ে বসেছে ও। দু'হাত দূর দিয়ে ছুটে গিয়ে পাথরে চল্টা ওঠাল বুলেটটা।

পিছনে চেঁচিয়ে উঠল কেউ। ভ্যান রিডলের কণ্ঠ চিনতে পারল জন। কী নির্দেশ দিল কে জানে! অন্য কোন পথ ধরে ওর সামনে পৌঁছাতে চাইছে বোধহয়।

সামনে বাঁক। পাহাড়ী দেয়াল থেকে কোণ বেরিয়ে আছে। বাঁক ঘোরার সময় গ্র্যানিটের ধারাল কিনারে ঘষা খেল ঘোড়ার পেট। অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ঘোড়াটা, ভয় পেয়ে প্রাণপণ ছুট দিয়েছে।

সাংঘাতিক সঙ্কীর্ণ ট্রেইল। কিছুক্ষণ পর পর বিপজ্জনক বাঁক। প্রতিবার মোড় ঘুরতে গিয়ে জনের আশঙ্কা হলো এই বুঝি পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে সংঘর্ষে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে সোরেলটা। কিন্তু নিপুণ দক্ষতায় ভয়ঙ্কর বিপদ এড়িয়ে গেল ওটা। প্রতিবার। জন এখন ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে না, বরং ইচ্ছেমত এগোতে দিয়েছে।

এক চিলতে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল হঠাৎ। তুফান বেগে জায়গাটা পেরিয়ে গেল সোরেল। ওপাশে শুকনো ওঅশ, তারপর সিডারের সারি। চিন্তা করার ঝামেলায় গেল না জন, আসলে ভাবার সময়ই পেল না। নিজ থেকে সিডার বনে ঢুকে পড়েছে সোরেল।

একটু পর ঢালু জমি ধরে ক্যানিয়নের দেয়ালের কাছে পৌঁছে

গেল জন। রিডল কী নির্দেশ দিয়েছে ক্রুদের, ঘুরপথে ক্যানিয়নের মুখে চলে যেতে? এমন সম্ভাবনাই বেশি। একজনকে নিয়ে নিজে পিছু পিছু আসবে। রিডলের জায়গায় থাকলে জন নিজেও এমন একটা কিছু করত।

উঁহুঁ, এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে অ্যাম্বুশের মুখে পড়তে চায় না জন। হয়তো সরাসরি ওকে গুলি করবে না এরা, কিন্তু ঘোড়াকে গুলি করতে অসুবিধা কী? ঘোড়া বা সওয়ার, যে-কোন একজনকে শুইয়ে দিতে পারলে জিতে যাবে ওরা। তা ছাড়া, এখন আর ওদের ব্যাপারে নিশ্চিত নয় জন। হয়তো সত্যি সত্যি গুলি করবে। লিনিং-বি ক্রুদের বোকা বানিয়েছে ও। বোকা বনতে কারোই ভাল লাগে না।

স্যাডল ছেড়ে হাঁটতে শুরু করল জন। একে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ পাবে সোরেল, উপরি হিসাবে খুরের শব্দ শুনতে পাবে না রিডলরা। ধন্দে পড়ে যাবে ওরা। জনের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না-পারলে একসময় রণেভঙ্গ দিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরে যাবে।

ঢাল ধরে ক্রমে পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠছে ও। ঘাসে ছাওয়া জমি। খুরের চাপে নুয়ে পড়া ঘাস কিছুক্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে, তাই ধরে নেওয়া চলে ওকে অনুসরণ করতে ব্যর্থ হবে রিডলরা। ঘন গাছপালা আর ঝোপের কারণে দূর থেকে ওকে দেখতেও পাবে না।

বড়জোর দু'শো ফুট উঁচু পাহাড়টা। চূড়ায় উঠার রাস্তা আছে একপাশে, জানে জন। উপত্যকা পেরিয়ে ওপাশে ক্ষীণ ট্রেইল ধরে এগোলে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে, ঠিক যেখান দিয়ে ঢুকেছিল। একই পথে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একইসঙ্গে হঠকারী এবং বুদ্ধিদীপ্ত; আসলে যে কোন্‌টা, নির্ভর করবে ওর সাফল্যের উপর। রিডল যদি ওর চিন্তা আঁচ করতে পারে, তা হলে স্রেফ ওদের কোলে গিয়ে পড়বে জন। কিন্তু উল্টোটা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি—অর্থাৎ আরেকবার ওদের ঘোল খাওয়ানো যাবে।

ঢাল ধরে উঠতে তেমন আয়াস লাগছে না। বুনো পরিবেশে

অভ্যস্ত সোরেল, আগেও হাজার ফুট উঁচু পাহাড় টপকেছে। সেই তুলনায় এটা স্রেফ মাটির ঢিবি। ধীর গতিতে এগিয়ে চলল ওরা। তাড়াহুড়ো করছে না জন। চারপাশে সজাগ দৃষ্টি রেখেছে, কান খাড়া। অস্বাভাবিক কোন কিছু চোখে পড়ল না বা কানে এল না।

উপত্যকা পেরিয়ে আবারও ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল জন। সামনে খাড়া প্রাচীর রীজের আকারে উঠে গেছে। ঘোড়ার খুরের নীচে ঘাস নেই এখন, শক্ত খটখটে মাটি। একটু পর পাথুরে জমি শুরু হলো। নিশ্চিন্তে এগোল জন। কোনভাবে যদি ওকে অনুসরণ করে এতটুকু আসতেও সক্ষম হয় রিডলরা, এখানে এসে নির্ঘাত খেই হারিয়ে ফেলবে।

জন অবশ্য ইতোমধ্যে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেছে ওকে হারিয়ে ফেলেছে লিনিং-বি ক্রুরা।

জনের এখানে আসার কথা কীভাবে জানতে পারল ডেগনার? উপত্যকায় দেখে ফেলেছে ওকে? ডেগনারের যা স্বভাব, জনকে একা পেয়েও চুপ করে থাকার কথা নয়।

নাহ্, মিলছে না ব্যাপারটা। যুক্তি আর বাস্তবের মধ্যে বিরাট ফারাক। জনের এখানে আসার কথা জানত কেবল ম্যাককুইন ও বুড়ো হসল্যার। গ্যারি রেফার্টি অবশ্য এটুকু জানত শহর ছেড়ে কোথাও যাবে জন। সেক্ষেত্রে, ওর গন্তব্য যে লিনিং-বি বা ধারে-কাছে কোথাও, অনুমান করা কঠিন নয়।

দু'জনের কেউ শেরিফকে জানিয়েছে এবং পরে সার্টিনের কাছ থেকে শুনেছে ডেগনার? উঁহুঁ, বেন্ডার ম্যাককুইনকে তেমন লোক মনে হয়নি, বরং জনকে সব রকমের সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করেছে সে। আর রেফার্টির বিশ্বস্ততার সার্টিফিকেট দিয়েছে সেলুন মালিক।

আচ্ছা, এমন হতে পারে না সেলুনের ছাদে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটাই বেন ডেগনার? সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিতে চমকে উঠল জন। ওর উপর গোয়েন্দাগিরি ফলানোর জন্য ডেগনারকে পাঠিয়েছিল শেরিফ? উঁহুঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না। কিম সার্টিন স্থূলবুদ্ধির

হতে পারে, কিন্তু ধুরন্ধর নয়। সবকিছু সহজভাবে নিতে, ভাবতে বা করতে অভ্যস্ত লোকটা।

মাথা নেড়ে চিন্তাটা দূর করে দিল জন। এসব ভাবার সময় নেই এখন। এরচেয়ে জরুরী চিন্তা–লিনিং-বিতে পৌছতে হবে।

চারদিকে তাকিয়ে কিছুই চিনতে পারছে না। সম্ভবত ভুল পথে চলে এসেছে। হয়তো র‍্যাঞ্চের পশ্চিম সীমানা বা কাছাকাছি আছে এখন। যুক্তি অন্তত তাই বলে। রুক্ষভূমি মিশে গেছে পাহাড়ের পাদদেশে। এদিকে কখনও আসেনি জন।

হাতে সময় কম। দেরি হলে ঘটনা জটিল রূপ নেবে। ফিরতি পথে যাওয়া সম্ভব নয়, অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে তা হলে। তারচেয়ে কপালে যাই থাকুক, এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

পরপর কয়েকটা ক্যানিয়ন আর উঁচু রীজ পাশ কাটিয়ে খোলা তৃণভূমিতে হঠাৎ পৌছে গেল জন। চারপাশে নজর চালিয়ে বুঝল লিনিং-বিতে পৌছেছে। র‍্যাঞ্চের একেবারে উত্তর সীমানা এটা। অপেক্ষাকৃত রুক্ষ এলাকা বলে এদিকে কেউ আসে না তেমন। ঊষর প্রান্তরে ঘাস নেই বলতে গেলে, তাই দৃষ্টিসীমায় কোন গরু চোখে পড়ছে না।

পাহাড়ের কিনারা হয়ে চলে গেছে ট্রেইল।

পিছনে পাহাড়ী পটভূমির বিপরীতে দূর থেকে ওকে চোখে পড়বে না বলে ট্রেইল ধরে এগোল জন। সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে চারপাশে। মাইল খানেক যাওয়ার পর ঘাসের শুরু হলো। আরও একটু যেতে সবুজ তৃণভূমি চোখে পড়ল। লাগোয়া পাহাড়ে ঝর্না রয়েছে, সরু ধারা নেমে এসেছে জমির বুকে। দুই জায়গায় গর্ত করে কৃত্রিম ওঅটরহোল তৈরি করা হয়েছে, যাতে গ্রীষ্মেও পানির যোগান থাকে।

খুরের শব্দ পেল জন। অন্তত দশ-বারোটা ঘোড়া। পাহাড়ের দিকে চলে গেল ওর দৃষ্টি, চট করে সরে এসেছে ট্রেইল থেকে। সরু কার্নিসের মত একটা জায়গায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, মনোযোগ দিয়ে খুরের শব্দ শুনল। উঁহুঁ, এদিকে আসছে না। বরং পাহাড়ে

কোথাও রয়েছে ঘোড়াগুলো। কাছাকাছি।

বুনো ঘোড়া? হতে পারে। ঝর্নার কাছাকাছি থাকে ওগুলো। সবুজ গুল্ম আর ঘাসে ছাওয়া পাহাড় বুনো ঘোড়ার অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়। জায়গাটার কথা মনে গেঁথে নিল জন, পরে সময় পেলে একবার ঢুঁ মারবে।

তাড়িয়ে দেওয়া ওর ঘোড়ার পাল নয়তো? চিন্তাটা মাথায় আসতে কৌতূহল বোধ করল জন। খুঁটিয়ে পাহাড়ের শরীর দেখে উপরে ওঠার মত জুতসই জায়গা খুঁজে পেল কয়েক ফুট দূরে। নিজেকে আশ্বস্ত করল মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। বড়জোর তিনশো ফুট উঠলে উপত্যকায় পৌছে যাবে। কী আছে দেখাই যাক। মনে সন্দেহ পুষে রাখলে সেটা পরে দুশ্চিন্তায় রূপ নিতে পারে। তা ছাড়া, ফের কখন এখানে আসার সুযোগ হবে কে জানে!

ঘন সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ এক উপত্যকায় পৌছল জন। এক কোণে ঝর্না বইছে। তৃণভূমিতে চরছে পনেরোটা ঘোড়া। রোদে ঝিলিক মারছে ওগুলোর রেশমী পশম। বেশ দূরে রয়েছে বলে ঠাহর করতে পারল না এগুলো একদিন আগে ওর ক্যাম্প থেকে তাড়িয়ে আনা কি-না।

অস্বাভাবিক একটা ব্যাপার চোখে পড়ল। এখন আর ঘাস খাচ্ছে না ওগুলো, দাঁড়িয়ে পড়েছে, কান খাড়া। হঠাৎ ছুট লাগাল সবক'টা, উপত্যকার এদিকে আসছে।

ঝোপের আড়ালে সরে এল জন। স্যাডলে বসে নজর রাখল ঘোড়াগুলোর উপর। ওর পঞ্চাশ ফুট ডানে পাথুরে দেয়ালের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল সব ঘোড়া। আশ্চর্য!

তৃণভূমিতে নেমে রহস্যময় জায়গাটার দিকে ঘোড়া ছোটাল জন। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছে গতি কমিয়ে ফেলল। এখানেই ছিল ঘোড়াগুলো। বুনো কোন হিংস্র প্রাণী–ভালুক বা বাঘ–দেখে ভয় পেয়েছে? এক অশ্বারোহীকে এগিয়ে আসতে দেখে অবাক হলো জন। বলা চলে ভোজবাজির মত হঠাৎ উদয় হয়েছে লোকটা।

নিশ্চয়ই গোপন কোন পথ আছে। এখানকার অনেক কিছুই চেনা নেই ওর। বিস্মিত হওয়াই স্বাভাবিক।

ইতোমধ্যে কাছে চলে এসেছে অশ্বারোহী। জর্জ বেমিস! এক হাতে একটা চটের ব্যাগ, অন্য হাতে লাগাম ধরে আছে।

র‍্যাঞ্চ থেকে এখানে কেন এসেছে বেমিস? কর্নেলের মুখে শুনেছে ঘোড়ার প্রতি এক ধরনের ভীতি রয়েছে লোকটার. নেহাত ঠেকায় না-পড়লে স্যাডলে চড়ে না সে। শহরে যাতায়াত করতে হলে রিগ চালায়। অথচ এমন উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথে রাইড করছে বেমিস। কেন?

জনের পাশ দিয়ে পুবে এগিয়ে চলল সে, ওর উপস্থিতি টের পেল না। বাঁক ঘুরে উত্তরে এগিয়ে, বুনো ঘোড়ার মতই একই পথে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

জর্জ বেমিসের কাণ্ডকারখানা কৌতূহলী করে তুলেছে জনকে। রহস্যময় জায়গাটার কাছে চলে এল। সরু পথ, কোনমতে পেরোতে পারবে একটা ঘোড়া। দূর থেকে কিছুই বোঝা যাবে না। পথটা কোথায় গেছে?

আপাতত বাদ রাখতে হবে। লিনিং-বিতে যেতে হবে। সবার আগে বোধহয় জানা দরকার কোথায় গিয়েছিল বেমিস এবং এখন কোথায় গেল।

উঁচু একটা চাতালে উঠে আসার পর দূরে বেমিসকে দেখতে পেল। গোপন কোন পথ ধরে সমতলে পৌঁছে গেছে প্রায়। এখন বোধহয় র‍্যাঞ্চে ফিরবে সে।

ফিরতি পথে নীচে নেমে এল জন। তৃণভূমির কাছে পৌঁছে মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে ধূমপান করল, যথেষ্ট দূরে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিচ্ছে বেমিসকে। দিগন্তের ওপাশে লোকটার কাঠামো বিলীন হয়ে যাওয়ার পর ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল ও।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দেখল জর্জ বেমিসের হাড্ডিসার ঘোড়াটা হিচিং রেইলের সঙ্গে বাঁধা। স্যাডল ছেড়ে সোরেলটাকে পাশে বাঁধল জন।

র‍্যাঞ্চ হাউসের দরজায় দেখা গেল রুথ ব্রেসওয়েলকে। গড়পড়তার চেয়ে বেশ লম্বা। রোদপোড়া কিন্তু কমনীয় মুখ আর সোনালি চুলে অপূর্ব লাগে দেখতে। হাসলে গালে টোল পড়ে। সাধারণ ব্লাউজ ও স্কার্ট পরনে, তবে মেয়েটির সৌন্দর্য সাধারণ পোশাককেও অসাধারণ করে তুলতে সক্ষম।

জনকে দেখে বিস্মিত হয়েছে রুথ। 'এখানে কী করছ তুমি? আমি তো ভেবেছি তোমাকে ধরে জেলে নিয়ে গেছে ভ্যানরা।'

'ধরেছিল বটে, তবে জেলে ভরতে পারেনি।'

'ভিতরে এসো।'

রুথের পিছু নিয়ে সাজানো-গোছানো লিভিংরুমে ঢুকল জন। বাইরের অসহ্য গরমের তুলনায় ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা। হ্যাট খুলে দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল ও, তারপর একটা চেয়ারে শরীর ছেড়ে দিল।

'সকালে ডেগনার এসে জানাল...'

'জানি।'

'কী ঘটেছে, বলো তো!' উদ্বেগ প্রকাশ পেল রুথের কণ্ঠে। 'কেউ জখম হয়নি তো?'

'না।'

'তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করছি।' ব্যস্ত হয়ে পড়ল মেয়েটা। 'নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?'

'অত ব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই, মিস্ ব্রেসওয়েল,' হাত তুলে বাধা দিল জন। 'জরুরী কয়েকটা কথা বলে চলে যাব আমি। তোমার করিৎকর্মা ক্রুরা চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।'

কী যেন ভাবল রুথ, তারপর জনকে পাত্তা না-দিয়ে ভিতরে চলে গেল। ফিরেও এল একটু পর। হেসে বলল, 'মেইডকে জুস আর কিছু খাবার দিতে বলেছি। খেতে খেতে আলাপ করা যাবে।' একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল মেয়েটি।

'আমার ব্যাপারে দেখছি রিডলদের আগ্রহের কমতি নেই,'

মন্তব্যের সুরে বলল জন। 'সামান্য মাথা খাটালে অসঙ্গতি ধরতে পারত ওরা, কিন্তু কর্নেলের মৃত্যুর খবর শুনে সেই যে মাথা গরম করেছে, শান্ত হওয়ার নাম নেই।'

'বাবাকে খুব ভালবাসত ওরা, বাপের মত শ্রদ্ধা করত,' স্মিত হাসল রুথ। 'বুঝতেই পারছ বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে ওদের কেমন লেগেছে। ব্র্যান্ডের প্রতি খুবই বিশ্বস্ত ওরা, এমনকী জান দিতেও দ্বিধা করবে না। ওদের আবেগে কোন ফাঁকি নেই। মাথা গরম ছেলে, এই যা, তবে এমনিতে ভালমানুষ।

'ডেগনারের কাছে তোমার আসার খবর পেয়ে কাজ ফেলে ছুটল ওরা—ভ্যান, ডাস্টি আর স্লিম। আটকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু কে শোনে! ভ্যানের যা মেজাজ, আমার মুখের উপর বলে দিল: আমি আইন ভাঙতে পারি, কিন্তু ও মানবে।

'আটকাতে পারব না দেখে ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি কোনরকম সংঘর্ষে জড়াবে না তোমার সঙ্গে।'

'নির্বোধ একগুঁয়েমি কখনও কখনও নির্দোষ হতে পারে,' শান্ত স্বরে মন্তব্য করল জন। 'কিন্তু অন্যের জন্য অনিষ্টেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

'বিচারটা একটু কঠিন হয়ে গেল না, মি. ক্যালকিন?' রুথকে আহত মনে হলো।

'এটা আসলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার। তবে কি-না,' সামান্য হাসল জন। 'ট্রেইলে আমার বুক বরাবর রাইফেল উঁচিয়ে ধরেছিল ওরা, পরে তিনজনে মিলে ধাওয়া করেছে। আমার জায়গায় থাকলে হয়তো এতটা উদার হত না তোমার দৃষ্টিভঙ্গি।'

ট্রেতে করে ঠাণ্ডা জুস, বিস্কুট আর ডুনাট নিয়ে এসেছে মেক্সিকান মেইড, টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে কামরা থেকে চলে গেল।

একটা ডুনাট তুলে মুখে পুরল জন। 'তুমি বানিয়েছ?'

'হ্যাঁ। কেন, খারাপ হয়েছে?'

চোখ বুজে ডুনাটের স্বাদ উপভোগ করল জন, তারপর আরও একটা মুখে পুরে চিবাল। একটু পর জুসে চুমুক দিয়ে বলল, 'এখন বোঝা যাচ্ছে কেন ব্র্যান্ডের নাম বলতে অজ্ঞান তোমাদের ক্রুরা। ডুনাট খাইয়ে যাদু করেছ ওদের।'

হেসে উঠল রুথ। 'উঁহুঁ, আমার তৈরি ডুনাট খাওয়ার সৌভাগ্য হয় না ওদের।'

পোর্চে পদশব্দ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জন। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল জর্জ বেমিস।

কিছু বলতে গিয়ে মুখ খুলেছিল, কিন্তু জনকে দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল সে, আর মুখটা হাঁ হয়েই থাকল। শেষে অবাক কণ্ঠে বলল: 'ত-তুমি এখানে! শেরিফ তোমাকে শহরে থাকতে বলেনি?'

'বলেছে বটে, কিন্তু তোমার সুপারিশ বা সার্টিনের নির্দেশ, কোনটাই মানতে পারিনি,' মৃদু হেসে বলল জন। 'বুঝতেই পারছ শহরে বসে থাকা ছাড়াও আমার অন্য কাজ আছে।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেমিসকে বিদ্ধ করল ও। সন্ত্রস্ত চাহনিতে জনকে দেখছে সে। 'বিশেষ করে আজকের সকালটা পাহাড়ে ভ্রমণের জন্য খুবই চমৎকার ছিল। কী বলো?'

সামান্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল বেমিসের মুখ, যেন দুষ্টুমি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে কোন বাচ্চা। জনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সে।

'কীসের সুপারিশ করেছে জর্জ?' রুথের প্রশ্ন।

'আমাকে জেলে ভরে রাখার পরামর্শ দিয়েছিল শেরিফকে।'

'আশ্চর্য তো!'

মৃদু কেশে মনোযোগ আকর্ষণ করল জর্জ বেমিস। এগিয়ে এসে টেবিলের সামনের একটা চেয়ার দখল করল, জনের উল্টো দিকে বসে হাত বাড়িয়ে থালা থেকে দুটো ডুনাট তুলে নিয়ে মুখে পুরল। অনেকটা সামলে নিয়েছে নিজেকে। 'ভুল বোঝো না, রুথ। জনকে আমি বিপদ থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কসম! জানোই তো গতরাতে বেন্ডারের সেলুনে মবি কিমেলের সঙ্গে

মারপিট করেছে জন। এর পরপরই ওকে লিনিং-বিতে ঢুকতে নিষেধ করে দিল ভ্যান। আমি না-থাকলে দু'জনের মধ্যে বোধহয় বেধে যেত।

'এদিকে সারা শহরের অর্ধেক লোক জনকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে উন্মুখ। শহরের গলিতে ওকে হাঁটতে দেখলে কেউ পিছন থেকে একটা গুলি পাঠিয়ে দেবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে? ভেবে দেখলাম জেলই ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।'

'নিরপরাধ একজন লোক জেলে থাকবে?' রুথের চোখে বিস্ময়। 'তুমিও ওকে খুনী ভাবছ, জর্জ! আমি হলফ করে বলেছি, তারপরও বিশ্বাস হয় না তোমার?'

'দোষী না নির্দোষ সেটা কোর্ট ঠিক করবে। তার আগ পর্যন্ত...'

'কিছু মনে কোরো না, মি. বেমিস,' বাধা দিল জন। 'আমি মিস্ ব্রেসওয়েলের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই।'

থমকে গেল জর্জ বেমিস, সরু চোখে জনের দিকে তাকাল। চাহনি দেখে বোঝা যাচ্ছে নিজেকে অপমানিত বোধ করছে। আড়চোখে ভাগনির দিকে তাকাল সে, রুথকে সামান্য নড করতে দেখে শ্রাগ করল। সামান্য হেসে বলল: 'বেশ, কথা বলো তোমরা। রুথ, প্রয়োজন হলে ডেকো আমাকে।'

আরও দুটো ডুনাট মুঠোয় ভরে বেরিয়ে গেল সে।

কান খাড়া করে পদশব্দ শুনল জন, বেমিস আড়ালে ঘাপটি মেরে শুনছে না বা পাশের কামরায় ঢোকেনি নিশ্চিত হয়ে মুখ খুলল। 'রাতে বেন্ডার ম্যাককুইনের সঙ্গে আলাপ হলো। তোমার জন্য একটা ম্যাসেজ রেখে গেছেন কর্নেল।'

নিঃশব্দে জনের দিকে তাকিয়ে থাকল রুথ, কাঁপা ঠোঁট দেখে বোঝা গেল বাইরে প্রকাশ না-করলেও ভিতরে ভিতরে একেবারে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে মেয়েটি। তবে শোক অনেকটাই সামলে নিয়েছে।

'দুঃখিত, মিস্ ব্রেসওয়েল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের দু'জনের

জন্যই গুরুত্বপূর্ণ।'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি।

সংক্ষেপে ম্যাককুইনের সঙ্গে আলাপের বিষয় উল্লেখ করল জন। কর্নেলের মৃত্যুর ব্যাপারটাও বাদ দিল না।

ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবল রুথ, শেষে মাথা নেড়ে বলল: 'নাহ্, বুঝতে পারছি না! বাবা কী বলতে চেয়েছেন এ-সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমার।'

'বেন্ডার ম্যাককুইনের ধারণা শত্রুপক্ষ সম্পর্কে নিরেট তথ্য জানতে পেরেছিলেন কর্নেল। তা ছাড়া, উপত্যকার গভীরেও কোন রহস্য থাকতে পারে। যদ্দূর জানি ওদিকে কয়েকবার ঢুঁ মেরেছেন তিনি...' কিছুক্ষণ আগে দেখে আসা উপত্যকার কথা ভাবল জন, জর্জ বেমিস আর বুনো ঘোড়াগুলোকে দেখেছিল যেটায়। এর আগে উপত্যকার এত ভিতরে প্রবেশ করেনি ও। 'এসব ব্যাপারে কর্নেল তোমাকে কিছু বলেছেন কখনও?'

'না। তুমি তো বাবাকে চেনোই। অন্যদের বলা দূরে থাক, নিশ্চিত প্রমাণ না-পেলে চোখে দেখলেও বিশ্বাস করতেন না।'

'কাগজ, বিশেষ করে গোপনীয় জিনিসপত্র কোথায় রাখতেন কর্নেল?'

'বাবার সব ব্যক্তিগত কাগজপত্র জেমস বাওয়ারের কাছে থাকে।'

'উঁহুঁ, মি. বাওয়ারের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। কর্নেলের কথায়ও মনে হয়েছে ওসব নেই বাওয়ারের কাছে। একটা ম্যাপ এবং খুবই গোপনীয় কিছু কাগজ। এগুলোর কথা কেবল বেন্ডার আর তুমিই জানো এখন। কর্নেল স্পষ্ট করে বলেছেন। বাওয়ারের কাছে থাকলে সেও জানত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রুথ। 'কী অদ্ভুত!' স্বগতোক্তির সুরে বিস্ময় প্রকাশ করল ও। 'বাবা এমনকী জেমসকেও বিশ্বাস করেননি, অথচ অন্য সব ব্যাপারেই জানে ও।'

'অবিশ্বাসের ব্যাপার নাও হতে পারে,' সম্ভাবনা বাতলাল জন।

'হয়তো স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ।'

'কিন্তু শুধু জেমসের বেলায় কেন?'

'ক'জনই বা জানে? তুমি, ওঁর নিজের মেয়ে, আর সবচেয়ে পুরানো বন্ধু বেডার ম্যাককুইন। আমার কাছে তো মনে হয় অযথা ঝামেলার ভয়ে এর বাইরে কাউকে জানাননি।' মুখে উল্টোটা বললেও জনের ধারণা কর্নেলের এমন অদ্ভুত আচরণের কারণ লইয়ার জেমস বাওয়ারের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে একশোভাগ নিশ্চিত হতে না-পারা।

'কাগজগুলো বাবা কোথায় রেখেছেন জর্জ হয়তো জানতে পারে। ওকে কি জিজ্ঞেস করব? বোধহয় ঠিক হবে না।'

'আগে তুমি চেষ্টা চালাও, দেখো খুঁজে পাও কি-না,' বলল জন। 'পেলে সরাসরি মি. ম্যাককুইনের কাছে চলে যেয়ো, কাউকে দেখিয়ো না। বাওয়ার, বেমিস কিংবা এমনকী শেরিফকেও নয়।'

'বেশ, তুমি যাওয়ার পরপরই তালাশ শুরু করব।'

উঠে দাঁড়াল জন।

'কোথায় যাবে এখন? এভাবে ক'দিন পালিয়ে বেড়াবে?'

'পালাচ্ছি কে বলল? শহরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল শেরিফ, আমি মানিনি। ওর কথা মেনে শহরে বসে থাকলে অনেক কিছুই জানতে পারতাম না। সেক্ষেত্রে, নিজেকে মিথ্যে অভিযোগ থেকে মুক্ত করাও হত না।'

'নির্দেশ অমান্য করেছ বলে শেরিফ তোমাকে গ্রেফতার করবে না তো?' শঙ্কা প্রকাশ পেল রুথের কণ্ঠে।

'শহরে গিয়ে প্রথমে শেরিফের সঙ্গে দেখা করব। ক্যানিয়নে ঘুরে কয়েকটা ব্যাপার জানতে পেরেছি। কর্নেলের খুনের তদন্তে কাজে দেবে তথ্যগুলো।'

'কিন্তু তারপরও যদি তোমাকে আটকে রাখে?'

'বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে না।'

দু'পা এগিয়ে এল রুথ। 'এক কাজ করলে হয় না? জেমসের উপর ছেড়ে দিচ্ছ না কেন সব? তোমার কেসটা ও-ই দেখবে। এর

চেয়ে ঝানু উকিল পুরো টেরিটরিতে নেই আর।'

'ঝুঁকি সব ওকে নিতে বলছ?' হেসে উঠল জন।

'আইনের মারপ্যাঁচ তো আমরা বুঝি না। যার যে কাজ, সেটা তাকেই মানায়।'

দেয়ালের হুক থেকে হ্যাট তুলে নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল জন। এক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল, পোর্চের খিলানের সঙ্গে গা এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যান রিডল, খুবই আয়েশী একটা ভঙ্গি। পাশে যথারীতি স্লিম আর ডাস্টি।

'পুরো তল্লাট তন্নতন্ন করে খুঁজলাম, আর তুমি কি-না আপসে খাঁচায় এসে ঢুকেছ!' বিরক্তির সুরে বলল লিনিং-বি ফোরম্যান। 'তো, এবার কী, জন? বারবার ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে না।'

'শেরিফের কাছে যাচ্ছি,' বিরক্ত সুরে বলল জন। 'ইচ্ছে হলে তুমিও আসতে পারো।'

জিন্সের প্যান্টে হাতের তালু ঘষল রিডল। 'আমরা যাব। তুমিও যাবে। তবে তোমাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমার হাতে বেদম মার খাওয়ার পর নিজে স্যাডলে চড়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'ভ্যান!' দরজার কাছ থেকে অসন্তুষ্ট স্বরে ডাকল রুথ ব্রেসওয়েল।

'তুমি এসবের মধ্যে এসো না, মিস। এটা পুরুষদের ব্যাপার। সব চুকেবুকে গেলে আমার চাকুরি খেয়ে ফেলো, আপত্তি করব না। আপাতত যা করব বলে ঠিক করেছি, তাই করব।'

সিধে হয়ে দাঁড়াল লিনিং-বি ফোরম্যান, তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এল জনের দিকে। ঠিক পিছনেই স্লিম আর ডাস্টি।

আট

'তোমার তাড়া আছে?' আরেকটু এগিয়ে এল ভ্যান রিডল। 'চিন্তা কোরো না, তেমন সময় লাগবে না। জলদি কাজ সেরে ফেলব।'

সাংঘাতিক রেগে গেছে রুথ। কী যেন বলতে গেল, কিন্তু হাত উঁচিয়ে ওকে নিরস্ত করল জন। ফোরম্যান সামনে এসে দাঁড়াতে হাতের তালু তার বুকে ঠেকিয়ে গতিরোধ করল।

'ভদ্রলোকেরা বাড়ির মধ্যে মারপিট করে না,' মৃদু, শান্ত স্বরে বলল ও। 'আঙিনায় চলো।'

ভুরু কোঁচকাল ভ্যান রিডল। ভয় দূরে থাক, জনের মধ্যে সামান্য দুশ্চিন্তাও দেখতে পাচ্ছে না। ভেবেছিল পিছিয়ে যাবে সে, কিংবা রুথের উপস্থিতির অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু...

'ক'জন লড়বে তোমরা? তিনজন?' উন্মুক্ত আঙিনায় পৌঁছে গেছে জন।

'অন্য কাউকে লাগবে কেন?' একগুঁয়ে, জেদী স্বরে জবাব দিল রিডল। 'আমি একাই!'

কোমরের গানবেল্ট খুলে পোর্চের রেলিংয়ের উপর রাখল জন, তারপর শার্ট ও ভেস্ট খুলে রিডলের অপেক্ষায় থাকল। এদিকে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল ফোরম্যান, দ্রুততার সঙ্গে গানবেল্ট আর শার্ট খুলে সঙ্গীদের হাতে ধরিয়ে দিল। তর সইছে না বোধহয়, কখন পিটিয়ে ছাতু বানাবে জনকে!

দূর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁটিয়ে দেখল জন। মবি কিমেলের তুলনায় ঢের হালকা-পাতলা রিডল, প্রায় জনের মতই। গায়ে যথেষ্ট

জোর আছে। পরিশ্রমী মানুষের ক্ষেত্রে এই হয়। প্রশ্ন হচ্ছে কতটা কৌশল জানা আছে রিডলের। গায়ে-গতরে ছোটখাট মানুষ হয়েও দ্বিগুণ আকারের লোককে বেধড়ক পেটানো সম্ভব, পশ্চিমে হামেশাই এমন ঘটনা ঘটছে।

সবল পেশি রিডলের দেহে, নিরলস খাটুনির ফসল। চলার মধ্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস ঠিকরে পড়ছে। ভিতরে ভিতরে উৎফুল্ল সে, জনের প্রতি সমস্ত বিদ্বেষ উগরে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেবে। কর্নেল ব্রেসওয়েলের খুনের প্রতিশোধ এভাবেই নিতে চাইছে রিডল।

খাটো করে দেখা যাবে না ফোরম্যানকে। জীবনে এই কাজটা কখনও করেনি জন। আজ করে বেকুব বনে যেতে অনিচ্ছুক।

পোর্চে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে ডাস্টি অনলে। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না কী করবে। শেষপর্যন্ত পিছিয়ে গিয়ে স্লিমের পাশে দাঁড়াল।

আরও কয়েক পা এগিয়ে এল রিডল, কিছুটা ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে, যেন এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে জনের উপর। প্রস্তুত সে।

অপেক্ষায় রয়েছে জন। চাইছে প্রথম চালটা রিডলই দিক।

'কী ব্যাপার?' বিদ্রূপের সুরে জানতে চাইল ও। 'প্রথম ঘুসিটা আমিই মারি, তাই চাও?'

'সূর্যের উল্টোদিকে আমাকে রেখে লড়তে চাও তুমি? খুব পুরানো চাল এটা। আমার বেলায় কাজ হবে না। যতক্ষণ না ঘুরে দাঁড়াচ্ছ, আক্রমণ করব না।'

মৃদু হাসি লেপ্টে রয়েছে জনের ঠোঁটে। চাইলে এড়িয়ে যেতে পারত লড়াই, কিন্তু ক'বার ধোঁকা দেবে রিডলকে? তারচেয়ে বরং মোকাবিলা হয়ে যাওয়াই ভাল। আজকের পর হয়তো স্বাভাবিক বুদ্ধি-শুদ্ধি ফিরে পাবে লিনিং-বি ফোরম্যান, জনকে দেখলে হৈহৈ করে ছুটে আসবে না।

মানুষ হিসাবে মন্দ নয় রিডল, উপসংহারে পৌঁছল জন। ব্র্যান্ডের

প্রতি তার বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য অসুস্থতার পর্যায়ে পড়ে। এটাই কাল হয়েছে। জনকে প্রথম থেকে শত্রু ভেবে বসে আছে, কোন কিছু বাছ-বিচার করার বিলাসিতা দেয়নি নিজেকে। অথচ পরিস্থিতি ভিন্ন হলে দু'জনে অন্তরঙ্গ বন্ধুও হতে পারত।

স্বভাবতই রিডলের প্রতি কোনরকম বিরক্তি, বিদ্বেষ বা রোষ অনুভব করছে না জন। স্রেফ প্রয়োজনের খাতিরে লড়তে হচ্ছে। একটা শিক্ষা পাওয়ার দরকার আছে রিডলের। মাথা থেকে অসুস্থ চিন্তাগুলো ঝেড়ে বিদায় করতে কাজে লাগবে সেটা।

পরস্পরকে ঘিরে চক্কর মারছে ওরা। সূর্য এখন ঠিক মাথার উপর, রোদে পিঠ তাতাচ্ছে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ। হঠাৎ তেড়ে এল রিডল, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। কোত্থেকে কী হলো বুঝতেই পারল না ফোরম্যান, দেখল এইমাত্র যেখানে ছিল জন, চোখের নিমেষে সরে গেছে ডান দিকে; পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় রিডলের মুখে ওজনদার একটা ঘুসি বসিয়ে দিল।

রিডলের মনে হলো মুখে গদার বাড়ি খেয়েছে। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ওর, রাগে জ্বলছে শরীর। তাল সামলে, ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল মিটিমিটি হাসছে শয়তানটা।

উঁহুঁ, এর সঙ্গে মাথা গরম করা চলবে না, নিজেকে সাবধান করল ভ্যান রিডল। সরেস চীজ। বড় গলায় দাবি করেছে জনকে পিটিয়ে ছাড়বে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে সত্যি তাই করতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে।

ফের এগিয়ে গেল রিডল। মনে জেদ চেপে গেছে, তবে মাথা এখন অনেক পরিষ্কার। কৌশল যথেষ্ট জানে সে; গায়ে জোরও আছে। ক্ষিপ্রতায় জনের সমকক্ষ। তুলনা করলে দু'জনে সমানে সমান। যৌবনের শুরুতে এক মাইনিং ক্যাম্পে বহুদিন ছিল ভ্যান রিডল, অসংখ্য মারপিট করেছে, তাই এসব ওর কাছে স্রেফ ডাল-ভাত।

এবার সতর্কতার সঙ্গে আঘাত হানল রিডল, এবং প্রায় একই

ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল। তবে জন বুঝতে পারেনি মোক্ষম আঘাত হানার জন্য ইচ্ছে করে মার খেয়েছে রিডল; প্রথম মারটা একটা চাল মাত্র।

ঘুসি হাঁকিয়ে সরে যাচ্ছিল জন, কিন্তু রিডলের হাতে বাঁধা পড়ে গেল। ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হলো না। প্রচণ্ড ঘুসি হাঁকাল ভ্যান রিডল। বুকে এসে লাগল। জনের মনে হলো বিশমণী পাথর পড়েছে বুকে। সেকেন্ড খানেক পর নিজেকে মাটিতে আবিষ্কার করে অবাক হলো ও।

'ভ্যান, আচ্ছামত পেটাও ওকে!' চেঁচিয়ে উল্লাস প্রকাশ করল স্লিম ব্যারন। 'জনমের তরে সাধ মিটিয়ে দাও!'

জনকে পড়ে থাকতে দেখে লোভ সামলাতে পারল না রিডল, আক্ষরিক অর্থে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গড়ান দিয়ে শেষ মুহূর্তে সরে গেল জন, তারপর এক লাফে উঠে দাঁড়াল।

আশ্চর্য! ধুলোয় একাকার হয়ে যাওয়া মুখ নিয়ে উঠে দাঁড়াল রিডল, ডাস্টি অনলে ছুটে এসে শার্টটা বাড়িয়ে ধরতে দ্রুত হাতে মুখ থেকে ধুলো মুছল সে, শেষে জনের দিকে ফিরল।

জন তখন দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, অপেক্ষায় আছে উঠে দাঁড়াবে রিডল, তারপর ফের শুরু করবে লড়াই।

চাইলে সুযোগটা নিতে পারত সে, সীমাহীন বিদ্বেষ আর তীব্র জেদের মধ্যেও জন সম্পর্কে ইতিবাচক প্রথম ধারণাটা খেলে গেল ভ্যান রিডলের মাথায়। তলে তলে সামান্য অবাক হলো সে। উঁহুঁ, খুব কম মানুষই এমন সুযোগ দেয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে।

সিধে হয়ে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল রিডল। রোখ চেপে গেছে ওর—শুরু যখন করেছে, এর শেষ দেখে ছাড়বে। ধুরন্ধর এই শয়তানটাকে মনের সুখে পেটাতে না-পারলে শান্তি হবে না ওর।

বুকের কাছে দু'হাত রেখে এগিয়ে গেল ভ্যান, মুষ্টিযোদ্ধার মত ভঙ্গি। পশ্চিমে হাতাহাতি মারপিটে অন্যের হস্তক্ষেপ ছাড়া সবই বৈধ। কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ বা কারাতে…সব ধরনের কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। কেউ কেউ নির্দিষ্ট কোন কৌশলের ধারই ধারে না, স্রেফ গায়ের জোর

খাটায়।

বাম হাতে মারার ভঙ্গি করল ভ্যান। ভাঁওতা দিতে চাইছে। আসলে মারবে ডান হাতে। জনের মুখে সামান্য বাঁকা হাসিটা ওর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। জনকে এগিয়ে আসতে দেখে আঘাত হানল ও। কিন্তু চমকটা এবারও ওকেই হজম করতে হলো। ঝটিতি ঝাপটা মেরে ওর হাত সরিয়ে দিল জন, তারপর ঝটপট দুটো ঘুসি হাঁকাল রিডলের মুখে।

রিডলকে তাল সামলাতে ব্যস্ত দেখে আরও দুটো ঘুসি বুকের উপর বসিয়ে দিয়ে চট করে সরে গেল জন। টলমল পায়ে পিছিয়ে গেল ভ্যান, মনে হলো পড়ে যাবে, কিন্তু সবল দুই পায়ে ভর দিয়ে জুত হয়ে দাঁড়াল সে, পতন ঠেকাতে পেরেছে।

এবার রিডলের অস্ত্র দিয়ে তাকেই কাবু করে ফেলল জন। দ্রুত ছুটে এসে একের পর এক ঘুসি হাঁকাতে লাগল ফোরম্যানের নাকে-মুখে। দু'হাত তুলে মুখ বাঁচাতে গেল রিডল, এই ফাঁকে অরক্ষিত তলপেটে জবর ঘুসি বসিয়ে দিল জন।

"অঁক"! বিদঘুটে একটা শব্দ করে পেট চেপে ধরল ভ্যান রিডল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হিসাবে চোয়ালে এসে পড়ল ঘুসি। পরের আঘাতে নাকটা থ্যাবড়া হয়ে গেল। তীব্র যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল রিডল, কয়েক পা পিছিয়ে গেল। হাতের তালু দিয়ে রক্তাক্ত নাক-মুখ চেপে ধরেছে।

স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ফোরম্যানকে দেখল জন। কিছুটা হলেও অবাক হয়েছে। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানে এমন ঘুসি খাওয়ার পর খুব কম মানুষই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রিডল এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে। শুধু তাই নয়, পাল্টা আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে মনে মনে। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে, চাহনি মরিয়া।

এবার ইচ্ছে করে রিডলকে মারমুখী হয়ে ওঠার সুযোগ দিল জন, তবে পাল্টা সুযোগ পেয়েও চরম আঘাত করল না। বারবার এড়িয়ে গেল ও, শুধু নিজের বিপদ দেখতে পেলে আঘাত করছে। রিডলের

বিরুদ্ধে ওর ক্ষোভ নেই। আর এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে জনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মুরোদ ভ্যান রিডলের নেই। হবেও না বোধহয়। স্রেফ জেদের বশে লড়ে যাচ্ছে লোকটা, অথচ জন চাইছে ক্ষান্ত দিক সে। তা হলে ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে মারতে হবে না।

কিন্তু বোধোদয় হওয়ার সামান্য নমুনাও নেই রিডলের মধ্যে; কিংবা নিজের অসহায়ত্ব বা জনের ছাড় দেওয়াটাকে করুণা বলে মনে করছে, আরও অপমানিত বোধ করছে নিজেকে।

কৌশল বদল করল রিডল। ঘুসি মারতে উদ্যত হয়ে বদলে দ্রুত লাথি চালাল। কিন্তু গতি শ্লথ হয়ে গেছে, মারেও জোর নেই। এ-পর্যন্ত কম পিটুনি হজম করতে হয়নি। এদিকে পোর্চে দাঁড়িয়ে বোবা দৃষ্টিতে বস্-কে মার খেতে দেখছে দুই ক্রু, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস আর জনের প্রতি তীব্র ঘৃণা।

লাথি এড়াতে সমস্যা হলো না জনের। লাথি ফস্কে যেতে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল রিডল। সুযোগটা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করল জন। লড়াই শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাঁহাতক আর ভান করা যায়?

খানিক নিচু হয়ে রিডলের ভারসাম্যহীন পায়ে লাথি হাঁকাল জন। মুখ থুবড়ে পড়ল সে। ঝাড়া দুই মিনিট নিস্পন্দ অবস্থায় পড়ে থাকল।

দরজার কাছে ফ্যাকাসে মুখে দাঁড়িয়ে আছে রুথ, বিস্ফারিত ওর চোখজোড়া। চোখে আশঙ্কা। দু'জন পুরুষকে এভাবে লড়তে দেখার দৃশ্য কোন লেডির জন্য সুখকর নয় মোটেই।

'উঠার দরকার নেই, রিডল!' ফোরম্যানকে নড়ে উঠতে দেখে তীক্ষ্ণ স্বরে নির্দেশ দিল জন। 'অনেক তো হলো। এতক্ষণে তোমার খায়েশ মিটে যাওয়া উচিত। বলছি না যে তুমি কম জানো, কিন্তু এভাবে মাথা গরম করে লড়াই করলে আমার সঙ্গে কেন, একটা বাচ্চাছেলের সঙ্গেও হেরে যাবে। মাথাটা খাটাও, ম্যান!'

দু'পা এগিয়ে এল দুই ক্রু। বুঝতে পারছে না কী করবে।

একবার জনের দিকে তাকাল, তারপর আবার পড়ে থাকা বসের দিকে।

'ওকে সাহায্য করো,' বলল জন। 'দেখো স্যাডলে চড়ার মত অবস্থায় আনতে পারো কি-না। ওর খায়েশ মিটতে না-পারে, কিন্তু আমার মিটে গেছে। সামান্য কারণে এভাবে লড়াই করার অভ্যাস নেই আমার।'

'ওকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, আর এই সুযোগে তুমি কেটে পড়বে?' হিংসুটে স্বরে জানতে চাইল স্লিম।

'উঁহুঁ, ওকে নিয়েই শহরে শেরিফের কাছে যাব।'

'তার আর দরকার হবে না। আমি নিজেই এসে পড়েছি।'

কণ্ঠ শুনে ফিরে তাকাল সবাই। আঙিনার কিনারায় স্যাডলে বসে আছে শেরিফ কিম সার্টিন। কখন চলে এসেছে কেউ খেয়াল করেনি। ঘোড়াকে কয়েক কদম এগিয়ে আনল সে, সর্বক্ষণ নজর রেখেছে জনের উপর। সামনে এসে কঠিন চোখে তাকাল, বিষাক্ত গলায় বলল: 'চব্বিশ ঘণ্টা পেরোনোর আগেই আবার মারপিট করেছ? অদ্ভুত মানুষ তুমি! কারও সঙ্গে ভালভাবে থাকতে পারো না, তাই না?'

'অযথা ওকে দোষ দিচ্ছ, কিম,' জনের হয়ে সাফাই গাইল রুথ। 'মারপিটের ব্যাপারে ভ্যানের ইচ্ছেই বেশি ছিল। বিশ্বাস না-হলে ওদের জিজ্ঞেস করো।' দুই ক্রুর দিকে ইশারা করল ও।

'বেশ, মেনে নিলাম,' দমে যাওয়ার পাত্র নয় শেরিফ, আজ মন ঠিক করেই এসেছে। 'কিন্তু এবার এসব বলে পার পাবে না, বাছাধন। তোমাকে শহরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলাম। মানোনি। শুধু এ-কারণেই অনায়াসে আটকে রাখা যাবে শিকের ভিতর।'

কিছুই বলল না জন। পোর্চের কোণে, বাইরের দিকে কলের কাছে চলে এল। ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে শার্ট পরল, তারপর গানবেল্ট জড়াল কোমরে। শেরিফের ভ্রূকুটিতে গ্রাহ্য করল না।

'এমন আসামী আমি কখনও দেখিনি, শেরিফ,' ফোড়ন কাটল

ডাস্টি অনলে। 'ও কি আসামী নাকি অতিথি? জোড়া পিস্তল নিয়ে সেলেও ঢুকবে?'

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে জবাবটা দিল কিম সার্টিন। 'খুব বাড় বেড়েছে তোমার, ডাস্টি? শুরুতেই একটা ভুল করে বসে আছ তোমরা, জনকে খুনী ধরে নিয়েছ। ব্যাপারটা তা নয়। অযথা ঝামেলা এড়ানোর জন্যই ওকে জেলে রাখতে চাইছি। ও বাইরে থাকলে তোমাদের মত অনেকের গা জ্বালা করতে পারে, তাই...আমার ধারণা শেষপর্যন্ত ও-ই তুরুপের তাস হয়ে দাঁড়াবে। ওর মাধ্যমেই কর্নেলের খুনীর নাগাল পেয়ে যাব আমি।'

'বলিহারি তোমার বুদ্ধি, শেরিফ!' পাল্টা মুখ চালাল ডাস্টি। 'দেখা যাবে শেষপর্যন্ত ওকে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়, নাকি ধাওয়া খেয়ে তল্লাট ছেড়ে পালায়। উঁহুঁ, মিক, বারবার দড়ি থেকে রক্ষা করতে পারবে না ওকে।'

নিজের ঘোড়ায় চেপে শেরিফের পাশাপাশি শহরের উদ্দেশে এগোল জন। নীরবে পেরিয়ে গেল কয়েকটা মিনিট। তারপর র‍্যাঞ্চ ছাড়িয়ে আসার পর শেরিফ বলল, 'এবার আর ছাড়ছি না তোমাকে। জেল থেকে একবারই বেরোবে, ফাঁসিতে ঝোলার জন্য।'

'অত নিশ্চিত হয়ো না,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'আজ সকালে কিছু প্রমাণ খুঁজে পেয়েছি। ওসব আগে যাচাই করে দেখো, তারপর তোমার যা খুশি কোরো।'

'রাখো তোমার প্রমাণ!' জনের কথায় গুরুত্ব দিল না শেরিফ। 'এতদিন জানতাম না খুনের উদ্দেশ্য কী ছিল। ওটা এখন আমার হাতে! পাক্কা প্রমাণ! লিখিত। এবার দেখব বাওয়ার কীভাবে তোমাকে বাঁচায়!'

নয়

জেলে আটকা পড়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পর জনের সঙ্গে দেখা করতে এল জেমস বাওয়ার। অফিসে শেরিফ নেই, দায়িত্বে বেন ডেগনার রয়েছে। আইনজ্ঞকে পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেল ডেপুটি, সাপার সারতে বাইরে চলে গেল।

'পারলে ওরা আমাকে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখত,' শুকনো স্বরে বলল জন। 'এক ফোঁটা বিশ্বাস করছে না, সর্বক্ষণ নজরে রাখছে। সবসময় এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন যাদুবলে অদৃশ্য হয়ে যাব আমি।'

জনের কথায় মৃদু হাসল আইনজ্ঞ। একটা চেয়ার টেনে এনে করিডরে বসল। 'কেসটা জটিল হয়ে গেছে, জন। শেরিফ এবার পাকাপোক্তভাবে তোমার বিরুদ্ধে কেস দাঁড় করিয়েছে।'

'কীসের ভিত্তিতে?' জনের জিজ্ঞাসা। 'শেরিফ বলল ও নাকি খুনের মোটিভ খুঁজে পেয়েছে। কী সেটা, জানো?'

'একটা চুক্তিপত্র খুঁজে পেয়েছে ডেগনার,' ব্যাখ্যা করল জেমস বাওয়ার। 'তোমার সঙ্গে কর্নেলের চুক্তির কপি। বক্স ক্যানিয়নে যেখানে ক্যাম্প করেছিলে, তার আশপাশে পাওয়া গেছে ওটা।'

'চুক্তিপত্র পেয়েছে? ওটা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবে!'

'সার্টিন কিন্তু ব্যাপারটাকে সেভাবে দেখছে না,' জনের উৎসাহ ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল। 'মনে আছে তোমার? চুক্তিতে একটা শর্ত ছিল: কোন পক্ষের মৃত্যু হলে অন্য পক্ষ সব সম্পত্তির অধিকার পাবে। ঘোড়ার ব্যবসার পুরোটা, সেনাবাহিনীর সঙ্গে কন্ট্রাক্ট, বক্স-

ক্যানিয়ন বা আশপাশে বুনো ঘোড়া ধরার যে জায়গাগুলো ক্লেইম করেছিলে তোমরা···সবই এখন তোমার হয়ে গেছে।'

'শেরিফ মহা খাপ্পা হয়ে আছে আমার উপর,' বিরস মুখে বলল জন। 'চুক্তিপত্র পাওয়ার কথা আমাকে বলেনি। ও কি জানে না চুক্তিতে এটাও ছিল এক পক্ষ অন্য পক্ষকে সর্বাত্মক সহায়তা করবে, বিপদে ফেলার চেষ্টা করবে না; এবং সেক্ষেত্রে, চুক্তিটা বাতিল হয়ে যাবে? তা ছাড়া, একই রকম একটা কপি তোমার কাছে আছে।'

চিন্তিত দেখাল বাওয়ারকে। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বলল, 'শেরিফ এখন আমাকেও দোষী করছে। কেন চুক্তিপত্রের ওই শর্তের কথা ওকে আগে বলিনি। এক্ষেত্রে আমার কী করার ছিল? মক্কেলের স্বার্থ দেখতে হয় আমাদের।'

'অর্থাৎ স্বীকার করে নিলে চুক্তির শর্ত আমার বিরুদ্ধে যায়?' সন্দিহান সুরে জানতে চাইল জন।

অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল লইয়ার। 'শহরের লোকজনদের দৃষ্টিতে ব্যাপারটা দেখো। ওদের কাছে তুমি একজন আগন্তুক। একমাত্র রুথের সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার। তাও হপ্তা দুয়েকের বেশি হবে না, দেখাও হয়েছে দু'একবার। তোমার পক্ষে সাফাই গাওয়ার মত লোক সারা তল্লাটে একজনও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যারা বলবে, কোর্টে তাদের কথা গুরুত্ব পাবে না তেমন। তা ছাড়া, বিচারের সময় আসামী সম্পর্কে কারও দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করা হয় না, এক্ষেত্রে বরং উপস্থিত তথ্য-প্রমাণই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে, বলতেই হচ্ছে, নাজুক হয়ে পড়েছে তোমার অবস্থা।'

'রুথ ব্রেসওয়েলের কথার দাম নেই? আর কেউ না-হোক ও বিশ্বাস করে আমি কর্নেলের খুনী নই।'

সরু চোখে ওর দিকে তাকাল জেমস বাওয়ার। জনের এত আত্মবিশ্বাসের পিছনে কী রয়েছে, বুঝতে চাইছে বোধহয়।

'কর্নেলের খুনের দায় আমার বিরুদ্ধে, আর খোদ কর্নেলের মেয়ে যদি আমার হয়ে সাফাই গায়, সেটার দাম থাকবে না?' তর্ক জুড়ে

দিয়েছে জন। 'যদি তাই হয়ে থাকে, বলতেই হচ্ছে তোমার বা তোমাদের কোর্টে সুবিচার পাবে না কেউ, মি. বাওয়ার।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল বাওয়ার, যেন অবুঝ ছাত্রকে বোঝাতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ধৈর্যের অবতার সেজেছে। 'কী করে ভাবলে কোর্টে তোমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে রুথ?'

'ওর কাছে যা মনে হয়েছে, তাই জানাবে।'

'তাই? ও তো ঘটনার কিছুই জানে না, খুনের সময় ক্যানিয়ন থেকে অন্তত পাঁচ মাইল দূরে ছিল।'

'যারা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, ওরা কি তখন কর্নেলের বগলের কাছে ছিল?' তির্যক সুরে জানতে চাইল জন।

'মানে?'

'বাদী পক্ষে কারা সাক্ষী হচ্ছে?'

'এখনও জানি না। শেরিফ কিছু বলেনি। অন্তত এ-ব্যাপারে মুখ বুজে রেখেছে সার্টিন।'

কথা বলতে ইচ্ছে করছে না জনের। জেমস বাওয়ার যেন পরোক্ষভাবে শেরিফকে সহায়তা করছে! ঈর্ষায় পুড়ছে? যত যাই হোক রুথের প্রতি দুর্বল লোকটা। রুথ ওর পক্ষে সাক্ষ্য দেবে শুনে খেপে যায়নি তো?

সন্দেহটা মনে আসায় লজ্জিত হলো ও। হয়তো আদপে কিছু করার নেই বাওয়ারের। তবে ঠিক মানতে পারছে না জন। বিশদ না-জানলেও রেঞ্জার বা শেরিফ হিসাবে কাজ করার সময় কিছু কিছু ধারণা অর্জন করেছে ও। জেমস বাওয়ারের অনীহা দৃষ্টিকটু লাগছে, হঠাৎ যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে। অথচ তার মত ঝানু আইনজ্ঞের পক্ষে কঠিন কেস লড়তে গিয়ে ব্যাপারটা আরও উপভোগ করার কথা। যত কঠিন কেস তত অভিজ্ঞতা, প্রচার এবং সুনাম হওয়ার সম্ভাবনা।

'যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোন প্রমাণ খুঁজে না-পাচ্ছে,' নীরবতা ভাঙল আইনজীবী। 'ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকেই খুনী হিসাবে চিন্তা

করছে শেরিফ।

অর্থাৎ কর্নেলকে খুন করার আরও জোরাল কোন মোটিভ বা উদ্দেশ্য অন্য কারও আছে কি-না খুঁজে বের করতে হবে, ভাবল জন। কাজটা কঠিন। এ-মুহূর্তে প্রায় অসম্ভব, কাল জেলে আটকা পড়েছে ও, চাইলেও প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বেরোতে পারবে না। এবার জেল থেকে বেরোতে গলদঘর্ম হতে হবে।

আসল খুনী, অর্থাৎ মবি কিমেলের কথা মনে পড়ল ওর। লোকটার সঙ্গে লড়েছে শুধু, কিন্তু তার চরিত্র বা অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়নি। র‍্যাঞ্চের অবস্থা, সামাজিক মর্যাদা বা অর্থনৈতিক দশা জানতে হবে কারও কাছ থেকে। ম্যাককুইনই আদর্শ লোক। পুরো এলাকায় রুথ ছাড়া বোধহয় একমাত্র ওই বুড়োর উপর আস্থা রাখা যায়।

রুথের উপর কি রাখা যায়? ক'দিনেরই বা পরিচয়। সত্যি কি ওর পক্ষে কোর্টে সাক্ষ্য দিতে রাজি হবে রুথ? নাকি বুঝতে ভুল করেছে ও, অর্থাৎ বাওয়ারের কথাই ঠিক? রুথ সম্ভবত বাপের কাছ থেকে জন সম্পর্কে জেনেছে, এবং ওর প্রতি আস্থার মূলে সেটাই কাজ করেছে। নইলে যেখানে সারা দুনিয়া বলছে জনই খুনী, মেয়েটা অবলীলায় কথাটা উড়িয়ে দিচ্ছে। কর্নেল নিশ্চয়ই জন সম্পর্কে যথেষ্টরও বেশি বলে গেছেন মেয়েকে।

মবি কিমেলের কথা বলবে নাকি? সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিলেও বাতিল করে দিল জন। উঁহুঁ, দু'একটা তাস নিজের হাতে রাখা উচিত। সব খেলে ফেললে কিছু থাকবে না। কর্নেল যেহেতু সবাইকে বিশ্বাস করেননি, তাই ওরও সবাইকে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। অন্তত এখন। সামান্য এদিক-ওদিক হয়ে গেলে ধড়টা আস্ত থাকবে না।

বিশেষ করে জেমস বাওয়ারের অনাগ্রহ চুপ করে থাকতে বাধ্য করল ওকে।

'আপাতত তুমি কিছু করতে যেয়ো না,' পরামর্শের সুরে বলল বাওয়ার। 'শেরিফের উত্তেজনা কিছু কমুক। বরাবরই শুরুতে একটু

বেশি প্রতিক্রিয়া দেখায় ও, কিন্তু পরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবে। মাথাটা ওর ধীরে চলে, সমস্যা এটাই। দেখি এই ফাঁকে কিছু করতে পারি কি-না। দুশ্চিন্তা কোরো না, চেষ্টা চালিয়ে যাব আমি...'

বাওয়ার এমনভাবে কথাটা শেষ করল যেন কিছু বলবে জন। বিশেষ করে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে। কিন্তু মুখে তালা মেরে আছে ও।

'আমাকে লেখা কর্নেলের চিঠিগুলো নিশ্চয়ই ডেগনারের কাছে আছে?' ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল জন। 'যেহেতু চুক্তির কপি ও-ই পেয়েছে। ওগুলো ঘাঁটলে কর্নেলের সঙ্গে আমার সমঝোতা, চুক্তি বা লিনিং-বিতে যাওয়া-আসার প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

'উঁহুঁ, চুক্তি ছাড়া কিছু পায়নি সে।'

'একটা চুক্তি পেল আর হুট করে খেপে গেল শেরিফ। একটু অস্বাভাবিক নয়?' চিন্তিত স্বরে জানতে চাইল জন। 'কর্নেলের বাড়িতে নিশ্চয়ই কপি আছে? তোমার কাছেও আছে একটা। চাইলে যে-কোন সময় দেখতে পারত সে।'

'এবারও দুঃখিত বলতে হচ্ছে। রুথ আর জর্জ সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কর্নেলের কপি পাওয়া যায়নি।'

আড়চোখে আইনজ্ঞের দিকে তাকাল জন। ওর প্রতি একটু বেশি উৎসুক মনে হচ্ছে না বাওয়ারকে, যেন আরও কিছু জানতে চাইছে? কটের উপর শুয়ে পড়ে ছাদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ও, অভ্যস্ত হাতে সিগারেট রোল করল। একরকম ভুলেই গেল বাওয়ারের উপস্থিতি।

অযথা অপেক্ষায় থাকল আইনজ্ঞ, আর কিছু বলল না জন। একসময় উঠে দাঁড়াল সে। 'চলি তা হলে। চেষ্টার ত্রুটি করব না। কিন্তু বুঝতেই পারছ, পরিস্থিতি বদলে গেছে...'

জন তর্ক করতে পারত, পরিস্থিতি মোটেও বদলে যায়নি, বরং যা ছিল তাই আছে; এমন কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয়নি। আসলে মন্দের ভাল বলা চলে, কারণ জেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে দু'একটা ব্যাপার জেনে

এসেছে জন। ওসব বলে পার পাবে না ঠিকই, কিন্তু শত্রুপক্ষের কাজ কঠিন করে তুলতে পারবে, এটুকু আত্মবিশ্বাস আছে ওর।

উঁহুঁ, এত সহজে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারবে না আমাকে, আনমনে ভাবল ও।

বাওয়ার চলে যেতে নিবিষ্ট মনে পুরো পরিস্থিতি ভাবল। হিসাব মেলাতে পারছে না। কোথাও একটা ফুটো রয়েছে। বেন ডেগনারও বোধহয় শত্রুপক্ষের সঙ্গে জড়িত। অন্তত সন্দেহের বাইরে রাখা যাচ্ছে না তাকে। ডেপুটির লিনিং-বিতে যাওয়া অতি উৎসাহ বলে মানতে নারাজ জন, যেহেতু ওর আজকের অভিযানে বেরোনোর খবর ডেগনারের জানার কথা নয়। নির্ঘাত গত রাতে সেলুনের ছাদের লোকটা ডেগনার, কিংবা তার অনুগত কেউ।

সেক্ষেত্রে, বেন ডেগনার সেই "ফুটো" নয়। ফুটোটা আরও বড় কেউ। কর্নেল হ্যারি ব্রেসওয়েলের বন্ধুস্থানীয় লোক।

জেল থেকে বেরোতে হবে। ডেগনার বা কিমেল ওর জন্য সবসময়ই হুমকি। গভীর রাতে ওকে লিঞ্চ করা হবে না এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। দলবল নিয়ে এলে একা ঠেকাতে পারবে না শেরিফ। তা ছাড়া, জনের প্রতি এখন আর ন্যায্য আচরণ করছে না সে। যেভাবে হোক তার মাথায় ঢুকেছে জনই খুনী।

লোকটার চিন্তা-ভাবনার অসারতা ভেবে হাসি পাচ্ছে জনের। অদ্ভুত লোক এই কিম সার্টিন। ঘটে বুদ্ধি রাখে এমন যে কেউ চট করে তার যুক্তির অসারতা উপলব্ধি করতে পারবে। অথচ সার্টিন চোখ বুজে রয়েছে। বোকা হলেও সৎ মানুষটা, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হাত মেলাবে না। তাই সন্দেহের বাইরে রাখা যায় শেরিফকে।

তবে বোকা আর সৎ যাই হোক, আপাতত শেরিফ জনের জন্য একটা সমস্যা। অকস্মাৎ কিছু না-ঘটলে তাকে বোঝানো যাবে না।

যা করার নিজে করতে হবে, সিদ্ধান্তে পৌঁছল জন, এবং জেল থেকে বেরোতে হবে। এখানে বসে কিছু করা যাবে না।

সবার আগে বোধহয় ডেগনারের সঙ্গে কিছুটা বাতচিৎ করা

উচিত। ব্যাটাকে প্যাঁচে ফেললে বেফাঁস কোন তথ্য বলে ফেলতে পারে।

সিগারেট শেষ করে গরাদের কাছে চলে এল জন। এখান থেকে অফিসের কিছু অংশ চোখে পড়ে। করিডরের দরজা খোলা থাকলে দিব্যি আলাপ চালানো যাবে।

'ডেগনার?' চেঁচিয়ে ডাকল জন।

'হয়েছে কী?' অফিসরূম থেকে খেঁকিয়ে উঠল ডেপুটি। 'পেচ্ছাব ধরেছে? ভিতরেই সেরে ফেলো। এখন বাপু আসতে পারব না। সিগারেট আনতে যেতে হবে! দূর শালা, কখন যে শেষ হয়ে গেল!'

'সেটা তোমারই সাফ করতে হবে।'

জবাব এল না। কান খাড়া করে শব্দ শুনল জন, বুটের ক্ষীণ আওয়াজ শুনে বুঝল অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে ডেপুটি।

মিনিট খানেক পর দরজা খুলে গেল। ডেপুটি নয়, করিডরে পা রাখল বেন্ডার ম্যাককুইন। দ্রুত পায়ে সেলের সামনে চলে এল সে। 'শোনো, জন। আজ রাতে কোন একসময় অফিস খালি হয়ে যাবে,' জরুরী কণ্ঠে বলল সেলুন মালিক। 'খেয়াল রেখো। একটা রাত না-ঘুমিয়ে থাকতে পারবে নিশ্চয়ই? কেউ আসতে পারে।'

জনকে কিছু বলার সুযোগ দিল না সে। কথা শেষ করেই দ্রুত বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর ডেগনার ঢুকল করিডরে। সেলের বাইরে থেকে আমুদে দৃষ্টিতে দেখল জনকে। ভাবখানা যেন "কুখ্যাত দাগী আসামী"টিকে সে-ই ধরে এনেছে।

'চুক্তির কাগজটা কোথায় পেয়েছিলে, বেন?' আন্তরিক হওয়ার চেষ্টা করল জন।

চমকে উঠল বেন ডেগনার। সামলে নিয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'তোমার কাছে জবাবদিহি করতে হবে?'

'না, তা করতে হবে না। জানতে চেয়েছিলাম, জবাব দেবে কি দেবে না, সেটা তোমার মর্জি। তবে কথা হচ্ছে, কর্নেল খুন হওয়ার

পরপরই আমার উপর হামলা করে কিছু লোক। এদের একজন আমার পকেট থেকে কাগজপত্র হাতিয়ে নিয়ে যায়। আচ্ছা, বেন, কর্নেল মারা যাওয়ার সময় কোথায় ছিলে তুমি?'

নির্দিষ্ট কিছু ভেবে বা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্নটা করেনি জন, স্রেফ কথার মারপ্যাঁচে ফেলতে চেয়েছে ডেগনারকে। কিন্তু অবাক হয়ে দেখল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডেপুটির মুখ। জবাব দিল না সে, বরং খেপে গিয়ে অস্থিরভাবে মেঝেয় বুট ঠুকে চলে গেল। শব্দ শুনে বোঝা গেল অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে।

ফিরে এল প্রায় আধ-ঘণ্টা পর। ডেস্কে বসে একমনে কাজ করছে ডেপুটি, করিডরের খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পেল জন, ভুলেও তাকাচ্ছে না সেলের দিকে।

রাত আটটায় শেরিফ এসে ছুটি দিল তাকে। 'যাও, কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নাও। বারোটার পর জাগিয়ে দেব তোমাকে।'

ঘণ্টা খানেক আগে সাপার সেরে নিয়েছে জন, তারপর লম্বা ঘুম দিয়েছে। বারোটার কিছুক্ষণ আগে জেগে গেল ও, তবে কট ছেড়ে উঠল না বা একটুও নড়ল না। ঠায় শুয়ে থাকল। সিগারেট ফুঁকতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ইচ্ছেটাকে গলা টিপে হত্যা করল। অফিস থেকে সিগারেটের গন্ধ পেয়ে যাবে শেরিফ। জেগে আছে খবরটা কাউকে জানতে দিতে নারাজ জন।

কী পরিকল্পনা করেছে ম্যাককুইন? দারুণ বুদ্ধিমান লোক। বাইরে থেকে ঠিকই পরিস্থিতি আর জনের নাজুক অবস্থা উপলব্ধি করতে পেরেছে সে। নিজ থেকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বুড়োর মাথায় কী আছে, জানার উপায় নেই।

অপেক্ষা করা যাক।

বারোটার পর শিফট বদল হলো। শেরিফের পরিবর্তে বেন ডেগনার ডিউটিতে এল। টেবিলের উপর পা তুলে আয়েশ করে বসেছে সে, সিগারেট ফুঁকছে, আর মাঝে মাঝে সেলের দিকে তাকাচ্ছে। ম্লান আলোয় জনকে শুয়ে থাকতে দেখেও নিশ্চিন্ত হতে

পারছে না বোধহয়।

একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।

একসময় জন খেয়াল করল কোনরকম শব্দ আসছে না অফিস থেকে, অথচ ডেগনার যেরকম অস্থির প্রকৃতির, সারাক্ষণই এটা-সেটা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। পেপারওয়েট, পিস্তল, কলম, ব্যাজ বা হ্যান্ডকাফ...হাতে কিছু থাকেই। ওটা নিয়ে নিজের মনে খেলবে, খুটখাট শব্দ করবে...'

এখন তেমন কিছুই হচ্ছে না। কোন শব্দ নেই। পুরো ল-অফিস আর জেল হাউস যেন মৃত্যুপুরী। শহরের স্বাভাবিক শব্দ বা কোলাহল একটু আগেও ভেসে আসছিল, এখন সবই নীরব হয়ে গেছে।

ডেগনার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে, অনুমান করল জন। ক'টা বাজে? ম্যাককুইনের পরিকল্পনা ঠিক আছে তো? এত দেরি হচ্ছে কেন? কোন কারণে ভেস্তে যায়নি তো? নিজ থেকে কিছু করা সম্ভব ওর পক্ষে? ডেগনারকে কোনভাবে ভাঁওতা দেবে, কিংবা ঘায়েল করার চেষ্টা চালাবে?

ডাকলে বোধহয় সেলের সামনে চলে আসবে ডেপুটি। তখন ঘুসি মেরে বা গলা টিপে অজ্ঞান করা সম্ভব? কিন্তু চাবির কী হবে? চাবির গোছা তো ড্রয়ারে। এখানে এলেও সঙ্গে চাবি নিয়ে আসবে না ডেগনার। সেলের তালা খোলারও ঝুঁকি নেবে না। নাহ্, লাভ নেই। চিন্তাটা বাতিল করে দিল জন।

সহসা বাইরে খুরের শব্দ পাওয়া গেল। মূল রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে কোন অশ্বারোহী। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কেউ, কী বলল বোঝা গেল না। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ রাত্রির নীরবতা ভেঙে খান খান করে দিল গুলির শব্দ। টেবিল থেকে পা নামিয়ে ঝট করে উঠে দাঁড়াল বেন ডেগনার। প্রথমে বুঝতে পারল না কেন ঘুম ভেঙেছে। তারপর ফের গুলির শব্দ হতে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল ডেপুটির। এবারের গুলিটা ল-অফিসের দেয়ালে লেগেছে।

অশ্রাব্য খিস্তি করতে করতে বেরিয়ে গেল ডেগনার, হাতে পিস্তল।

'আয়, দেখি তোর কত সাহস!' বাইরে কে যেন চেঁচাল।

একই মুহূর্তে সেলের ছোট্ট, উঁচু জানালা দিয়ে চাপা স্বরে জনকে ডাকল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে তাকাল ও, আবছা আলোয় বুড়ো একটা মুখ দেখতে পেল। গ্যারি রেফার্টি!

গরাদের ফাঁক দিয়ে এক প্রস্থ লম্বা রশি ভিতরে ফেলল সে। 'পুরানো ক্যাম্পের কাছে খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছে রুথ,' দ্রুত বলল হসল্যার। 'দক্ষিণে কয়েক গজ এগোলে হোটেলের পিছনে পাবে সোরেলটাকে।'

ধন্যবাদ জানানোর আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল মুখটা।

দ্রুত কাজে নেমে পড়ল জন। প্রথমে পরীক্ষা করল রশিটা। এক প্রান্তে মাছ ধরার বড়শির মত বড়সড় হুক রয়েছে। যথেষ্ট লম্বা। ঠিকমত ছুঁড়তে পারলে অফিসের ডেস্ক পর্যন্ত চলে যাবে।

সময় নেই, দ্রুত কাজ সারতে হবে!

ডেগনারকে কতক্ষণ ব্যস্ত রাখতে পারবে ওরা কে জানে! চট করে গরাদের কাছে চলে এল জন। গরাদের ফাঁক দিয়ে রশি সহ দু'হাত বের করে দিল। তারপর জুত হয়ে দাঁড়াল যাতে রশি ছুঁড়ে মারতে সুবিধা হয়। হুকঅলা প্রান্ত ছুঁড়ে মারার সময় মনে মনে প্রার্থনা করল প্রথম চেষ্টায় যেন সফল হতে পারে।

মিস্ হলো!

সমস্যা আরও আছে। ড্রয়ার একটা নয়, দুটো। কোন্ ড্রয়ারে চাবি জানা নেই জনের। ভাগ্যের উপর নির্ভর করে দ্বিতীয় চেষ্টা চালাল।

উপরের ড্রয়ারে বেঁধে গেছে হুক!

রশি ছোট করে আনতে টান-টান হয়ে গেল, তারপর সামান্য টান বাড়াতে ড্রয়ারটা খুলে এল ডেস্কের কুঠুরি থেকে, মেঝেয় আছড়ে পড়ল। বাইরে গোলাগুলি চলছে, তাই ড্রয়ার পড়ার শব্দ চাপা পড়ে গেল।

বেশি সময় নেওয়া যাবে না। লোকজন চলে আসবে। গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেছে সবার।

প্রথম ড্রয়ারে চাবি নেই। দ্বিতীয়টার হাতলে একবারেই হুক গাঁথতে সক্ষম হলো জন, তারপর পুরো ড্রয়ার টেনে নিয়ে এল সেলের সামনে। চাবি পেতে দেরি কেবল, বিশ সেকেন্ডের মধ্যে গরাদের বাইরে বেরিয়ে এল, শেষে এক ছুটে অফিসে। কোণের কাবার্ডে রাখা আছে ওর অস্ত্রশস্ত্র, দেখেছে জন। দ্রুত হাতে পাল্লা খুলে গানবেল্ট আর রাইফেল তুলে নিল।

গানবেল্ট কোমরে জড়াতে জড়াতে দরজার কাছে চলে এল ও। কান পেতে শব্দ শুনল। গোলাগুলি কমে গেছে এখন, মাঝে মধ্যে গুলি করছে দুই পক্ষ। শব্দ শুনে বুঝল ল-অফিস থেকে কিছু দূরে সরে গেছে ডেগনার, সম্ভবত আড়াল নেওয়ার জন্য।

সন্তর্পণে কবাট মেলে ধরল ও। কোন গুলি ছুটে এল না, কেউ চ্যালেঞ্জও করল না। পোর্চে পা রাখল। রাস্তায় আলো নেই বলতে গেলে, দেয়ালের বিপরীতে সহজে চোখে পড়বে না ওকে। নিঃশব্দে এগোল জন। দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে শরীর।

রহস্যময় রেইডারদের নিয়ে মহা ব্যস্ত ডেপুটি শেরিফ বেন ডেগনার, টের পায়নি খাঁচা খুলে বেরিয়ে গেছে পাখি।

দুটো বাড়ি পেরিয়ে আসার পর গলি পড়ল। নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ল জন। কৌতূহলী লোকজন জানালা খুলে উঁকি দিচ্ছে, একে অন্যকে জিজ্ঞেস করে জানার চেষ্টা করছে কী হচ্ছে। কিন্তু কেউই সঠিক জবাব দিতে পারছে না।

শহরের অন্য প্রান্তে কয়েকজনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। শেরিফ তাদের একজন, চিনতে পারল জন। মূল রাস্তা পেরিয়ে ততক্ষণে ওপাশে বাড়ির আড়ালে চলে এসেছে ও। দ্রুত পায়ে এগোল হোটেলের দিকে। পিছনের রাস্তায় আছে বলে কারও চোখে ধড়া পড়ার সম্ভাবনা কম।

আস্তাবলের সামনে দেখতে পেল সোরেলটাকে। মৃদু শিস্ দিতে

এগিয়ে এল ওটা। ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে ওটাকে আদর করল জন, তারপর এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল। নির্দেশ দিতে হলো না, নিজ থেকে এগোল ওটা। লাগাম টেনে গতি কমিয়ে আনল জন, ছুটতে গিয়ে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় না। শহর থেকে নিরাপদ দূরত্বে যাওয়া পর্যন্ত ঘোড়াকে হাঁটানোর ইচ্ছে ওর।

বেশ খানিকটা আসার পর ঘোড়াটাকে ছুটতে দিল। পিছনে শহরের কোলাহল হারিয়ে গেছে।

পুরানো ক্যাম্প, অর্থাৎ রুক্ষ প্রান্তরে জনের হেডকোয়ার্টার। একটা মাঠের শেষ প্রান্তে। পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা পাথুরে চাঁই আড়াল করেছে জায়গাটাকে, একেবারে কাছে না-গেলে ক্যাম্পের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না।

দূর থেকে আগুনটা দেখতে পেল জন। বেশ বড়সড় আগুন। অস্বাভাবিক! এত বড় করে আগুন জ্বালায় না কেউ, যদি না কোন উদ্দেশ্য থাকে। রুথ তো ছোট্ট করেও আগুন জ্বালাতে পারত? ক্যাম্প চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই ওকে, এটা জানে মেয়েটা।

একটা ঘাপলা আছে বোধহয়। রুথ কোন সঙ্কেত দিচ্ছে না তো?

সোরেলের গতি কমিয়ে ফেলল জন। ঘাস বলে খুরের শব্দ হচ্ছে না তেমন। ক্যাম্প থেকে কিছু দূরে থাকতে স্যাডল ছাড়ল ও, সন্দেহ খচখচ করছে মনে।

সহসা বাম দিকে কিছুটা উঁচু জায়গা থেকে একটা কণ্ঠ ভেসে এল। 'আসছে না কেন এখনও?'

পাহাড়ী কোন চাতালে আছে লোকটা।

'আগুনটা একটু বড় হয়ে গেছে,' বলল আরেকজন। 'ওটা দেখে সাবধান হয়ে যাবে ব্যাটা। আগুন আরও ছোট করে দেওয়া যায় না?'

তৃতীয়জনের কণ্ঠ শোনা গেল এবার। চিনতে পারল জন। ভ্যান রিডল। 'রুথের পক্ষ থেকে হয়তো বিশেষ কোন সঙ্কেত এটা,' বলছে ফোরম্যান। 'যেভাবে আছে সেভাবেই থাক। জর্জ ঠিক খবরই দিয়েছে। জেল থেকে পালিয়ে এখানে আসবে জন।'

দ্বিতীয়জন সম্ভবত ডাস্টি অনলে, বলল: 'জর্জের মতি-গতি বোঝা কঠিন। একবার জনকে জেলে ভরতে চায়, পরক্ষণে আবার ওকে পালাতে সাহায্য করছে।'

'রুথ হয়তো ওকে বুঝিয়েছে,' ব্যাখ্যা দিল প্রথমজন, লোকটা নির্ঘাত স্লিম ব্যারন। 'ম্যাককুইন আর বাওয়ারের সাহায্য নিয়ে জনকে জেল থেকে বের করে আনতে রাজি করিয়েছে জর্জকে।'

'সাহায্য করুক আপত্তি নেই,' একগুঁয়ে স্বরে বলল রিডল। 'কিন্তু অবাক হব যদি সেও বিশ্বাস করে কর্নেলকে খুন করেনি জন। সকালে জর্জ আমাকে জানিয়েছে খুনের মোটিভ জানতে পেরেছে শেরিফ। কর্নেলের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে একজনই–সেই লোক হচ্ছে আমাদের জন সাহেব। তাগড়া বিশটা ঘোড়া আর আর্মির সঙ্গে স্থায়ী চুক্তির লোভ সামলাতে পারেনি।'

লিনিং-বি ফোরম্যানকে পিটিয়ে এতটুকু লাভ হয়নি, তিক্ত মনে ভাবল জন। এ আরেক কিম সার্টিন। আসলে তারচেয়েও খারাপ। শেরিফের মত সেও বিশ্বাস করে জনই খুন করেছে কর্নেলকে। সার্টিন তবুও মন্দের ভাল। আইন মাফিক সবকিছু করতে চায়। কিন্তু ভ্যান রিডল ওসবের ধার ধারে না। নিজেই বিচারক এবং নিজেই জল্লাদ।

'ওসব আইন-ফাইন মানি না আমি,' সরোষে ঘোষণা করল লিনিং-বি ফোরম্যান। 'এবার নাগালে পেলে নিজেরাই লটকে দেব হারামীটাকে!'

দশ

ভেজা মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে সোরেল। জায়গাটা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না ঘোড়াটার। সন্তর্পণে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এগোল জন। গন্তব্য

লিনিং-বি। ক্যাম্পে গিয়ে খাবার সংগ্রহ করার খায়েশ মিটে গেছে ওর। এমন নয় যে রিডলদের ভয় পেয়েছে। আসলে ঝামেলা বাড়াতে চায় না।

ভ্যান রিডলের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা বোধ করছে ও। এত বোকাও হয় মানুষ! জন মনে করে না কর্নেল বা রুথ ওকে বিশ্বাস করেছে বলে রিডলও করবে, বরং উল্টোটাই স্বাভাবিক। সমস্যা রিডলের মানসিকতায়। কোন অবস্থায়ই পূর্ব ধারণা থেকে সরে আসতে নারাজ সে। দেখা হওয়ার আগে থেকে, কর্নেলের মৃত্যুর খবর শুনে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে জনই কর্নেলের খুনী, তা থেকে সরে আসার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করছে না। মত পাল্টানোর সপক্ষে কয়েকটা ঘটনা ঘটেছে, চোখের সামনে ওসব দেখেও দেখছে না। রুথের স্থির বিশ্বাস, ম্যাককুইনের আস্থা, শেরিফের মুখোমুখি হতে জনের দ্বিধাহীন সম্মতি...ভ্যান রিডলের কাছে এসব অর্থহীন।

পশ্চিমে আচরণ দিয়ে মানুষকে বিচার করা হয়। নাম, বংশ বা রক্ত এখানে অচল। গতকাল মারপিটের সময় বা তারও আগে জনের চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে অবগত হয়েছে রিডল, অন্য কেউ হলে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত, নিজের ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করত। কিন্তু ভ্যান রিডল সেই বিলাসিতায় যায়নি।

হয়তো আদৌ কখনও শোধরাবে না সে। কে জানে কোন একদিন পিস্তল হাতে লোকটার মুখোমুখি হতে হয় কি-না। তেমন হলে সত্যি আফসোস করবে জন। হোক না একগুঁয়ে বা অবাধ্য, কিন্তু রিডলকে শত্রু হিসাবে মানতে নারাজ ও।

কিছু দূর আসার পর ঘোড়া থামাল জন, কান পেতে শব্দ শুনল। রিডলরা ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে কি-না বুঝতে চাইছে।

নাহ্, সবকিছু স্বাভাবিক। আগুনটা এখনও জ্বলছে। তবুও ঝুঁকি নিতে নারাজ জন। এবার কোনভাবেই ধরা পড়া চলবে না। সবকিছু শেষ করে, সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ করে জেলে ঢুকবে ও। ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য।

ধীর গতিতে ঘোড়া ছোটাল। জর্জ বেমিসকে নিয়ে ধন্দে পড়ে গেছে। রিডলদের কথায় পরিষ্কার ওকে জেল থেকে বের করার জন্য ম্যাককুইন বা রেফার্টিকে সাহায্য করেছে বেমিস, কিন্তু একইসঙ্গে জনের বিরুদ্ধে খেপিয়েও তুলেছে লিনিং-বি ক্রুদের। আসলে কোথায় লোকটার অবস্থান? বেমিস ওর পক্ষে থাকলে ভালই হত, হয়তো শেরিফকে বোঝাতে পারত। জন যেসব তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করেছে সেগুলো শেরিফকে দেখানো যেত বেমিসের মাধ্যমে।

লিনিং-বির অন্ধকার আঙিনায় প্রবেশ করল সোরেল। পুরো বাড়ি অন্ধকার। কারও জেগে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

ঘোড়া নিয়ে তৃণভূমির দিকে সরে এল জন, তবে র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে দূরে গেল না। ঠিক করেছে আলো জ্বললে ভিতরে ঢুকবে। রুথ বা মেইড মেয়েটা নিশ্চয়ই আগে উঠবে, কিংবা বাঙ্কহাউসের কুক। যে-ই উঠুক, তার কাছ থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হবে।

ঘণ্টাখানেক অপেক্ষার ফাঁকে দুটো সিগারেট ধ্বংস করল ও। আশঙ্কায় আছে রিডলরা হয়তো ফিরে আসবে। তবে এখন পর্যন্ত কারও পাত্তা নেই।

রান্নাঘরে আলো জ্বলতে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসের দিকে এগোল জন, আস্তাবলে চলে এল। স্যাডল-ব্রিডলের বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে স্টলে নিয়ে এল সোরেলটাকে, দানাপানি দিয়ে দলাই-মলাই করল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে বাড়ির দিকে এগোল ও।

পোর্চে উঠে এসে তৃণভূমিতে নজর চালাল। উঁহুঁ, কেউ নেই। কেউ আসছেও না। রিডলরা বোধহয় রাতটা পাহাড়ী চাতালে কাটিয়েছে, কিংবা জনের খোঁজে শহরে চলে গেছে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল জন। রান্নাঘরের টেবিলে বসে আছে রুথ। বিষণ্ণ মুখ। পরদিন কর্নেলের ফিউনেরাল, এদিকে ঘটনা ক্রমে দানা বাঁধছে। দুশ্চিন্তা হতে বাধ্য।

দরজায় করাঘাত করল জন।

রুথ বোধহয় অনুমান করেছিল, জনকে দেখে বিস্মিত হলো না:

বরং স্বস্তি দেখা গেল মুখে। 'যাক, ভালয় ভালয় আসতে পেরেছ। কোন সমস্যা হয়নি তো?'

'সমস্যা একটাই, রাক্ষুসে খিদে পেয়েছে,' হাসতে হাসতে বলল জন।

চুলোর কাছে চলে গেল মেয়েটা। 'তুমি তা হলে আমার সঙ্কেত বুঝতে পেরেছ? জর্জ কাউকে জানাতে নিষেধ করল। বলল শেরিফ টের পেলে ফের তোমাকে জেলে ঢোকাবে।'

দ্রুত হাতে কাজ করছে মেয়েটা।

'জর্জ র‍্যাঞ্চে আছে?' জানতে চাইল জন।

'কোনভাবে তোমাকে সাহায্য করা যায় কি-না দেখতে বেরিয়ে গেছে ও, এখনও ফেরেনি।'

'যদ্দূর মনে পড়ে শেষবার আমাকে জেলে ঢোকাতে অধীর হয়ে পড়েছিল সে। সবকিছু খুলে বলো তো, ম্যা'ম।'

খাবার নিয়ে টেবিলে এল রুথ। জন খাওয়া শুরু করতে ব্যাখ্যা করল: 'বিকালে জর্জ এসে বলল তোমাকে জেল থেকে বের করার একটা বুদ্ধি বের করেছে। ভাবছ হঠাৎ কেন ভোল পাল্টে গেল ওর? সম্ভবত আমার কথা ভেবে। তা ছাড়া, বাবার মৃত্যুর পর সুস্থিরভাবে সবকিছু ভাবেনি ও, তাই তোমার সম্পর্কে চট করে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। কাল বলল ওর মনে হচ্ছে শহরের কেউ খুন করেছে বাবাকে। আসল খুনীকে খুঁজে বের করতে হলে তোমাকে জেলের বাইরে থাকতে হবে। এছাড়া কোন উপায় নেই।'

'তা হলে রিডলদের খেপিয়ে তুলল কেন? ক্যাম্পের কাছে ওঁৎ পেতে ছিল ওরা, জানত জেল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পে যাব আমি। খবরটা ওদের জানার কথা নয়। এও জানার কথা নয় কর্নেলের খুনের পিছনে মোটিভ খুঁজে পেয়েছে শেরিফ, যেটা আমার বিরুদ্ধে যায়।

'ক্রুদের বুঝিয়েছে কর্নেল খুন হলে একা শুধু আমার লাভ। বড্ড উপকার করেছে আমার! গতকাল আমাকে জেলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল রিডল, আর আজ গাছে লটকে দিতে চাইছে।'

থমকে গেল রুথ, বিস্ময়ে কথা সরছে না মুখে। খাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। 'ঠিক বুঝতে পারছি না…বেরোনোর আগে বলে গেল তোমাকে সাহায্য করবে, ভ্যানদের সঙ্গে নিয়ে গেল এ-কারণেই।'

'বড় করে আগুন জ্বালালে কেন? আমাকে সতর্ক করতে চেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। প্ল্যানমত ক্যাম্পে থাকার কথা ছিল আমার। বেরও হয়েছিলাম। কিন্তু পথে মনে হলো কেউ অনুসরণ করছে। জানোই তো পুরো এলাকা চিনি আমি। সুযোগ বুঝে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়লাম, একটু পর দেখলাম ঠিকই সন্দেহ করেছি। আমি নিশ্চিত, ওরা মবি কিমেলের লোক ছিল, তবে অন্ধকার বলে ভাল করে দেখতে পাইনি।'

'অন্য কেউ হতে পারে না?'

'পারত, কিন্তু কিছুদিন ধরে র‍্যাঞ্চে ওদের আনাগোনা টের পেয়েছি। খুলেই বলি তা হলে।' মাংস চিবাতে ক্ষণিকের জন্য থামল রুথ, তারপর খেই ধরল: 'সেদিন তোমার কাছে জানলাম কিমেলই খুন করেছে বাবাকে। ভাবলাম অযথা বসে থাকব কেন, একটু খোঁজ-খবর রাখতে দোষ কোথায়।

'বাবার একটা টেলিস্কোপ আছে। ওটা দিয়ে প্রায়ই পাহাড় খুঁজে দেখেছি। দু'দিন তিনজনকে চোখে পড়ল, আমাদের র‍্যাঞ্চের উপর নজর রাখছিল। এমনকী ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাহাড়ে কাটিয়েছে ওরা। সারাক্ষণ নজর ছিল র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর। একবার খোদ মবি কিমেলকেও দেখেছি।

'তো, এরপর মনে হলো এবার তোমার উপর হামলা করবে ওরা। শহরে একবার চেষ্টা তো করেছেই, তাই না? এখানে খোলা জায়গায় আবার করতে দোষ কী?'

'এজন্যই আমাকে সাবধান করতে চেয়েছ?'

'হ্যাঁ। ক্যাম্পে গিয়ে আগুন জ্বালিয়ে আর দেরি করিনি। আমি ওখানে থাকলে ওদের সন্দেহ হবে, শেষে স্রেফ তোমাকে ধরিয়ে

দেওয়া হবে। ওদেরকে ধাপ্পা দিলাম যে আমি কোন কিছু সন্দেহ করিনি বা ওদের অস্তিত্ব টের পাইনি। আমার তখন একমাত্র চিন্তা কীভাবে ভ্যানদের নিয়ে তোমাকে সাহায্য করা যায়। র‍্যাঞ্চে ফিরে ওদের পেলাম না। জর্জ ছিল অবশ্য। ও তখন বেরিয়ে যাচ্ছিল। বলল ও জানে ভ্যানরা কোথায় আছে। আমাকে আশ্বস্তও করল যে এতজন আছে যখন, তোমার কোন অসুবিধা হবে না। কিমেলরা নিশ্চয়ই এত লোকের মধ্যে তোমার উপর হামলা করবে না।'

'জর্জ বোধহয় ওদের খুঁজে পায়নি। ক্যাম্পের ধারে আমার অপেক্ষায় ছিল ওরা।'

'জর্জ কেন করল কাজটা? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। মাঝে মাঝে ওকে খুব দুর্বোধ্য লাগে। আজগুবি জিনিস করে বসে! ওই মোটিভের কথাই ধরো, ভ্যানদের বলল, অথচ আমাকে জানায়নি। এর কোন মানে হয়?' অসহায়ত্ব ফুটে উঠল রুথের মুখে।

কিছু বলল না জন, নীরবে ভাবছে। জর্জ বেমিস আসলেই একটা রহস্য। রুথের কথায় কোন কিছু স্পষ্ট হয়নি, বরং আরও সন্দিহান হয়ে পড়েছে ও। জর্জ বেমিসকে পেলে ভাল হত।

'আচ্ছা, ওরা আসছে না কেন?' অধৈর্য শোনাল রুথের কণ্ঠ। 'এতক্ষণে…' কথা শেষ করল না মেয়েটি, শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল জনের দিকে। 'জর্জই বা কোথায় গেল? ভ্যানদের খোঁজে শহরে যায়নি তো? তারপর হয়তো পোকার খেলতে বসে গেছে। ওহ্, তাস! খেলায় বসলে জর্জের আর হুঁশ থাকে না।'

'কিন্তু তাতে ওর আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না,' মন্তব্য করল জন, কফির কাপে চুমুক দিয়েছে। 'তোমার কাছে বলল এক কথা আর রিডলদের কাছে আরেক কথা। যাকগে, শিগ্গিরই সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

'কী করবে এখন, জন?'

রুথ বোধহয় নিজেও টের পায়নি সম্বোধন পাল্টে ফেলেছে। ব্যাপারটা অগ্রাহ্য করল জন। 'ঠিক করিনি এখনও। তবে এটা বুঝতে

পেরোচ্ছ এখানে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। যে-কোন সময়ে এসে পড়তে পারে কেউ।'

'কোথায় যাবে?'

'পাহাড়ে চলে যাব। আমার তো মনে হয় সমস্ত রহস্যের চাবি ওখানে লুকিয়ে আছে। চিন্তা কোরো না, লুকানোর অনেক জায়গা আছে, অন্তত একটা জায়গা চিনি যেখানে রিডল বা শেরিফ—কেউ যেতে পারবে না।'

কফির কাপ নামিয়ে রেখে দরজার দিকে এগোল জন। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। 'ভুলেই গেছিলাম! ম্যাপ বা কাগজপত্র কিছু পেয়েছ, ম্যা'ম?'

'পাইনি। অযথাই কয়েক ঘণ্টা খাটলাম। খেটে যদি পাওয়া যেত, শান্তি পেতাম। বাবার ডেস্কে গোপন একটা কুঠুরি আছে। ড্রয়ারের নীচে খোপটা। কিন্তু ওটায় ব্যবসায়িক কাগজ ছাড়া কিছু নেই।'

'ওগুলো হয়তো এতক্ষণে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ...ধন্যবাদ, ম্যা'ম। আমার কথা কাউকে বলার দরকার নেই। জর্জকেও বোলো না।'

'কিন্তু...'

'বলে কি খুব লাভ হবে?'

শ্রাগ করল রুথ। 'বেশ, তাই হবে। সাবধানে থেকো।'

আন্তরিক কণ্ঠটা ছুঁয়ে গেল জনকে। দ্রুত বেরিয়ে এল ও, পোর্চ ধরে হনহন করে এগোল আঁস্তাবলের দিকে। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল-ব্রিডল সাজাতে মিনিট কয়েক লাগল। তারপর তৃণভূমি ধরে পশ্চিমে পাহাড়সারির দিকে যাত্রা করল।

লিনিং-বি আর ফ্লাইং-কের সীমানা ওর গন্তব্য।

মিনিট ত্রিশ পর পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে গেল জন। এখান থেকে শুরু হয়েছে মবি কিমেলের র‍্যাঞ্চের সীমানা। একপাশে পাইন বন। দূরে স্প্রুসের ডালে তৈরি করাল চোখে পড়ছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ লাইন-ক্যাম্প। পাইন বনে দাঁড়িয়ে থেকে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে পুরো এলাকা জরিপ করল জন। পাহাড়ে বা লাইন-ক্যাম্পে

নেই কেউ।

সোরেলকে ঝোপের আড়ালে রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল ও। খানিকটা বিশ্রাম নেবে, একইসঙ্গে অপেক্ষাও করা হবে। দেখাই যাক না, কী ঘটে। মবি কিমেল বা অন্য কেউ সশরীরে দেখা দিতেও পারে। রুথের সন্দেহটা সত্যি কি-না জানা দরকার। এখন পর্যন্ত আড়ালে রয়ে গেছে ফ্লাইং-কে। হয়তো অন্য কেউও জড়িত, কিন্তু সন্দেহজনক চরিত্র হিসাবে কিমেলের নামটা আসে সবার আগে।

এখনই পাহাড়ে বা ক্যানিয়নে ঢুঁ না-মারার পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য আছে জনের। ওর খোঁজে নিশ্চয়ই সারা তল্লাট চষে বেড়াচ্ছে শেরিফ। পাসিও বের হতে পারে। সবার আগে ক্যানিয়ন আর আশপাশের পাহাড়ে খুঁজবে ওরা, কারণ জনের পক্ষে ওখানে যাওয়াই স্বাভাবিক। তাই ইচ্ছে করে ওদিকটা এড়িয়ে চলছে ও।

একটা দিন কাটুক। শেরিফের উৎসাহে ভাটা পড়ুক, তারপর যাওয়া যাবে।

কিছুটা হলেও ক্লান্তি লাগছে, তবে ঘুম আসছে না। সময়টা অলসভাবে না-কাটিয়ে ভাবনার জটগুলো ছাড়ানোর প্রয়াস পেল জন। কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না। বারবার খেই হারিয়ে ফেলছে, মেলাতে পারছে না। এত চরিত্র, তায় কারও সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই।

উঁহুঁ, আরও জানতে হবে। জেমস বাওয়ার, জর্জ বেমিস, মবি কিমেল, বেন ডেগনার কিংবা শেরিফ...রিডলকে বাদ দিচ্ছে কোন্ সুখে? প্রত্যেকে জনের কাছে দুর্বোধ্য চরিত্র, অথচ এরাই ওর বা ব্রেসওয়েল পরিবারের সমস্ত দুর্ভোগের কারণ। তাই অচিরে সবার চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ করতে হবে। সেজন্য কিছুটা হলেও সময় চাই। সমস্যা হচ্ছে ওই জিনিসটার ঘাটতি রয়েছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো। স্রেফ শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছে জন। ভাগ্যিস, সঙ্গে খাবার দিয়েছিল রুথ, নইলে অভুক্ত থাকতে হত। অন্তস্তল থেকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটিকে।

ঝর্নার পানি আর অফুরন্ত ঘাস রয়েছে বলে সোরেলটাকে নিয়ে চিন্তা করতে হচ্ছে না। বিশ্রাম পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে ওটা।

সকাল থেকে কিছুটা হলেও দুশ্চিন্তায় ছিল জন। নেহাত দুর্ভাগ্যক্রমে কারও চোখে ধরা পড়ে যেতে পারত, তবে তেমন কিছু হয়নি। পাহাড় বা তৃণভূমিতে কাউকে দেখতে পায়নি।

মাইল দুয়েক দূরে ফ্লাইং-কে র‍্যাঞ্চ হাউস। ওখানে ঢুঁ মারার ইচ্ছেটা হঠাৎ এল মাথায়। যেই ভাবা সেই কাজ, মিনিট দুয়েক পর যাত্রা শুরু করল জন।

ধীর গতিতে এগোল। বেশিরভাগ সময় ঘোড়াকে হাঁটাচ্ছে। দূরে পাহাড়ের কোলে ফ্লাইং-কে র‍্যাঞ্চ হাউস দেখতে পেয়ে থামল ট্রেইলের ধারে, নিচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে নজর রাখল। পাহাড়ের কোলে বাড়িটা। একপাশে বাঙ্ক হাউস, বার্ন আর আস্তাবল। কুকশ্যাকটা বাড়ির পিছনে।

বড়জোর দু'জন লোক আছে র‍্যাঞ্চে। একজন কুক, অন্যজন বোধহয় হসল্যার। লাগোয়া করালে কয়েকটা ঘোড়া আপনমনে ঘাস খাচ্ছে। ইঁদুর-রঙা একটা বাকস্কিন জনের মনোযোগ কেড়ে নিল। চেনা লাগছে! ঘোড়াটাকে দেখেছে কোথাও!

ফিল্ডগ্লাস দিয়ে ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে দেখল। ঠিকই অনুমান করেছিল। পায়ল ক্যানিয়নে ঘোড়ার স্ট্যাম্পিডের সময় মাথায় আঘাত খাওয়ার আগে গ্রুলাটাকে দেখতে পেয়েছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়ার আগে, মুহূর্তের জন্য ওর অবচেতন মনে স্মৃতিটা জমা হয়ে ছিল, গ্রুলার মাথার কাছে সাদা ছোপ আর একটা পা গাঢ় কালো রঙের দেখে মনে পড়ে গেছে।

ওকে মাথায় আঘাত করেছিল যে-লোকটা, এটা তারই ঘোড়া ছিল। লোকটা মবি কিমেল, পরে কণ্ঠ শুনে শনাক্ত করেছে জন। আর এখন ঘোড়াটাকে তারই করালে দেখতে পেল। প্রমাণ হিসাবে কোর্টে উপস্থাপন করার মত নয়, কিন্তু জনের দ্বিধা কাটানোর জন্য যথেষ্ট।

খুরের ছাপ দেখা যেতে পারে, ভেবে সন্তর্পণে আড়াল ছেড়ে

বেরিয়ে এল জন। পাহাড়ী ঢাল ধরে নেমে এল করালের কাছে। ঝোপঝাড় আড়াল তৈরি করেছে। বাঙ্কহাউসের সামনে বা পোর্চে কেউ নেই। এদিকে দিনের আলো কমে এসেছে। সন্ধ্যা নেমে গেলে খুরের ছাপ আর দেখতে পাবে না, তাই কৌতূহল এখনই নিবৃত্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন।

র‍্যাঞ্চ হাউস বা কুকশ্যাক থেকে ওকে দেখে ফেলতে পারে কেউ, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করেছে ও। পায়ল ক্যানিয়নে তিন সেট খুরের ছাপ দেখেছে জন, মনেও রেখেছে ওগুলোর প্যাটার্ন। গ্রুলাটাকে দেখার পর ওর স্থিরবিশ্বাস জন্মেছে অবিকল একই প্যাটার্ন এখানেও দেখতে পাবে।

করালে ঢুকে তালাশ শুরু করল ও। অসংখ্য ছাপ রয়েছে, তবে জন জানে কী খুঁজতে হবে, তাই সময় লাগল না তেমন। মিনিট বিশেকের মধ্যে পেয়ে গেল ছাপগুলো। মজার ব্যাপার, প্রায় পাশাপাশি রয়েছে ওগুলো, র‍্যাঞ্চ হাউসের লাগোয়া দেয়াল বরাবর।

সন্ধ্যা নামল তৃণভূমিতে। এরই মধ্যে র‍্যাঞ্চ হাউসে ফিরে এসেছে ক্রুরা। নয়জন। মবি কিমেল ফিরেছে সবার পরে। শহরের দিক থেকে একা এসেছে।

ইতোমধ্যে পাহাড়ী ঢালে ফিরে এসেছে জন। নিরাপদ আড়াল থেকে নজর রাখছে ফ্লাইং-কে র‍্যাঞ্চ হাউসের উপর।

রাত নেমে এল একসময়। দূরে লিনিং-বি র‍্যাঞ্চ হাউসের বাতিটা ক্ষুদ্র পোকার আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিসীমায় ধরা দিচ্ছে। জনের ইচ্ছে হলো সেখানে চলে যায়। এক মগ কফি খেতে মন চাইছে। কিন্তু উপায় নেই। ফের ভ্যান রিডলদের তোপের মুখে পড়া ঠিক হবে না।

শেরিফ নিশ্চয়ই লিনিং-বিতে ঘুরে গেছে? গতরাতের ঘটনার পর কী করবে সার্টিন? ওর নামে পুরস্কার ঘোষণা করবে না তো? অমন দুষ্টবুদ্ধি দেওয়ার মত বহু লোক আছে লস্ট রীভারে।

দূরাগত খুরের শব্দ ওর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটাল।

হালকা-পাতলা দেহ দেখে প্রথমেই জর্জ বেমিস বলে নিঃসঙ্গ

অশ্বারোহীকে শনাক্ত করল জন। জড়সড় ভঙ্গিতে স্যাডলে বসেছে রুথের মামা। সবসময় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করে নাকি লোকটা?

চাঁদের আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ছে বেমিসকে। জনের কাছ থেকে বড়জোর ত্রিশ গজ দূর দিয়ে যাচ্ছে।

কী করছে সে এখানে? পোকার খেলবে? নাকি আরও গভীর কোন ব্যাপার?

কাজ নেই তো খই ভাজ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন, জর্জ বেমিসের উদ্দেশ্য জানবে। মিনিট খানেক অপেক্ষা করে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও। করালের কাছে পৌঁছে গেছে জন, এ-সময় বাড়ির সামনে পৌঁছল বেমিস, পিছলে স্যাডল থেকে নামল।

প্রায় মাঝ আকাশে উঠে গেছে চাঁদ, আলোর ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে। মায়াবী আলোয় ভিজছে মবি কিমেলের বাড়ির লে-আউট।

গায়ের জোরে দরজায় করাঘাত করছে বেমিস। মনে হলো কেউ দরজা খুলবে না, কিন্তু মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই বাতি হাতে দরজায় বিশাল একটা কাঠামো দেখা গেল। মবি কিমেল। কিছু বলল না সে, সরে বেমিসকে ভিতরে ঢুকতে দিল।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

এত রাতে কেন কিমেলের কাছে এসেছে বেমিস? কী আলাপ করছে ওরা? কৌতূহল নিবৃত্ত করা কঠিন হয়ে পড়ল জনের পক্ষে। দ্রুত পায়ে করাল পেরিয়ে এগোল ও। সতর্ক, শব্দ করে শত্রুদের ডেকে আনতে চায় না।

দরজা খুলে গেল আবার। তিনজন বেরিয়ে এসে বাঙ্ক হাউসের দিকে চলে গেল। দু'জন ভিতরে ঢুকে গেলেও বাইরে দাঁড়িয়ে থাকল অন্য লোকটা। সিগারেট ধরিয়েছে।

একটা শেষ। শালা আরও একটা ধরিয়েছে! এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো প্যাকেট শেষ করবে নাকি? তক্ত মনে ভাবল জন। লোকটা দাঁড়িয়ে থাকায় এগোতে পারছে না। অথচ জর্জ বেমিস আর কিমেলের আলাপ শুনতে অধীর হয়ে পড়েছে। বিস্মৃত হয়েছে নিজের

সতর্কতা, একবারও মনে হয়নি কত বড় ঝুঁকি নিয়েছে, কিংবা পুরো ব্যাপারটাই একটা ফাঁদ হতে পারে।

চাঁদের আলোয় লোকটাকে ভাল করে দেখল জন। টেক গেন্ট্রি। ওর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। বাঙ্কহাউসে ঢোকার লক্ষণ নেই, মনে হচ্ছে ব্যাটা সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে রাত শেষ করে দেবে।

অগত্যা ভিন্ন পথ অবলম্বন করল জন। একটু ঘুরে বাড়ির পিছনে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাবধানে পা বাড়াল। কিন্তু বিধি বাম! ত্রিশ গজ মত এগোনোর পর শুকনো লতায় পা জড়িয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

ঢাল বরাবর গড়িয়ে পড়ল ওর শরীর।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে গেন্ট্রি। সেয়ানা লোক। অন্য কেউ হলে হয়তো দেখার জন্য এগিয়ে আসত, কিন্তু কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে, হাতে পিস্তল চলে এসেছে।

চাঁদের আলোয় ঠিকই জনকে চিনতে পারল সে। আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলল: 'মবি! এই মবি, জলদি এখানে এসো! জন ব্যাটা হাজির হয়ে গেছে! তোমার দোস্ত!'

ঢাল ধরে উঠে যাওয়া সম্ভব নয়। যেটা ওরা আশা করছে না, তাই করল জন। সমতল জমিতে পা রাখা মাত্র উঠেই খিঁচে দৌড় দিল বাড়ির দিকে। তারপর আচমকা দিক পরিবর্তন করে র‍্যাঞ্চ হাউসকে পাশ কাটিয়ে পিছনের ঝোপঝাড়ের দিকে ছুটল।

পিছনে গর্জে উঠল দুটো পিস্তল।

পায়ে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারল কেউ। হুমড়ি খেয়ে ফের পড়ে যাচ্ছিল জন। না, পড়ল না। শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। এখন পড়ে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু। তিক্ত সত্যটা শক্তি যোগাল ওকে। প্রাণপণে ছুটছে।

পিছনে ছুটন্ত পদশব্দ। আবার গুলি করল কেউ। ভীতিকর শব্দ তুলে কানের পাশ দিয়ে চলে গেল তপ্ত সীসা। দু'হাত সামনে প্রকাণ্ড পাইনের গুঁড়িতে "থ্যাচ" করে বিঁধল। এদিকে জনের শিসের শব্দে

ছুটতে শুরু করেছে সোরেল। আর বিশ গজ, তারপর ঘোড়ার নাগাল পেয়ে যাবে। আড়াআড়ি ঢাল ধরে ছুটে আসছে ওটা।

চট করে পাইনের আড়ালে সরে গেল জন। তারপর মাথা নিচু করে ছুটল। পিছনে মুহুর্মুহু গুলি করছে শত্রুরা, পণ করেছে যেন আজ জন নামের আপদটাকে নিকেশ করবেই।

ছুটন্ত সোরেলটা ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান একটা ডাইভার্শন তৈরি করল। শত্রুপক্ষ ক্ষণিকের জন্য মনে করল জন একা নয়, আরও কেউ আছে।

'ঘোড়া নিয়ে এসো!' হাঁক ছাড়ল টেক গেন্ট্রি। 'হারামজাদার পিছু নিতে হবে! আজ কোনমতে ছাড়া যাবে না ওকে!'

তীরবেগে ছুটে এল সোরেল। সামান্য গতি কমাল যাতে পিঠে চাপতে পারে জন। লাফ দিয়ে স্যাডলে চাপল ও, তারপর ঠকাস করে স্যালুট ঠুকল প্রকাণ্ড পাইনের উদ্দেশে। অন্তত দশটা গুলি বিঁধেছে ওটায়। বেচারা না-থাকলে হয়তো জনের দেহে বিঁধত এর দু'একটা।

মৃদু হাসি ফুটল জনের ঠোঁটের কোণে। স্বস্তির প্রবাহ ওর সারা দেহে। পায়ে বুলেট বেঁধার যন্ত্রণা রীতিমত বিস্মৃত হয়েছে। ওরা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিতে দিতে অনেক দূরে চলে যেতে পারবে।

অনেক দূর, কিন্তু কোথায়? আদৌ নিরাপদ কোন জায়গা আছে কি? শরীরে ক্লান্তি। পা বেয়ে রক্তের ধারা নামছে। ক্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ও। রক্তক্ষরণের দুর্বলতা বোধহয়।

ঘোড়াটাকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস পেল জন। হাতে জোর পাচ্ছে না, মাথা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। শেষে হাল ছেড়ে দিল। নিজের ইচ্ছেমত চলুক সোরেল।

সব জায়গায়ই তো বিপদ!

এগারো

বুলেটটা কি পায়ের ভিতরে রয়ে গেছে? থাকলে বিপদ। টানা রক্তক্ষরণে চেতনা হারিয়ে ফেলার যোগাড় হয়েছে জনের। পাহাড়ী ঢালে হুমড়ি খেয়ে পড়ার সময় মাথায়ও আঘাত লেগেছে।

ঘোড়াটা কোন্ দিকে যাচ্ছে? ওর পুরানো ক্যাম্পে বোধহয়। নির্দেশ না-পেলে সাধারণত ওখানেই যায়। হঠাৎ জনের মনে পড়ল রিডলরা থাকতে পারে ক্যাম্পে; কিংবা শেরিফ বা অন্য কেউ। অনেকেই এই ক্যাম্পের কথা জেনে গেছে।

লাগাম টেনে সোরেলের দিক বদল করল ও। 'শহরে চল্, বাছা,' ফিসফিস করল জন। 'তাড়াতাড়ি!'

পাহাড়ী এলাকাটা যদি ওর জন্য হয়ে থাকে ফুটন্ত কড়াই, তা হলে লস্ট রীভার সিটি জ্বলন্ত উনুন। তবুও যাচ্ছে। দুটো কারণে। সম্ভব হলে একজন ডাক্তারের সেবা নেবে; এবং অন্য কারও কাছ থেকে না-হলেও অন্তত দু'জন লোকের সাহায্য পাবে। ম্যাককুইন আর রেফার্টি। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে অন্য কারও মুখোমুখি পড়ে গেলে কপালে খারাবি আছে ওর।

ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। লিনিং-বিতে যাওয়া যাবে না, কারণ সবার আগে ওখানে জনের খোঁজ করবে শেরিফ বা ফ্লাইং-কে ক্রুরা।

মাথা ঝিমঝিম করছে ওর, সুস্থিরভাবে চিন্তা করতে পারছে না। ক্রীক পেরোনোর সময় মিশ্র অনুভূতি হলো। ক্ষতে ঠাণ্ডা পানির ছোঁয়া লাগতে ব্যথা কমে গেল, কিন্তু অন্য পা জমে বরফ হওয়ার দশা

হলো।

কোনমতে শহরে এসে পৌঁছল জন। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। ভুতুড়ে লাগছে দালানগুলো। চারদিক নিস্তব্ধ। খুব কমই আলো চোখে পড়ছে। গ্যারি রেফার্টির আস্তাবলের সামনে ঘোড়া থামাল ও। ছেঁচড়ে স্যাডল ছাড়তে সক্ষম হলেও দাঁড়াতে পারল না, হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে। পায়ে ভর দিতে পারছে না। প্রচণ্ড রক্তক্ষরণে শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ফাঁকা লাগছে মাথাটা। সব অনুভূতি ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। চিৎ হয়ে পড়ে থাকল, উঠে বসারও শক্তি নেই দেহে। অজ্ঞান হওয়ার আগে প্রার্থনা করল যেন ম্যাককুইন বা রেফার্টি সবার আগে ওকে দেখতে পায়।

চেতনা ফিরতে টের পেল কে যেন ওর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কিছু খাওয়াতে চেষ্টা করছে। ঝাপস্য দৃষ্টি স্পষ্ট হতে ম্যাককুইনের মুখ দেখতে পেল জন। সম্ভবত ব্র্যান্ডি খাওয়াচ্ছে। ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক করল ও। গলা বেয়ে নেমে গেল কড়া পানীয়, টনিক হিসাবে কাজ করবে ওটা।

কিছুক্ষণের মধ্যে অনুভূতিগুলো সতেজ ও সক্রিয় হয়ে উঠল।

আস্তাবলের লাগোয়া রেফার্টির নিজস্ব কামরা এটা, এক নজরে দেখে নিল জন, দরজায় দাঁড়িয়ে আছে হসল্যার, সতর্ক দৃষ্টিতে বারবার বাইরেটা দেখে নিচ্ছে।

'আজ এক হাজার কামাই করেছে গ্যারি,' আমুদে স্বরে বলল বেন্ডার ম্যাককুইন।

'মানে?' জানতে চাইল জন।

'তোমার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক হাজার। আহা, এত মূল্যবান একটা জিনিস কি-না রাস্তায় পড়ে ছিল!'

'শেরিফ?'

'আরে না! এটা মবি কিমেলের কাজ। ঘোষণা দিয়েছে তোমাকে জীবিত বা মৃত ধরে দিতে পারলে এক হাজার ডলার পুরস্কার দেবে।'

'মাত্র? এত কম দাম আমার?' ক্ষীণ স্বরে পাল্টা কৌতুক করল জন।

'অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? অপেক্ষা করেই দেখো, আরও একটা দিন গেলে দ্বিগুণ হয়ে যাবে। মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছ। সহজে পার পাবে না এবার।'

খেলা তা হলে জমে গেছে! এটাই চেয়েছিল জন। শত্রুপক্ষ অস্থির হলে ভুল করবে, নিজেদের নিরাপদ অবস্থান ছেড়ে বেরিয়ে আসবে, আর তা হলে তাদের ছুঁয়ে ফেলার সুযোগ পেয়ে যাবে ও।

'অত আনন্দের কী আছে, আমি তো বুঝতে পারছি না!' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সেলুন মালিক।

'খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ওরা। একে একে সবক'টাকে পাকড়াও করব।'

'মবি এসেছে শহরে,' দরজার কাছ থেকে ঘোষণা করল গ্যারি রেফার্টি। 'আটজন আছে সঙ্গে। ও বোধহয় চেলা-চামুণ্ডা ছাড়া চলতে জানে না।' ভিতরে ঢুকে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল সে।

'ক'টা বাজে?'

'ভোর হতে বেশি দেরি নেই।'

'জনকে আমার পার্লারে নিয়ে গেলে হত না?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইল ম্যাককুইন। 'এখানে থাকলে যে-কোন সময়ে ধরা পড়ে যেতে পারে। তা ছাড়া, ওর যত্নও দরকার।'

জবাব না-দিয়ে দ্রুত পায়ে দরজার কাছে চলে গেল হসল্যার। ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে পুরো রাস্তা জরিপ করল সে, তারপর নিচু স্বরে বলল: 'চেলাদের নিয়ে ল-অফিসের দিকে যাচ্ছে কিমেল। জনকে যদি সরাতে হয়, এটাই মোক্ষম সময়।'

দাঁড়াতে গিয়ে কাতরে উঠল জন। দু'দিক থেকে দু'জনের সাহায্য নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর নির্বিঘ্নে রাস্তা পার হলো। একটা নেড়ি কুকুরও নেই রাস্তায়। শুধু ল-অফিসের পোর্চে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ফ্লাইং-কে ক্রুদের কেউ কেউ বাইরে

দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, অন্যরা বসের সঙ্গে ভিতরে ঢুকেছে।

গলিতে ঢুকে পড়বে, এ-সময় উল্টোদিক থেকে বেরিয়ে এল এক লোক, দ্রুত পায়ে হাঁটছে।

'আমাকে ছেড়ে দাও,' দ্রুত বলল জন। 'নইলে সন্দেহ করবে লোকটা।'

নির্দেশটা মেনে নিল ওরা।

আবছা অন্ধকার জায়গাটায়। কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে লোকটা, চোখ কুঁচকে দেখল জনকে। মুখের উপর যতটা সম্ভব হ্যাটের ব্রিম নামিয়ে দিয়েছে ম্যাককুইন আর রেফার্টি। কোন দিকে না-তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে গেল তিনজন। জনকে দেখে মনে হলো না আহত হয়েছে। ঠিকমত হাঁটতে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা ওর। তীব্র যন্ত্রণা বোধ করছে পায়ে, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে হজম করছে।

ওরা তাকে পেরিয়ে যাওয়ার পরও কয়েক সেকেন্ড কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। মূল রাস্তায় উঠে ডানে চলে গেল।

দু'জন আবার দু'দিক থেকে ধরল জনকে। দালানের ছায়ায় এগিয়ে চলল ওরা। গলির মাথায় এসে বামে মোড় নিয়ে বাড়ির পিছনের পথ ধরে "প্যালেস"-এ বেডার ম্যাককুইনের পার্লারের দরজায় পৌঁছে গেল।

ডিভানে শোওয়ানো হলো জনকে। ছুরি দিয়ে ট্রাউজারের পা কেটে ফেলল হসল্যার। 'দেখো, কী করতে পারো। ডাক্তারকে এখন পাওয়া যাবে না। ওর ঘোড়াটাকে সেলুনের পিছনে এনে রাখছি, বলা যায় না যে-কোন মুহূর্তে হয়তো দরকার হতে পারে।'

'স্যাডলব্যাগে ওর বাড়তি ট্রাউজার থাকলে নিয়ে এসো।'

আগেই গরম পানির ব্যবস্থা করেছে ম্যাককুইন। পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষত পরিচর্যা করল সে। 'গুলিটা করল কে?' কাজের ফাঁকে জিজ্ঞেস করল জনকে।

খুলে বলল জন। 'এখানে বোধহয় বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব চলে যেতে হবে। কিমেল নিশ্চয়ই এখানেও হানা দেবে।'

'চলে গেলে উপত্যকায় ওঅটরহোলের পাশে ঘোড়ার খুরের ছাপ দেখেছ, কথাটা শেরিফকে জানাবে কে? তা ছাড়া, যাবেই বা কোথায়? এখান থেকে বেরোলেই হায়েনার দলের মুখে গিয়ে পড়বে!'

'তুমি জানাতে পারো।'

'শেরিফ আমার কথা বিশ্বাস করলে তো! শুনে মুখের উপর হাসবে। সেদিন তুমি চলে যাওয়ার পর যা চোটপাট দেখাল, রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিল! ডেগনারও পারলে আমার গায়ে হাত তোলে। বললাম তোমার ব্যাপারে কিছু জানি না। আসলে কি জানতাম? কিন্তু আমার কথা ওরা বিশ্বাস করেনি।'

'ক'টা দিন ধৈর্য ধরতেই হবে, মি. ম্যাককুইন,' সান্ত্বনার সুরে বলল জন। 'আর দু'একটা সূত্র পেলে খাপে খাপে মিলে যাবে সব, তারপর দেখা যাবে ডেগনার বা শেরিফ কত চাপাবাজি করতে পারে।'

ট্রাউজার নিয়ে ফিরে এসেছে বুড়ো হসল্যার। 'ল-অফিসে লোকের ভিড় বাড়ছে। ওরা বোধহয় সেলুন ঘেরাও করবে।'

ক্ষতটা পরীক্ষা করছে ম্যাককুইন। বলল, 'ভিতরে গুলি নেই। মাংস ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছি।'

এত বিপদের মধ্যেও কিছুটা স্বস্তি বোধ করল জন। মন্দের ভাল বলা চলে। শেরিফের সঙ্গে বাতচিৎ করার পর নিশ্চয়ই দল নিয়ে বেরোবে মবি কিমেল। সার্টিন তাকে ঠেকিয়ে রাখতে চাইবে, কিন্তু এমন নয় যে জনকে বাঁচাতে চায়। ব্যাপারটা কর্তৃত্বের। শেরিফ চায় আইন মাফিক ঘটুক সবকিছু। সেক্ষেত্রে, জনকে কোর্টে হাজির করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাবে। কিমেলের হাতে পড়লে নির্ঘাত নেক-টাই পার্টির আয়োজন হয়ে যাবে আজ। এটা খুব ভাল করে জানে সার্টিন।

ম্যাককুইন আর রেফার্টির ভাগ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে জন। উঁহুঁ, শেরিফ বা কিমেল আসার আগেই এখান থেকে চলে যেতে হবে, নইলে বিপদে পড়ে যাবে এরা।

'জর্জ লোকটার মতি-গতি এতদিনে বোঝা গেল,' ব্যান্ডেজ বাঁধার সময় বিড়বিড় করল ম্যাককুইন। 'কাল বিকালে এসে বলল তোমাকে জেল থেকে বের করা দরকার। দু'জনে মিলে প্ল্যান করলাম। শেষে রুথকে খবরটা জানিয়ে দিতে বললাম। দিল ঠিকই, কিন্তু এদিকে রিডলদেরও খেপিয়ে দিল তোমার বিরুদ্ধে। দারুণ ফন্দি এঁটেছিল ওরা। ফাঁদটা নিখুঁত ছিল। রুথ বুদ্ধি করে আগুন না-জ্বাললে তুমি এতক্ষণে স্বর্গে পৌঁছে যেতে বোধহয়।'

বাড়তি ট্রাউজার পরল জন। শেষ করেছে, এ-সময় সেলুনের বাইরে শোরগোল শোনা গেল। 'দেখে এসো তো, কারা,' জরুরী কণ্ঠে হসল্যারকে বলল ম্যাককুইন।

ছুটল বুড়ো।

মিনিট খানেক পর ফিরে এল সে। 'শেরিফ, কিমেল আর ওর সাঙ্গপাঙ্গ। একেকজনকে একেক নির্দেশ দিচ্ছে মবি. মনে হচ্ছে যেন সেনাবাহিনীর জেনারেল। কর্নেলের মত ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে গেন্ট্রি।'

'দেরি করা ঠিক হবে না,' কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়াল জন। 'উপত্যকায় পৌঁছতে পারলে চিন্তা নেই, আমাকে খুঁজে পাবে না কেউ। রুথকে একটা খবর দিতে পারবে, মি. ম্যাককুইন?'

'আমি পারব,' সোৎসাহে জানাল হসল্যার। 'রিডলের কাছে দশ ডলার পাওনা আছে আমার। কাল সেটা আনতে যাব।'

সেলুনের সামনে হৈচৈ শুরু হয়েছে। ভাঙচুর হচ্ছে না, তবে একটু পর তাও শুরু হতে পারে, জানে ম্যাককুইন। অচিরে সামনে চলে যাওয়া দরকার, নইলে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বে না কিমেলের ক্রুরা।

এদিকে বসে নেই জন, সিলিংয়ের ট্র্যাপডোরের নীচে চলে

এসেছে। একটা চেয়ার নিয়ে এল রেফার্টি, জনকে উঠতে সাহায্য করল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ব্যথায় কুঁচকে গেল জনের মুখ, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। যেভাবে হোক বেরিয়ে যেতে হবে, নইলে নিজেও বিপদে পড়বে, এ দু'জনকেও বিপদে ফেলা হবে। ইতোমধ্যে অতি উৎসাহী কেউ সেলুনের পিছনে চলে না-গেলেই হয়। ফাঁকি দিয়ে সরে পড়তে সমস্যা হবে না।

দু'হাতে সমস্ত শরীরের ওজন চাপিয়ে ট্র্যাপডোরের কিনারা চেপে ধরল জন। বিক্ষত পা'টা সাংঘাতিক ভারী মনে হচ্ছে। অতি কষ্টে উপরের দিকে টেনে তুলল শরীর।

'কী খবর দিতে হবে রুথকে?' নীচ থেকে জানতে চাইল গ্যারি রেফার্টি।

হাঁপাচ্ছে জন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। ছাদে পা রেখে চারপাশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিয়েছে। সোরেলটাকেও দেখতে পেয়েছে। উঁহুঁ, কেউ নেই।

'ওকে বোলো ম্যাপ বা কাগজপত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, ওগুলো খুঁজতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট করার দরকার নেই। কারণ ওগুলোয় কী আছে জানি আমি। গ্যারি, জর্জের ব্যাপারে সাবধান থেকো, সে যেন আড়াল থেকে কথাগুলো শুনতে পায়। এমনভাবে বলবে যাতে বোঝা যায় কারও গোপন আলাপ শুনে জেনেছি আমি। পারবে না?'

'জর্জকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলব, তাই তো? ভাব করতে হবে ওর ব্যাপারে কিচ্ছু জানি না।'

'শোনাতে হবে না, নিজের গরজে শুনবে ও। তুমি শুধু আস্তে বলার ভান করে একটু জোরে বলবে। আর হ্যাঁ, রুথের জন্য সত্যি একটা খবর আছে। অন্য কারও এটা জানা চলবে না। প্রথম খবরটা কানে যাওয়া মাত্র দেখবে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে রওনা দিয়েছে জর্জ বেমিস। দ্বিতীয় কথাটা তখন জানিয়ো রুথকে—জর্জ বেমিসকে অনুসরণ করতে হবে।'

কথা বলতে বলতে কাজও করছে হসল্যার। দ্রুত হাতে জনের পরিত্যক্ত ট্রাউজার আর কাটা অংশ দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল ছাদের দিকে। কোথাও ফেলে দিতে পারবে জন। মেঝেয় দু'এক ফোঁটা রক্ত পড়ে ছিল, ব্যান্ডানা দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলল রেফার্টি।

সেলুনের দরজার উপর গায়ের জোরে করাঘাত করছে কেউ। 'বেন্ডার, জলদি দরজা খোলো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল শেরিফ, ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। 'দরজা খোলো, নইলে ভেঙে ফেলব!'

ট্র্যাপডোর নামিয়ে দিল জন, নীচ থেকে ওটা জুতমত আটকে দিল সেলুন মালিক। জন শুনতে পেল কৃত্রিম ঘুম জড়ানো কণ্ঠে ম্যাককুইন বলছে: 'আহ্‌হা, প্যান্টটা তো পরতে দেবে!'

চেয়ার সরিয়ে আগের জায়গায় নিয়ে গেল হসল্যার, তারপর চট করে পার্লারের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজা আটকে দ্রুত পায়ে সামনে বাররুমে চলে এল ম্যাককুইন। জানালা দিয়ে দেখল পোর্চে অসংখ্য লোকের ভিড়।

'খুলছি, কিম। অধৈর্য হয়ো না,' বলল সেলুন মালিক। 'অমন কী হয়েছে যে রাত দুপুরে হানা দিয়েছ আমার এখানে? আরেকটু দাঁড়াও, বাতি ধরাচ্ছি।'

ল্যাম্প ধরিয়ে দরজার দিকে এগোল ও। বাইরে তখন অধৈর্য হয়ে পড়েছে লোকজন। দরজা ভেঙে ঢোকার পক্ষে মত দিচ্ছে কেউ কেউ। কঠিন স্বরে ধমকে উঠল শেরিফ। 'কেউ কিচ্ছু ছোঁবে না! সাফ বলে দিচ্ছি, এখানে যদি একটা কিছু নষ্ট হয়, পরে তোমাকে ধরব, মবি!'

'আমি আবার কী করলাম?' আকাশ থেকে পড়ল কিমেল।

'আমার কথার যেন নড়চড় না-হয়!'

ছাদের কিনারে সরে এল জন। ম্যাককুইনের জন্য খারাপ লাগছে, হয়তো চরম অপমান সইতে হবে তাকে; কিন্তু কিছু করার নেই। আপাতত। বরং ও পালাতে পারলে ম্যাককুইনের শ্রম সার্থক হবে।

রেলিং ধরে শরীর নামিয়ে দিল ও। তীব্র ব্যথায় আরেকটু হলে আর্তনাদ করে উঠেছিল, কিন্তু ঠোঁট কামড়ে ধরে নিজেকে সামলে নিল। ছোট্ট দুটো দোল খাওয়াল নিজেকে, তারপর শরীর ছেড়ে দিল। থপ্ করে সামান্য আওয়াজ হলো। নিরাপদে মাটিতে নেমে এসেছে। মাটির উপর এক পা দিয়ে পড়েছে ও, ঝুঁকি থাকায় আহত পা ব্যবহার করেনি। নইলে রক্তক্ষরণ শুরু হতে পারে।

'থামাও তোমার কচকচি!' খেঁকিয়ে উঠল শেরিফ, চড়া গলা বলে শুনতে পেল জন, সোরেলের পিঠে চাপছে ও তখন। 'ভূরি-ভূরি মিথ্যা বলায় ওস্তাদ। আগেই জানতাম একটা কাহিনী বানিয়ে রেখেছ।'

'হারামী আইরিশটা ডাহা মিথ্যুক!' ভিড়ের পিছন দিক থেকে কে যেন বলে উঠল। 'অত খাতির করার কী আছে, মিক? প্যাঁচ কষলে ঠিক ঠিক উগরে দেবে সব!'

'মবি, দালানটা ঘেরাও করে ফেলো!' উঁচু গলায় নির্দেশ দিল শেরিফ। 'ভিতরে দশজনকে পাঠাও। সেলুনে কোথাও ঘাপটি মেরে আছে শয়তানটা। প্রতি ইঞ্চি তালাশ করতে হবে। আর হ্যাঁ, সবাইকে ডেপুটাইজ করে নিলাম। আসামী যদি বাধা দেয় বা মারপিট করতে চায়, নির্দ্বিধায় গুলি কোরো। আইন তোমাদের পক্ষে আছে।'

'নিরপরাধ একজন লোককে হত্যার পরোয়ানা দিচ্ছ তুমি, কিম,' অসন্তুষ্ট স্বরে প্রতিবাদ করল জেমস বাওয়ার, পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। 'জন এ-শহরের কারও ক্ষতি করেনি, অন্তত এখন পর্যন্ত প্রমাণ হয়নি ওর অপরাধ, অথচ ওকে ধরার জন্য হায়েনার মত লোকজন লেলিয়ে দিচ্ছ!'

'বুনো পশুকে যেভাবে দাবড়ে ধরা হয়, ঠিক একই আচরণ করা হবে ওর সঙ্গে।'

'তোমার যদি এতই খারাপ লাগে,' ফোড়ন কাটল কিমেল, 'থাকছ কেন এখানে? তারচেয়ে বাসায় গিয়ে আইনের বই পড়ো গে! সঙ সাজার জন্য এখানে কাউকে ডাকিনি আমরা।'

হেসে উঠল অন্যরা।

এদিকে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে রওনা দিয়েছে জন, চায় না এখনই ওর উপস্থিতি টের পেয়ে যাক পাসি। খুরের শব্দ পেলে ঠিক সন্দেহ করে বসবে। তারচেয়ে পুরো সেলুন খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে সময় নষ্ট করুক ওরা, এই সুযোগে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে ও। এমনকী পাঁচ মিনিটও অনেক সময়।

'দু'জন আস্তাবলে চলে যাও!' নির্দেশ দিল শেরিফ।

বুক ধুকপুক করছে জনের। চাইলেও নিজেকে সুস্থির করতে পারছে না, দুই বুড়োর জন্য উদ্বেগ বোধ করছে। উত্তেজিত মব ওদের সঙ্গে চরম আচরণ করবে না বোধহয়, কারণ যত যাই হোক এরা শহরের পুরানো বাসিন্দা। আর জন কেবলই একজন আগন্তুক।

আধ-মাইল এসে ঘোড়ার গতি বাড়াল জন। খুরের হালকা শব্দ হচ্ছে। রাতের নৈঃশব্দ্যের কারণে হয়তো শহর থেকে শুনতে পাবে পাসি, কিন্তু ভ্রুক্ষেপ করল না। সময় নেই। এগিয়ে থাকার সুবিধাটা কাজে লাগাতে হবে। আর কয়েকশো গজ গিয়ে তুফান বেগে ঘোড়া ছোটাবে।

কিন্তু আশা পূরণ হলো না ওর। কীভাবে যেন ফাঁকিটা ধরে ফেলেছে পাসি। বোধহয় চাঁদের আলোয় দেখতে পেয়েছে ওকে। খোলা জায়গা পেরিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না জনের। সংক্ষিপ্ত পথ এটাই।

শহর থেকে তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা দিয়েছে একটা দল। চেঁচাচ্ছে সবাই।

ক্রীকের কাছে চলে এসেছে জন। সিডার আর কটনউডের কারণে ছায়া পড়েছে এমন একটা জায়গা দিয়ে ক্রীক পেরোল। ওপাড়ে উঠে এসেছে, পিছনে আবার চিৎকার উঠল। 'নদী পেরিয়ে গেছে হারামজাদা! জোরসে ছোটাও ঘোড়া!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল মবি কিমেল, কয়েকশো গজ দূর থেকে স্পষ্ট শুনতে পেল জন।

এখন আর রাখ-ঢাক করে লাভ নেই। দূরত্বটা বজায় রাখতে হবে, কোনভাবে কমতে দেওয়া যাবে না, নইলে ঠিক গুলি করে ফেলে দেবে ওকে। স্পারের ছোঁয়া পাওয়া মাত্র তুফান বেগে ছুটতে শুরু করল সোরেল, যেন মালিকের তাড়া উপলব্ধি করতে পেরেছে। রুক্ষ জমি, এবড়োখেবড়ো পথ, ঝোপঝাড়···কোনটাই পরোয়া করছে না জন। পরোয়া করার সময় নেই এখন।

যথেষ্ট বিশ্রাম পায়নি সোরেল, তারপরও সাবলীল গতিতে ছুটছে। তুলনায় ওদের বেশিরভাগ ঘোড়া তাজা, হয়তো এভাবে ছুটতে থাকলে জনকে ধরে ফেলাও সম্ভব। কিন্তু শিগ্গিরই পাহাড়ে ঢুকে যাবে জন, তখন ওকে ধরা মুশকিল হবে। আলো-ছায়ার কারসাজিতে বুঝতেই পারবে না কোন্ দিকে গেছে। রাত বলে ট্র্যাক দেখারও উপায় থাকবে না।

তারমানে আপাতত নিস্তার পাচ্ছে ও।

দূরত্বই এখন ওর একমাত্র ভরসা। স্যাডলে নিচু হয়ে বসেছে যাতে কেউ গুলি করলেও লাগাতে না-পারে। আঁকাবাঁকা পথে এগোতে পারে, কিন্তু তা হলে দেরি হয়ে যাবে।

কয়েকবারই গুলি করেছে পাসির সদস্যরা, কিন্তু লাগাতে পারেনি। একে ছুটন্ত টার্গেট, তায় রাত। তবে সেজন্য স্বস্তি পাচ্ছে না জন, যেহেতু জানে নেহাত দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বুলেট এসে লাগতে পারে। মৃত্যুর জন্য একটার বেশি দরকার হয় না।

সর্বোচ্চ গতিতে ছুটছে সোরেল। মিনিট খানেক পর আবার গুলি এল। তপ্ত সীসা ওর স্যাডল হর্নে লেগে ছিটকে চলে গেল। অল্পের জন্য রক্ষা!

মরিয়া হয়ে ফের স্পার দাবাল জন। নিরাপদ জায়গা এখনও অনেক দূরে। সময়মত পৌঁছতে পারবে? ব্যর্থতার কথা ভেবে লাভ নেই, বরং চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত।

সামনে দু'শো গজ দূরে একটা বড়সড় বোল্ডার, তারপর ছোট ছোট নুড়িপাথর আর গাছপালার শুরু। অতটা পথ যেতে পারলে

আড়াল পাওয়া যাবে। পারবে তো? নাকি তার আগেই কিছু ঘটে যাবে?

তৃতীয় গুলিটা কানের পাশ দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যেতে শিউরে উঠল জন। স্যাডলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল দেহ। পরপর আরও দুটো বুলেট পাশ কাটিয়ে গেল ওকে। যারা গুলি করছে, মোটেই আনাড়ি নয়, বরং যথেষ্ট দক্ষ বলা চলে। দেখে-শুনে, যতটা সম্ভব লক্ষ্যস্থির করে গুলি করছে।

আর একশো গজ!

ষষ্ঠ গুলিটা হলো একটু নিচের দিকে। পেটের আধ-ইঞ্চি পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। শঙ্কিত হলো জন। কখন কী ঘটে বলা যাচ্ছে না!

বারো

এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে এখন জন। ছুটে আসা বুলেট এড়াতে আর কোন উপায় নেই। প্রাণপণ চেষ্টায় পৌঁছতে চাইছে বোল্ডারের আড়ালে।

মৃদু স্বরে বিড়বিড় করছে ও, ঘোড়াটাকে উৎসাহ দিচ্ছে। সেকেন্ড কয়েক পর বড়সড় বোল্ডারটা পেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার গতিপথ পরিবর্তন করল জন। গাছের ছায়ায় সরে গেল ট্রেইল ছেড়ে। ফাঁকিটা ধরতে পারবে পাসি, কিন্তু তাতে মূল্যবান কয়েকটা মিনিট নষ্ট হয়ে যাবে। এই সুযোগে যদি পুষিয়ে নেওয়া যায়...

পঞ্চাশ গজ দূরে আছে ওরা। তুফান বেগে ছুটছে। দূরত্ব কমে যেতে উদ্যম বেড়ে গেছে ওদের। মানুষ শিকারের নেশায় উন্মত্ত ওরা;

জানে জন। বেশিরভাগ লোক ফ্লাইং-কে র‍্যাঞ্চের। সামান্য ছুঁতোয় গুলি করে ফেলে দেবে জনকে, সেজন্য জবাবদিহি করতে হবে না। শেরিফ তো অদৃশ্য ব্যাজ তাদের পরিয়েই দিয়েছে!

পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠছে এখন জন। ঘোড়াটাকে খাটাতে মন চাইছে না, কিন্তু উপায় নেই। এক রাতের মধ্যে অনেক ছুটেছে। আরও কতক্ষণ ছুটতে হয় কে জানে! জনের আশঙ্কা ওটা হয়তো পড়েই যাবে। সেক্ষেত্রে আজ ওর জীবনের শেষ দিন।

ক্যানিয়ন এলাকায় পৌঁছতে হলে আরও মাইল খানেক যেতে হবে। তবে এলাকাটা বন্ধুর বলে আশা দেখতে পাচ্ছে জন, কারণ যথেষ্ট আড়াল বা ছায়া পাবে। ওকে ধরা অত সহজ হবে না, শুধু ঘোড়াটা পড়ে না-গেলেই হয়।

পাহাড় টপকে উপত্যকা ধরে ক্রীকের কাছে এসে, একেবারে কিনারে থামল জন। উঁচু সিডার আর স্প্রুস ঘন ছায়া বিলিয়েছে এখানে। এমনভাবে নেমে এসেছে যাতে মনে হবে ক্রীক পেরিয়ে যাবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ক্রীকের কিনারা ধরে এগোল, তারপর বেশ খানিকটা এসে ঝোপঝাড়ে ঘেরা পাহাড়ের পাদদেশে ফিরে এল। ক্রীকের ধারে এসে থমকে যাবে পাসি, কেউ কেউ অতি উৎসাহে ক্রীক পেরিয়েও ছুটবে, কিন্তু ফাঁকিটা ধরতে আলো জ্বালতে হবে তাদের, জনের রেখে যাওয়া ট্র্যাক দেখে নিশ্চিত হওয়ার পর অনুসরণ করবে আবার...সব মিলিয়ে হয়তো কয়েক মিনিট দেরি হয়ে যাবে। জনের জন্য এই কয়েক মিনিটও মহা মূল্যবান।

বাস্তবে অবশ্য এতেই কাজ হয়ে গেল। ক্রীক পেরিয়ে ওপারে চলে গেল পাসির বেশিরভাগ সদস্য। কেউ কেউ সন্দেহের বশে রয়ে গেল। ওপাশে এগিয়ে গেল কিমেল আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। ঝাড়া মিনিট দুয়েক তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল। তারপর হঠাৎ একজন খেয়াল করল সামনে খুরের শব্দ শোনা যাচ্ছে না। চিৎকার করে ব্যাপারটা ফ্লাইং-কে মালিককে জানাল সে।

ঘোড়া থামাল মবি কিমেল। 'কী ব্যাপার, টেক?'

'ভুল পথে এসেছি,' সন্দিহান সুরে বলল টেক গেন্ট্রি। 'এদিক দিয়ে যায়নি ও।'

'কীভাবে বুঝলে?'

'সামনে শব্দ শোনা যাচ্ছে না। ট্রেইলে ধুলোর গন্ধও নেই।'

এ-ব্যাপারে গেন্ট্রির দক্ষতা অন্যদের যে-কারও চেয়ে বেশি, অতীত থেকে জানে কিমেল। কান পেতে শব্দ শুনল সে, পিছনে পাসির বাকি অংশ রয়েছে, আলাদাভাবে নিঃসঙ্গ একটা ঘোড়ার খুরের শব্দ ঠাহর করা মুশকিল বটে। তবে গেন্ট্রির উপর আস্থা রাখা যায় বলে তর্ক করল না কিমেল, দ্রুত নির্দেশ দিল: 'ক্রীকের কাছে ফিরে চলো। কী মনে হয়, টেক, ঠিক কোন্ জায়গায় ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমরা?'

'সম্ভবত ক্রীক থেকে।'

'বেশ, ফিরে চলো সবাই।'

'বস্, ভাগ হয়ে একটা দল এই পথে গেলে হত না?' প্রস্তাব করল এক ক্রু। 'টেক নিশ্চিত নয়, তা ছাড়া সম্ভাবনা...'

'যা বলছি করো!' ধমকে উঠল কিমেল, ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরতি পথ ধরল।

ক্রীকের ধারে এসে শেরিফ সহ অন্যদের পাওয়া গেল। খেই হারিয়ে ফেলেছে কিম সার্টিন, বুঝতে পারছে না কোন্ দিকে যাবে।

'হারামজাদা দেখছি আমাদের ঘোল খাইয়ে ছাড়বে!' তীব্র খিস্তি করল এক ব্যবসায়ী, স্রেফ মজার জন্য পাসির সঙ্গে শামিল হয়েছে। 'তল্লাটে ও নতুন, অথচ ঠিকই ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে গেল। ইশ্শ্, আরেকটু হলে ওকে ফেলে দিয়েছিলাম!'

'টেককে জায়গা দাও,' নির্দেশের সুরে বলল কিমেল। 'কিছু যদি বের করতে পারে, তো ও-ই পারবে।'

নির্দিষ্ট দিকটা খুঁজে পেতে ঠিক সাত মিনিট লাগল গেন্ট্রির। তারপর আবার তুমুল বেগে ঘোড়া ছোটাল ওরা। কিন্তু আগের মত অত উৎসাহ পাচ্ছে না। সব মিলিয়ে প্রায় বিশ মিনিট নষ্ট হয়ে গেছে।

...র ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। রাত বলে ট্র্যাক দেখার উপায় নেই, তায় পাহাড়ী এলাকা। এসব কারণে প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায় আবারও ওদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে জন ক্যালকিন।

ঘাসে ছাওয়া একটা তৃণভূমিতে পৌঁছে ঘোড়ার গতি কমাল জন। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের ছায়া পড়েছে সমস্ত মাঠে। কোথাও থামতে হবে, ভাবছে ও, বিশ্রাম দরকার সোরেলটার।

আপাতত নিরাপদ ও। কিন্তু কতক্ষণ? এমন নির্জন, বুনো এলাকায় একজন মানুষ ক'দিন লুকিয়ে থাকতে পারবে, যেখানে ওকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে অন্তত এক ডজন লোক? আক্ষরিক অর্থে পুরো লস্ট রীভার এলাকার মানুষ ওর শত্রু বনে গেছে।

স্যাডল ছেড়ে পাহাড়ী ঢালে ক্যাম্প করল জন। ছোট্ট একটা ওঅটরহোল আছে একপাশে। ঘাস তো অফুরন্ত। অন্তত ঘোড়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না।

সঙ্গে খাবার নেই। পানি হয়তো পাওয়া যাবে। উপত্যকা বা বন থেকে সংগ্রহ করা খাবারে ক'দিন চলবে? সবচেয়ে বড় কথা সবসময় হুমকির মধ্যে থাকতে হবে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কারও চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে। এই উপত্যকার কথা বহু লোকের জানার কথা। একসময় না একসময় এখানে ঢুঁ মারবেই ওরা।

সেক্ষেত্রে, বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকা যাবে না। জায়গা অদল-বদল করতে গিয়ে কারও মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও ষোলোআনা। কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

মোক্ষম একটা জায়গা চেনা আছে ওর, যেটার কথা খুব বেশি লোক জানে না। তবে এখনই সেখানে যেতে চায় না জন। যথেষ্ট সময় দিতে হবে জর্জ বেমিসকে। জনের চাল যদি ঠিক থাকে, তা হলে অচিরেই ওই গোপন উপত্যকায় চলে যাবে বেমিস।

পুবাকাশে সূর্য উঠি উঠি করছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই শহর থেকে

রওনা দিয়েছে গ্যারি রেফার্টি, লিনিং-বিতে পৌঁছে খবর দেবে রুথকে। তারপর জনের অনুমান মাফিক ঠিকভাবে সবকিছু ঘটলে দুপুরের আগেই...

বাজিটা বুঝে-শুনে নিয়েছে জন। জীবন বাজি বলা চলে। যুক্তি নির্ভর অনুমানটা যে সঠিক বলে প্রমাণিত হবে, এ-নিয়ে সংশয় নেই মনে। কার্যকারণের ভিত্তিতে চিন্তা করলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় ওর পাতা ফাঁদে পা দেবে জর্জ বেমিস। সন্দেহ নেই লোকটা একটা বিশ্বাসঘাতক।

জন খেয়াল করেছে ওর আর কর্নেলের একান্ত ব্যক্তিগত বা গোপনীয় বিষয়গুলোও অজানা থাকে না শত্রুদের। প্রথমদিকে এ নিয়ে অনেক ভেবেছে, কিন্তু কূল পায়নি। বিভিন্ন সম্ভাবনা বিচার করে শেষে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে কোথাও একটা ফুটো আছে'। সেই ফুটোটা জর্জ বেমিস হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। উল্টোপাল্টা বলে সে ভ্যান রিডলদের কান ভারী করেছে, মবি কিমেলের সঙ্গে জনের মারপিটের বর্ণনা দিতে গিয়ে শেরিফকে ভুল তথ্য দিয়েছে। সবগুলো কাজই উদ্দেশ্যমূলক। তাতে জন, রুথ বা মৃত কর্নেলের স্বার্থহানি ঘটেছে। মূল্য উদ্দেশ্য বরং কর্নেলের ক্ষতি করা।

লোকটা বোধহয় দেনার দায়ে জর্জরিত, তাসের দেনা বা ক্ষতি এভাবেই পুষিয়ে নিতে চাইছে। বেমিসের আশা পূরণ হবে তো? মনে হয় না।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল সোরেল, কান খাড়া হয়ে গেছে ওটার। কান পেতে শব্দ শুনল জন। খুরের দূরাগত শব্দ। ওকে অনুসরণ করে আসছে কেউ।

শরীরে ক্লান্তি, কিন্তু উপায় নেই। আবার ছুটতে হবে। এখানে বসে থাকলে ধরা পড়তে হবে। শিস দিয়ে সোরেলটাকে ডাকল ও, তারপর গলা জড়িয়ে ধরে ওটাকে আদর করল। আবার ছুটতে হতে পারে ভেবে স্যাডল খোলেনি জন, তাই মূল্যবান কিছু সময় বেঁচে গেল। স্যাডলে চেপে রওনা দিল ও।

গতকাল জর্জ বেমিস যে-ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেই ক্যানিয়নটা খুঁজে বের করতে হবে।

দু'বার পথ হারাল জন, নিরেট পাথুরে দেয়ালে গিয়ে শেষ হয়েছে ট্রেইল। পাহাড়ী এলাকায় এই এক সমস্যা। মাঝে মধ্যে গোলকধাঁধার মত লাগে। যত অভিজ্ঞ লোকই হোক, ভাগ্য ভাল না-থাকলে সঠিক জায়গা বা পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কখনও প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এমনও হতে পারে নির্দিষ্ট ক্যানিয়নটা খুঁজে না-পাওয়াতে হেরে যেতে হবে ওকে। সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে তখন।

মন থেকে হতাশা মুছে এগিয়ে চলল জন। যা হওয়ার হবে, চেষ্টার ত্রুটি রাখতে চায় না।

তৃতীয়বারে সফল হলো। ক্যানিয়নে ঢুকে দেখল আজ আরও বড় একটা ঘোড়ার পাল তৃণভূমিতে চরছে। ট্র্যাক পরীক্ষা করল জন। সেদিনের পর আর কেউ আসেনি এখানে।

ঝর্নার কাছে এসে সোরেলকে পানি পান করার সুযোগ দিল ও। তেষ্টা মেটানোর পর ঘাস নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ঘোড়াটা, এদিকে ধীর পায়ে কিছুক্ষণ হাঁটাচলা করল জন। পায়ের ব্যথা সামান্য কমলেও এক ধরনের আড়ষ্টতা রয়ে গেছে। তবে নড়াচড়া করতে তেমন সমস্যা হচ্ছে না।

জর্জ বেমিস যেখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, জায়গাটা চিনতে পারল। বুনো ঘোড়া ছাড়াও সোরেলের উপর নজর রেখেছে, কেউ এলে সবার আগে ঘোড়াই টের পাবে।

সত্যি তাই হলো। ঘোড়ার আচরণ থেকে জন জেনে গেল উপত্যকায় আসছে কেউ। দ্রুত পায়ে সোরেলটাকে নিয়ে সরু মুখের কাছে চলে এল ও, পাথরের চাঁইয়ের পিছন থেকে উঁকি দিল।

জর্জ বেমিস!

শুকনো, পাণ্ডুর মত মুখ। কোনদিকে খেয়াল নেই। একটু আগে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল জন, জায়গাটা পেরিয়ে গেল সে। এগিয়ে যাচ্ছে

বুনো ঘোড়ার পালের দিকে। দৌড়ে পালাল সবক'টা ঘোড়া। নিস্পৃহ ভঙ্গিতে এগিয়ে যাচ্ছে বেমিস, আশপাশে কী হচ্ছে খেয়াল করছে না, কিংবা গ্রাহ্য করছে না।

হঠাৎ ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেল সে।

চোখ রগড়াল জন। নেই! এতক্ষণ কি স্বপ্ন দেখল? পুরো উপত্যকায় চকিত দৃষ্টি চালাল ও। নেই। ভেবেছিল সামনে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নেবে বেমিস, যেহেতু নাক বরাবর যাওয়ার পথ বন্ধ। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল বোল্ডারের সারি। বোল্ডার না-বলে ক্লিফই বলা উচিত।

যাওয়ার পথ তো নেই, কীভাবে গেল বেমিস?

দাঁড়িয়ে থাকল জন। সামান্য কৌতূহল হচ্ছে, এই যা। জানে একটা না একটা পথ অবশ্যই আছে। দূরে বলে দেখতে পাচ্ছে না, কাছে গেলে হয়তো চোখে পড়বে।

রুথের আসার কথা। অন্তত তাই আশা করছে জন। রেফার্টি ওকে গোপনে বেমিসকে অনুসরণ করার কথা বলতে পারেনি? নাকি আসার পথে রুথের উপস্থিতি টের পেয়ে গিয়েছিল বেমিস, তারপর মেয়েটাকে খসিয়ে দিয়েছে?

আরেকটু অপেক্ষা করা যাক। রুথ বোধহয় নিরাপদ দূরত্বে থেকে অনুসরণ করেছে মামাকে।

কালো রঙের একটা বে ঘোড়া উপত্যকায় ঢুকল মিনিট তিন পর। রুথই। হাতছানি দিয়ে মেয়েটাকে ডাকল জন। কাছে এসে, চোখে প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকাল রুথ। 'তুমি ঠিক আছ তো?' উদ্বেগ প্রকাশ পেল মেয়েটির কণ্ঠে। 'শুনলাম গুলি খেয়েছ?'

'তেমন কিছু না,' মৃদু হেসে বলল জন। 'ওসব আমার সয়ে গেছে। সমস্যা হয়েছে একটা।'

'কী?'

'তোমার মামাকে হারিয়ে ফেলেছি।'

'কোথায় গেছে?'

'ওদিকে,' আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল জন। অপেক্ষমাণ সোরেলের স্যাডলে চেপে এগোল সেদিকে। বুনো ঘোড়াগুলো সরে গেছে জায়গাটা থেকে, উপত্যকার অন্য প্রান্তে আছে ওরা।

'ওদিকে যাবে কোথায়? যাওয়ার মত জায়গাই তো নেই! পথ থাকলেও ক্লিফের কারণে বন্ধ। আমি এখানে আগেও এসেছি।'

'মনে হচ্ছে ক্লিফের গায়ে ঢুঁ মারতে হবে,' হালকা সুরে বলল জন, ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে এগিয়ে গেল। 'এই ফুরসতে কথাগুলো বলে ফেলি।'

'কী কথা?'

'জর্জ বেমিসের ব্যাপারে।' দু'দিন আগে যেখানে লুকিয়ে ছিল জন, সেখানে এসে দাঁড়াল, হাতছানি দিয়ে ডাকল রুথকে। মেয়েটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'গত পরশুও এখান দিয়ে যেতে দেখেছি ওকে,' ব্যাখ্যা করল জন। 'একটু পর নিচে দেখেছি। আজও নিশ্চয়ই দেখতে পাব।'

খোলা প্রেয়ারিতে জর্জ বেমিসকে দেখতে পেল ওরা। বেশ খানিকটা আগে ক্যানিয়ন থেকে বেরিয়ে গেছে সে, এখন ফ্লাইং-কে বাথানের দিকে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে জর্জ বেমিসের ভূমিকা সম্পর্কে জানাল জন, গতরাতে ফ্লাইং-কেতে যাওয়াও বাদ দিল না। 'চিন্তা করে দেখো,' শেষে বলল ও। 'তোমার বাবা যেসব পরিকল্পনা করেছেন সবই আগেভাগে জেনে যেত শত্রুরা। কীভাবে সম্ভব সেটা, যদি না ঘরে কোন শত্রু থেকে থাকে? বেমিস বা তুমি ছাড়া আর কারও জানার কথা নয় ওসব। বেমিসের আচরণের সঙ্গে কাজকর্ম দুয়ে দুয়ে চারের মত মিলে যায়।

'অনুমান করেছিলাম ম্যাপ আর কাগজের কথা শুনলেই এখানে আসবে ও। দেখতেই পাচ্ছ ধারণাটা মিথ্যে নয়। রেফার্টির কাছ থেকে খবর পাওয়ার পর নিশ্চয়ই একটুও দেরি করেনি?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, জন,' চিন্তিত স্বরে বলল রুথ, কপাল

কুঁচকে গেছে। 'কিছুদিন আগে একবার ওকে সন্দেহও হয়েছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে চাইনি। একেবারে নিরীহ গোছের লোক, কারও সাতে-পাঁচে নেই। সবসময় নেপথ্যে থাকতে ভালবাসে।'

'চলো, দেখা যাক, কোথায় গিয়েছিল ও।'

স্যাডলে চড়ে ক্লিফের সামনে চলে এল দু'জন। ক্যানিয়নের এ-জায়গাটা ঝোপঝাড়ে ঘেরা, লতানো গাছ ক্লিফের গা বেয়ে উঠে গেছে অনেকটা উঁচুতে। ঠিক সামনে একটা ওঅটরহোল রয়েছে। স্বচ্ছ, টলটলে পানি স্থির হয়ে আছে।

'শুনতে পাচ্ছ?' জানতে চাইল জন।

'কী?'

'পানি গড়ানোর শব্দ।' জর্জ বেমিসের হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার রহস্য অনুমান করতে পারছে জন।

'ছোটবেলায় একবার ওই প্রান্তে গিয়েছিলাম,' জানাল রুথ। 'তখন ক্লিফের গোড়ায় ফুল ফুটত। ফুল তুলতে গিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনতে পেলাম, মনে হচ্ছিল মাটি কাঁপছে, নীচে কী যেন বয়ে চলেছে।'

'নদী।'

'নদী?' চরম বিস্ময়ে কপালে উঠে গেছে রুথের চোখ।

'দেখা যাক, আসলে কী।'

'এমন হতে পারে না উপত্যকার বিচ্ছিন্ন ঝর্নাগুলো আসলে একটা বড়সড় মূলস্রোতের শাখা-প্রশাখা?' উত্তেজিত স্বরে বলছে রুথ, চোখে-মুখে ঔজ্জ্বল্য। 'তা হলে আর পানির কষ্ট থাকবে না এখানে! সারা বছর সবুজ ঘাস থাকবে। কারও ইচ্ছে হলে জমিতে ফসলও ফলাতে পারবে। ওহ্, জন! লস্ট রীভারের কী উন্নতিই না হবে! সমৃদ্ধ হয়ে যাবে এই এলাকা। শুধু একটাই কাজ, নদীটাকে সমতল জমিতে বইয়ে দিতে হবে।'

'ওটা তেমন কঠিন কাজ নয়।'

'কিন্তু জর্জ গেল কীভাবে?' বাস্তবতায় মনোনিবেশ করল রুথ।

'আমি তো বুঝতে পারছি না! দেখো, এখানে কোন রাস্তাই নেই। ক্লিফের নিরেট দেয়াল।'

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল জন, ক্লিফের দেয়াল এবং আনাচ-কানাচ খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল। ঝোপ-ঝাড়, ছোটখাট বোল্ডার বা পাথর সরিয়ে দেখছে। মিনিট দশেক পর হাসি ফুটল মুখে।

'নেমে এসো, রুথ,' পিছুন ফিরে বলল ও, খেয়াল করেনি সম্বোধন পাল্টে গেছে। 'হেঁটে যেতে হবে।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল রুথ, তারপর জনের পিছু পিছু এগোল, হাতে ঘোড়ার লাগাম। ঝোপের লম্বা শাখা সরিয়ে এগোল জন। কয়েক পা এগোতে ঝোপের ঘনত্ব কমে গেল। তা ছাড়া, আগে থেকে সরিয়ে রাখা ঝোপ ওদের পথ দেখাচ্ছে। বোঝা যায় পথটা আর কেউ না হোক, জর্জ বেমিস নিয়মিত ব্যবহার করে।

অন্ধকার একটা টানেলে প্রবেশ করল ওরা। চারপাশে ঘন আঁধার। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চোখ সইয়ে নেওয়ার পর এগোল জন। মাঝে মধ্যে দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে পথ দেখে নিল। বেশ কয়েকবার ডানে-বামে মোড় নিতে হলো। শেষে, একসময় অন্য প্রান্তে পৌঁছল।

এ-প্রান্তেও ঝোপঝাড় আর গুল্ম জাতীয় গাছ রয়েছে। হাত দিয়ে সরিয়ে পথ করে নিল জন, বাইরে পা রাখতে উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আধ-মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকল ও, তারপর দৃষ্টি মেলে দেখল ছোট্ট এক উপত্যকায় পৌঁছে গেছে। মাঝখানে হ্রদের মত একটা জায়গায় পানি জমা হচ্ছে। একটু আগে যে-টানেল পেরিয়ে এসেছে, তার নীচ দিয়ে পানির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। গুমগুম আওয়াজ বয়ে চলেছে সারাক্ষণ। হ্রদের দু'দিকে পাথুরে দেয়াল গুল্ম-লতায় ছাওয়া। পাথুরে দেয়ালে পানির স্রোত বাধা পেয়ে ফিরে যাচ্ছে সামনের মাঠে। এই বাড়তি পানিই সৃষ্টি করেছে একটা ছোটখাট হ্রদ।

'এ-হ্রদটাই আবিষ্কার করেছিলেন কর্নেল,' বলল জন। 'এর

তাৎপর্য বুঝতে পারছ? এই পানিকে ঠিকমত প্রবাহিত করা গেলে লস্ট রীভারের মত দুটো উপত্যকার সারা বছরের পানির চাহিদা মিটে যাবে।'

কিছু বলল না রুথ, ওর বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি। যুগপৎ বিস্ময়, মুগ্ধতা আর এক ধরনের ভীতি কাজ করছে মনে। ভীতির কারণ টানেল, পাহাড়ের অভ্যন্তরে ওদের উপস্থিতি এবং নিরন্তর গুমগুম শব্দ।

'এদ্দিনে শত্রুপক্ষের আসল উদ্দেশ্য বোঝা গেল,' বলে গেল জন। 'ওরা চাইছিল কর্নেল যেন পানির দামে সবকিছু বিক্রি করে চলে যান। নগদ টাকার অভাবে পড়লে তিনি র‍্যাঞ্চ বেচে দিতে বাধ্য হতেন। এজন্যই বারবার ঘোড়ার চালান ঠেকিয়েছে ওরা। এই উপত্যকা বা নদী লক্ষ ডলারের চেয়েও বেশি মূল্যবান, যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়। এটাই দখল করতে চেয়েছিল ওরা।'

'বোধহয় ঠিকই বলেছ তুমি।'

হ্রদের পাশে সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে। খুব বেশি চওড়া না-হলেও অনায়াসে যাওয়া যায়। কিনারা ধরে কিছুদূর এগোনোর পর ওরা খেয়াল করল ওটা আসলে কয়েক ভাগে বিভক্ত, পাহাড়ী দেয়াল ভাগ করেছে হ্রদটাকে।

এক পাশ ধরে এগিয়ে চলল ওরা।

ট্রেইলে নজর রেখেছে জন। 'কিছুক্ষণ আগে এখান দিয়ে হেঁটে গেছে কেউ, তাজা বুটের ছাপ দেখতে পাচ্ছি,' জানাল ও। হ্রদের শেষ প্রান্তে চলে এসেছে ওরা। একপাশে খাঁজের নীচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ঘন নীল পানির ধারা।

এমন জায়গায় কেন এসেছিল বেমিস? চারদিকে দৃষ্টি চালাল জন। বাম দিকে পাহাড়ের বুকে দুই ফুট দীর্ঘ, এক ফুট বিস্তৃত একটা গর্ত নজরে পড়ল। এক হাত লম্বা একটা মূর্তি রাখা আছে ওখানে।

'সম্ভবত প্রাচীন আমলে ইন্ডিয়ানদের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল এটা,' মৃদু

স্বরে বলল জন। 'কিংবা ওদের উপাসনালয়।'

পরিবেশটা ভাল লাগছে না রুথের, টানা অস্বস্তি বোধ করছে। 'জন, এখান থেকে বেরিয়ে গেলে ভাল হত না? কেন যেন ভাল লাগছে না আমার। ভূতুড়ে মনে হচ্ছে জায়গাটাকে!'

'নিশ্চয়ই যাব, তার আগে একটা কাজ সেরে নিই,' পাথুরে দেয়াল ধরে উঠে গেল জন, মূর্তির কাছে পৌঁছে হাতড়ে দেখতে শুরু করল ওটা। 'মনে হয় না সাধারণ কোন মূর্তি দেখার জন্য কষ্ট করে এতদূর এসেছে বেমিস। নিশ্চয়ই উপযুক্ত কারণ আছে।'

মূর্তির পিছনে হাতড়াতে গিয়ে বড়সড় একটা ওয়ালেট পেল জন। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। চামড়ার উপর ইউ.এস ক্যাভালরির ছাপ মারা। ওয়ালেটের ভাঁজ খুলে পকেটে হাত ঢোকাতে দুটো কাগজ খুঁজে পেল। একটায় লস্ট রীভার এলাকার মানচিত্র; বিভিন্ন উপত্যকা, ক্যানিয়ন, ঝর্না আর প্রেয়ারির অবস্থান পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আঁকা। অন্যটিতে ছোট ছোট হরফে কী যেন লেখা, একবার দৃষ্টি বুলিয়ে রুথের দিকে বাড়িয়ে দিল জন।

'এজন্যই র‍্যাঞ্চে এগুলো খুঁজে পাওনি তুমি,' রুথকে বলল ও। 'তোমার আগে বেমিসই পেয়েছে। তারপর লুকিয়ে রেখেছে এখানে। আর একটু আগে এসে পরখ করে গেছে ওগুলো ঠিক জায়গায় আছে কি-না। ও হয়তো ভেবেছিল কাগজগুলো খোয়া গেছে।'

'কিন্তু এগুলো সরিয়ে ফেলার পিছনে ওর উদ্দেশ্য বা স্বার্থটা কী?'

'সম্ভবত মবি কিমেলের নির্দেশে কাজটা করেছে। ধরে নেওয়া যায় গোপন এই নদীর কথা কিমেলও জানে। হয়তো ঘুরতে এসে আবিষ্কার করে ফেলেছিল। জায়গাটা যেহেতু লিনিং-বির সম্পত্তি, চাইলেও দখল নিতে পারছিল না সে। বৈধভাবে ওটার অধিকার পাওয়ার একটাই উপায়—লিনিং-বির মালিক হওয়া। ঠেকায় না-পড়লে কর্নেল র‍্যাঞ্চ বিক্রি করবেন না, জানত ওরা, তাই ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ওঁকে তল্পাট-ছাড়া করতে চেয়েছিল ওরা।

'এদিকে কর্নেল কী করেন জানার দরকার ছিল ওদের, কারণ

সমস্ত পরিকল্পনা সফল হওয়ার জন্য কর্নেলের তৎপরতা সম্পর্কে আগাম খবরাখবর পাওয়া জরুরী ছিল ওদের। পাশের র‍্যাঞ্চে বসে সেটা সম্ভব ছিল না। জর্জ বেমিস ওদের জন্য সোনায় সোহাগা হয়ে দেখা দেয়। কিমেলের পোকার পার্টনার, আবার কর্নেলের কাছের লোক। প্রস্তাব পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায় বেমিস, সম্ভবত নগদ লাভের আশায়।'

'শুনেছি খেলায় হেরে কিমেলের কাছে অনেক দেনা হয়েছে জর্জের,' জানাল রুথ, কাগজে মনোযোগ দিয়েছে। প্রথমটায় এই নদী খুঁজে পাওয়ার দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ম্যাপের উল্টো পৃষ্ঠায় কীভাবে এখানকার সমস্ত পানি উপত্যকায় প্রবাহিত করা যাবে তার খসড়া একটা স্কেচও এঁকেছেন ওর বাবা।

দ্বিতীয় কাগজে ম্যাপের বিষয়ে খুঁটিনাটি কিছু নির্দেশ। পুরোটা পড়ে গেল রুথ, কিন্তু কোথাও শত্রুপক্ষ সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। একটা নামও লিখে যায়নি ওর বাবা, কিংবা আভাসও দেয়নি।

দরকারী তথ্য পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে জন। এরচেয়ে বেশি আশাও করেনি। নিজের চেষ্টায় বেঁচে যাবে ও। কর্নেল সাহায্য করেনি ওকে। তা ছাড়া, এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বে জন এটা কীভাবে আঁচ করবে কর্নেল? মানুষ কি নিজের মৃত্যুর আগাম খবর জানতে পারে?

জন তেমন কিছু প্রত্যাশাও করে না। নিজের উপর আস্থা আছে ওর। এরচেয়ে কঠিন বিপদও উতরে গেছে।

নিজের শত্রুপক্ষকে চিহ্নিত করেনি কর্নেল, কিন্তু এমন তথ্য রেখে গেছে যাতে সব ঘটনার মূল নিহিত। লস্ট রীভার এলাকার সমস্ত উপত্যকায় পানি প্রবাহিত করা যাবে জানতে পারলে সাড়া পড়ে যাবে সর্বত্র; খরা, পানির কষ্ট বা অনুর্বর জমি নিয়ে ভুগছে যারা, তাদের চেয়ে বেশি খুশি আর কেউ হবে না। সারা বছর পর্যাপ্ত পানি পাওয়া পশ্চিমে খুবই বিরল ঘটনা।

কিংবদন্তীর সেই "হারানো নদী"র মানচিত্র এটা। নিজস্ব

কল্পনাশক্তি আর দূরদৃষ্টি ব্যবহার করে কোন কোন জায়গা এঁকেছে কর্নেল, তবে পুরো পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দেওয়া গেলে শহরবাসী তো বটেই, ইন্ডিয়ান বা মেক্সিকানরাও খুশি হবে। হারানো নদীটা সবার কাছেই আগ্রহের বিষয়।

নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করল জন। প্রথম কাজ দোষ খণ্ডানো, খুনের মিথ্যে অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ওর। তারপর কর্নেলের স্বপ্ন বাস্তবায়ন। এটা অবশ্য স্থানীয়রাই পারবে। বেন্ডার ম্যাককুইন, রুথ ব্রেসওয়েল বা আশপাশের র‍্যাঞ্চাররা এক জোট থাকলে অচিরেই সম্ভব হবে।

হঠাৎ পিস্তলের দূরাগত গর্জনের শব্দ আর প্রতিধ্বনি শুনতে পেল ওরা। চোখে শঙ্কা নিয়ে জনের দিকে তাকাল রুথ।

'কাছাকাছি কোথাও,' নিচু স্বরে বলল ও।

কেউ একজন বোধহয় দুনিয়া থেকে বিদায় নিল, মাথা ঝাঁকানোর সময় তিক্ত মনে ভাবল জন, সেই লোকটা জর্জ বেমিস না-হলেই হয়।

তেরো

মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে মবি কিমেলের। এতগুলো লোক হন্যে হয়ে মাত্র একজনকে খুঁজছে, ধাওয়া করেছে শহর থেকে, অথচ সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে জন ক্যালকিন। গতকাল সন্ধ্যা থেকে শুরু, রাত পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু জনের টিকিটির দেখাও পায়নি কেউ। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে হারামীটা!

টেক গেন্ট্রিকে চাবকাতে ইচ্ছে করছে ওর। অকম্মার ধাড়ি!

একটা লোক তো বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না, বা হাওয়ায়ও উড়তে পারে না, সেক্ষেত্রে ছাপ থাকতে বাধ্য। অথচ দলে সবচেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার হিসাবে পরিচিত টেক গেন্ট্রিও আশা ছেড়ে দিয়েছে। গতরাতে ক্রীকের ধারে হারিয়ে ফেলার পর আর ট্র্যাক খুঁজে পায়নি ওরা। সকাল থেকে আশপাশের এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেছে, কিন্তু লাভ হয়নি।

প্রতিটি লোক ক্লান্ত, বিধ্বস্ত। রাতে ঠিকমত খাওয়া হয়নি, সকালে সামান্য মুখে দিলেও দুপুর গড়িয়ে গেছে, অথচ পেটে কিছু পড়েনি। মেজাজ সামলে রাখতে পারছে না কেউ। কিমেল নিজেই অধৈর্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু এটাও বুঝতে পারছে কিছু করার নেই গেন্ট্রির। জন ক্যালকিন বড় সেয়ানা লোক। রাতের সুবিধা নিয়ে সটকে পড়েছে।

স্রেফ সম্ভাবনার খাতিরে তল্লাশি চালাচ্ছে ওরা, কিন্তু নিজেরাও জানে কাজ হবে না। দলবল নিয়ে মার্বল ক্যানিয়নে তলাশ করে সবে বেরিয়ে এসেছে, তখনই ষাট গজ দূরে এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেল, ওদের দিকে আসছে সে।

বেন ডেগনার।

এই ব্যাটাকে আচ্ছামত ধোলাই দিতে হবে একদিন, মনে মনে ভাবল মবি কিমেল। দু'পয়সার মাল, কিন্তু ভাবখানা যেন খুব দামী জিনিস। কাজের বেলায় শুধু ঠনঠন।

ঘোড়া থামিয়ে ডেপুটির পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকল কিমেল। মুখ থমথমে হয়ে গেছে।

'তোমাকেই খুঁজছি, মবি,' দ্রুত বলল ডেগনার। 'তোমার কথা মত রেফার্টিকে অনুসরণ করেছি। কিন্তু হয়েছে কী...' হাঁপাচ্ছে সে, যেন ছুটে এসেছে, রাইড করেনি। দম নেওয়ার জন্য থামল, বড় বড় হাঁ করে দম নিচ্ছে।

গর্দভটার এই এক দোষ, কাজের কথা বলতে চোদ্দ ঘণ্টা লাগে। 'কী হয়েছে বলো,' অধৈর্য সুরে তাগাদা দিল কিমেল। 'থামলে

কেন?'

'জনের কাছে যায়নি ও। আমাদের অনুমান ভুল ছিল,' বলল ডেপুটি। 'খুব ভোরে লিনিং-বিতে গিয়ে ভ্যান রিডল আর জর্জ বেমিসের সামনে কী নিয়ে যেন আলাপ করল। পরে রেফার্টি, জর্জ আর রুথ ব্রেসওয়েল বেরিয়ে গেল র‍্যাঞ্চ থেকে। কেউ নেই দেখে র‍্যাঞ্চে গিয়ে ঢুকলাম, ব্যাপার কী জিজ্ঞেস করলাম ভ্যানকে।'

আবার থেমে গেল সে। স্যাডলে নড়েচড়ে বসল। 'ভ্যান বলল বুড়ো নাকি একটা খবর দিয়েছে রুথকে। খবরটা জনের কাছ থেকে আসা।' হঠাৎ থেমে গেল ডেপুটি, চোখে-মুখে শঙ্কা ফুটে উঠেছে। 'সমস্যার কথা হচ্ছে, খবরটা জর্জের সামনেই রুথকে দিয়েছে বুড়ো। তারমানে কি জর্জ জনের পক্ষে যোগ দিয়েছে?'

'খবরটা কী?' খেঁকিয়ে উঠল ফ্লাইং-কে মালিক।

'ম্যাপ আর কাগজপত্র কোথায় আছে জানে জন, এবং ওগুলো উদ্ধার করতে গেছে সে,' দ্বিধান্বিত স্বরে বলল ডেগনার। 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার শুনলাম ম্যাপ আর কাগজের কথা, মবি, আসলে ব্যাপারটা কী...'

'পরে বলব তোমাকে,' ডেপুটিকে বাধা দিল কিমেল। 'এরপর কী হলো?'

'খবরটা শোনার পরপরই ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গেছে জর্জ, ভ্যানকে বলেছে শেরিফের সঙ্গে যোগ দেবে। জর্জ চলে যাওয়ার পর রুথের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলেছে রেফার্টি, তখন অবশ্য কেউ ছিল না ওদের সামনে। সব শুনে রুথও বেরিয়ে গেল।

'ভ্যানের সঙ্গে আলাপ সেরে মেয়েটার পিছু নিলাম আমি। ভ্যানকে র‍্যাঞ্চে থাকতে বলেছি। আমার মনে হয়েছিল জন হয়তো কৌশলে লিনিং-বি থেকে সবাইকে সরিয়ে ওখানে...'

'ঘিলু বলতে কিছু নেই তোমার মাথায়!' ধমকে উঠল মবি কিমেল। 'রুথকে অনুসরণ করলে, ওখান থেকে বলো!'

ভয়ে ঢোক গিলল ডেপুটি। আড়চোখে একবার ফ্লাইং-কে ক্রুদের

দেখল, সবাই ওকে হেনস্তা হতে দেখে মজা লুটছে। হারামীর দল! মনে মনে ভাবল ডেগনার, একবার তোদের পেয়ে নিই, দেখাব মজা কাকে বলে! দিন আমারও আসবে!

'জর্জকে অনুসরণ করছিল রুথ,' ফের ধমক খাওয়ার আগেই মুখ খুলল ডেগনার। 'জর্জ বোধহয় টের পায়নি। লস্ট ক্যানিয়নের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ দু'জনকে হারিয়ে ফেললাম। পাহাড়ে কোন উপত্যকায় গিয়েছিল ওরা। এগোতে গিয়ে দেখি ফিরে আসছে জর্জ। বেশ নিশ্চিন্ত মনে হলো ওকে। ব্যাটা টেরই পায়নি রুথের উপস্থিতি।

'তো, অনেকটা পথ ওর পিছু পিছু গেলাম। তারপর ভাবলাম রুথ কী করছে, দেখা দরকার। ফিরে এলাম আগের জায়গায়। কী দেখলাম, জানো? ভাবতেও পারবে না...' কিমেলের চাহনি কঠিন হয়ে যেতে দেখে নিজেকে সামলে নিল ডেপুটি, দ্রুত খেই ধরল: ট্র্যাক অনুসরণ করে বিশাল এক উপত্যকায় উঠে গেলাম। এক পাশে ক্লিফের সামনে দাঁড়িয়ে আছে রুথ আর জন। মনে হলো কী যেন খুঁজছে ওরা। হঠাৎ ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল দু'জন।'

মবি কিমেলের মনোভাব বোঝার জন্য থামল ডেপুটি, ভয়ে ভয়ে তাকাল। কিন্তু সিগারেট ধরিয়েছে ফ্লাইং-কে মালিক, মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

'উপত্যকার ওপাশে, অর্থাৎ ওরা যেখানে ছিল, ওখানে গিয়ে দেখি যাওয়ার মত কোন জায়গা নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি. কিন্তু ওদের দেখতে পাইনি। কোথায় গেল তাও বুঝলাম না। অথচ ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখান থেকে যাওয়ার মত পথ বা ট্রেইল নেই।'

বিড়বিড় করে অশ্রাব্য কয়েকটা খিস্তি আওড়াল মবি কিমেল।

'কিছু বুঝতে না-পেরে তোমার খোঁজে চলে এসেছি,' দ্রুত বলল ডেগনার। 'মনে হলো তুমি হয়তো...'

'কতক্ষণ আগের ঘটনা এটা?'

'বিশ-পঁচিশ মিনিট হবে।'

'তারমানে এখনও লিনিং-বিতে পৌঁছতে পারেনি জর্জ?'

'ও তো র‍্যাঞ্চের দিকে যায়নি।'

মাথা নাড়ল কিমেল। 'শেরিফের কাছে চলে যাও, বেন। সাধ্যমত করেছ তুমি। মুরোদে না-কুলোলে কী করবে!' তীব্র ক্ষোভ আর তাচ্ছিল্য ঝরে পড়ল র‍্যাঞ্চারের কণ্ঠে। 'শোনো, জনের কথা আবার বলে দিয়ো না কিমকে। এদিক থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরিয়ে রাখবে ওকে। বোলো রুক্ষ জমির দিকে গেছে জন।'

'জনের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখব!?'

'হ্যাঁ, কারণটা পরে বুঝিয়ে বলব তোমাকে,' দ্রুত বলল মবি কিমেল। 'আমাদের প্ল্যানমত সবকিছু ঘটতে যাচ্ছে, বেন। আর দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমার। এবার আচ্ছামত শেরিফকে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আশা করি আজকের মধ্যে সব ঝামেলা মিটে যাবে।'

ক্রুদের র‍্যাঞ্চে ফেরার নির্দেশ দিয়ে একা এগিয়ে চলল ফ্লাইং-কে মালিক। মনে মনে হিসাবের খাতা থেকে বেন ডেগনারের নাম কেটে দিয়েছে। গর্দভটাকে লাভের অংশ দেওয়ার কোন মানে হয় না। অযথা খরচা! ডেগনার বেঁচে থাকলে বরং সবকিছু উগরে দেওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। ঝুঁকিটা নেওয়া ঠিক হবে না।

লিনিং-বির সীমানার দিকে এগোল সে। মিনিট বিশ পর উঁচু একটা পাহাড়ের কিনারে পৌঁছল। আগে থেকে ওখানে অপেক্ষায় ছিল জেমস বাওয়ার। প্রায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল আইনজ্ঞ। গরমে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

'খবর নিয়ে গেন্ট্রিকে না-পাঠালেও পারতে,' অসন্তোষের সুরে বলল সে। 'কিন্তু জর্জের জন্য অপেক্ষা করতে বললে কেন? আমি তো বুঝতে পারছি না। র‍্যাঞ্চের ধারে-কাছেও দেখিনি ওকে। মনে হয় কোথাও পড়ে ঘুমাচ্ছে, ওর যা ঘুমের বাতিক!'

'জর্জ নয়, এতদিন বরং আমরাই ঘুমিয়ে কাটিয়েছি,' জরুরী কণ্ঠে বলল ফ্লাইং-কে মালিক। 'গতরাতে আমার র‍্যাঞ্চে গিয়েছিল জর্জ। একই সময়ে জনও হাজির হয়েছিল। হারামজাদার সাহস কত, বুঝেছ? যাই হোক, জনের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল জর্জ। কিছু করতে পারেনি অবশ্য। টেক দেখে ফেলেছিল ওকে। তাড়া খেয়ে লেজ তুলে পালিয়েছে, ওকে ধাওয়া করে শহরে গেছি আমরা। তারপর কী ঘটেছে, সেটা তো জানোই।'

'এত ঝুঁকি নেওয়া উচিত হয়নি জর্জের!' স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ করল বাওয়ার।

স্মিত হাসল কিমেল, হাসিটা বিকৃত হয়ে গেল। 'এত বড় যখন দান, জুয়া খেলতে গিয়ে ঝুঁকি না-নিলে চলে?' ক্ষণিকের জন্য থামল ফ্লাইং-কে মালিক, তারপর গম্ভীর মুখে জানাল: 'কী যে হয়েছে একেকজনের, জেমস, বুঝতে পারছি না। জর্জের কথাই ধরো, কাগজ আর ম্যাপ কর্নেলের মৃত্যুর পরদিনই খুঁজে পেয়েছে ও, কিন্তু কাল রাতে কথাটা জানাল আমাকে। আর বেন তো ভয়ে পেচ্ছাব করে দিতে বাকি! কেউ এসে কড়া একটা ধমক দিলে গড়গড় করে বলে দেবে সব। নাহ্, জেমস, ওদের উপর আস্থা রাখতে পারছি না আমি।'

নিখাদ বিস্ময় আইনজ্ঞের দুই চোখে, ডেগনার বা বেমিসের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানানোর বা মন্তব্য করার ফুরসত নেই তার। 'কথাটা আগে বলেনি কেন?'

'কারণ,' একটু সময় নিয়ে বোমাটা ফাটাল মবি কিমেল। 'ও বলছে, কাগজপত্রে নাকি প্রমাণ আছে আমরা দু'জন খুনের সঙ্গে জড়িত। মুখ বন্ধ রাখার বিনিময়ে আগের চেয়ে বিশ ভাগ বেশি লাভ চাইছে ও। নইলে শেরিফের হাতে তুলে দেবে সব কাগজ।'

'সেই সঙ্গে নিজের বারোটাও বাজাবে?'

'উঁহু, ওর দাবি কাগজে এমন কোন লেখা নেই যা থেকে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। জর্জ বোধহয় ধরে নিয়েছে তেমন হলে

কোর্টে আমরা নিজেরা ফেঁসে গেলেও ওকে জড়াতে পারব না।'

'এর মানে বুঝতে পারছ?' জেমস বাওয়ারের কপালে ভাঁজ পড়েছে।

'বিলকুল। একটু আগে ডেগনারের কাছে সকালের ঘটনা জানার পর আরও নিশ্চিত হয়ে গেছি বেঈমানি করতে পারে ও।' লিনিং-বিতে গ্যারি রেফার্টির আগমন এবং পরবর্তী ঘটনা খুলে বলল কিমেল।

নিঃশব্দে, শুকনো হাসি হাসল বাওয়ার। 'তারমানে লস্ট ক্যানিয়নের ধারে-কাছে কোথাও কাগজ আর ম্যাপ লুকিয়ে রেখেছে জর্জ?'

'ঠিক। কিন্তু ওকে অনুসরণ করছিল রুথ, আর জন আগে থেকে ওখানে ছিল। মনে হচ্ছে এতক্ষণে জনের হাতে চলে গেছে ওগুলো। পাক্কা সেয়ানা লোক ও!'

ঝড়ের বেগে চিন্তা করছে লইয়ার। 'ওরা হয়তো এখনও উপত্যকা থেকে বেরোয়নি। বেরিয়ে গেলেও নিশ্চয়ই ধারে-কাছে আছে। ইতোমধ্যে কাগজগুলো খুঁজে না-পেলে আমাকে আগের মতই বিশ্বাস করবে। আমি যাচ্ছি, যতক্ষণ সম্ভব হ্রদের ধারে আটকে রাখব ওদের। লোকজন নিয়ে চলে এসো তুমি।'

'জর্জের ব্যাপারটা?'

'পরে দেখা যাবে। আগের কাজ আগে।' দ্রুত ঘোড়া ছোটাল জেমস বাওয়ার।

রওনা দিতে গিয়েও থেমে গেল মবি কিমেল। জর্জ ফিরে আসেনি এখনও, তবে এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যে। কোন্ চুলোয় গেছে হারামজাদা, কে জানে! অপেক্ষা করাই যাক। দেনা-পাওনা চুকাতে কয় মিনিটই বা লাগবে। আর গেন্ট্রিদের ডেকে আনতে তেমন সময় লাগবে না। বিশ মিনিট লাগবে র‍্যাঞ্চে যেতে, তারপর উল্কা বেগে ঘোড়া ছোটাবে…উপত্যকায় পৌঁছতে সব মিলিয়ে হয়তো চল্লিশ মিনিট লাগবে।

জেমস বাওয়ার পাত্তা না-দিলেও জর্জ বেমিসকে এখন হুমকি মনে হচ্ছে ওর। চিন্তাটা মাথায় এসেছে বেমিস কাল রাতে বেশি মুনাফা দাবি করার পর থেকে। সিদ্ধান্তটা তখনই নিয়ে রেখেছে, আর বেন ডেগনারের কথা শোনার পর রায় ঘোষণা করেছে। জর্জ বেমিসকে প্রয়োজন নেই ওদের। সময়মত শরীরের ক্ষত না-সারালে পরে দুর্ভোগ শুধুই বাড়ে। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে রোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপশম করা।

পাঁচ মিনিট পর ট্রেইলে জর্জ বেমিসকে দেখে উল্লাস বোধ করল কিমেল। তলে তলে শীতল জিঘাংসা বোধ করছে ও। ঢালু পথ ধরে নীচের প্রেয়ারিতে নেমে এল ও, তারপর আড়াআড়ি ছুটে চলে এল বেমিসের সামনে।

প্রথমে ওকে দেখে চমকে গেলেও সামান্য হাসল জর্জ বেমিস, কিন্তু কিমেলের হাতে পিস্তল বেরিয়ে আসতে দেখে জমে গেল স্যাডলে। 'কী-কী ব্যাপার, মবি?'

'দু'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।'

'সেজন্য পিস্তল লাগবে কেন?'

'দরকার আছে,' চালিয়াতির সুরে বলল কিমেল।

নিজেকে খানিকটা হলেও সামলে নিয়েছে বেমিস। আসলে মৃত্যুভয় ওকে সাহসী করে তুলেছে। 'বোকামি কোরো না, মবি। আমার কিছু হলে শেরিফ একটা চিঠি পেয়ে যাবে, ওভাবেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছি। চিঠিতে কী আছে, শুনবে? কাগজ আর ম্যাপের অবস্থান ছাড়াও সব ঘটনার বিশদ বর্ণনা। সবাইকে ফাঁসানোর জন্য যথেষ্ট, তাই না?

'পিস্তলটা সরিয়ে নাও। আপাতত আমার ইচ্ছে মত নাচতে হবে তোমাদের। সন্দেহটা শুরু থেকে ছিল যে তোমাদের বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কথা দিয়েছি যখন, ফিরিয়ে নিতে চাইনি। এখনও চাই না। এমন নয় যে তোমরা বঞ্চিত হবে, ভাগ ঠিকই পাবে। একটু কমে যাবে, এই যা।'

'তোমার বুদ্ধির প্রশংসা করতেই হয়, জর্জ। আজীবন তাসে হারতে দেখে ভেবেছিলাম ঘটে হলুদ পদার্থটা তোমার কম, কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণ করলে। তবে বেশি চালাকি করতে গিয়ে একটু গড়বড় যে করে ফেলেছ, সেটা টের পাওনি। র‍্যাঞ্চ থেকে উপত্যকা পর্যন্ত তোমাকে অনুসরণ করেছিল রুথ, আর জন আগে থেকে ছিল ওখানে। কারও উপস্থিতি টের পাওনি তুমি। এসব অবশ্য বড় কিছু নয়। সামান্য ভুল।'

জর্জ বেমিসের সমস্ত প্রত্যাশা মুহূর্তে গুঁড়েবালি হয়ে গেল। ফ্যাকাসে মুখে তাকিয়ে থাকল সে, যেন কথাগুলোর মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারেনি।

'কী ব্যাপার, ভড়কে গেলে যে? মনে হচ্ছে ভাগনিকে পিস্তলের চেয়েও বেশি ডরাও? নাকি কাগজের কথা মনে পড়ে গেছে? একটু আগেই বলেছ কাগজে এমন কিছু নেই যা থেকে আমাদের সঙ্গে তোমাকে জড়ানো যাবে।'

ভয়ার্ত চোখে একবার কিমেলের দিকে তাকাল সে, তারপর পিস্তলের নলের দিকে। একটা ঢোক গিলে বলল, 'কারও নামে কিছু নেই, মবি। ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি! কাগজে শুধু ম্যাপের বিভিন্ন তথ্য আর নির্দেশনা রয়েছে। জনের হাতে পড়লে আমাদের সব প্ল্যান মাটি হয়ে যাবে। তুমি বরং তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যাও, যেভাবে পারো ঠেকাও ওকে। কাগজগুলো উদ্ধার করতে না-পারলে সবাই ডুবব আমরা!'

'জেমস গেছে। টেকরা ওখানে পৌঁছানো পর্যন্ত জন আর রুথকে আটকে রাখবে ও।' ধূর্ত হাসি খেলে গেল মবি কিমেলের ঠোঁটে, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল বেমিসের, সম্মোহিতের মত তাকিয়ে আছে পিস্তলের নলের দিকে।

'তা হলে দুশ্চিন্তার কিছু নেই আমাদের?' জানতে চাইল মবি কিমেল, কণ্ঠে তাগাদার সুর।

কিন্তু এরচেয়েও বেশি কী যেন ছিল কণ্ঠে, চোখ তুলে তাকাল

বেমিস। ঠাণ্ডা, গা হিম করা চাহনি। একজন খুনীর দৃষ্টি। 'খোদার কসম, আমি এখনও তোমাদের সঙ্গে আছি! না-হয় বাড়তি কিছু টাকা চেয়ে ভুল করেছি, কিন্তু নিয়ে তো যাইনি। তোমরা…'

'চালবাজি করেছ,' বাধা দিল ফ্লাইং-কে মালিক। 'তুমি আসলে একটা দু'মুখো সাপ, জর্জ। প্রথমে নিজের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করেছ, আর এখন করছ আমাদের সঙ্গে। আজ যে আমার পাওনা মিটিয়ে দিতেই হবে!'

'লাভের বখরা না-পেলে কীভাবে দেব? তুমি আমার অবস্থা সবচেয়ে ভাল জানো!' আমতা আমতা করে কথাগুলো বলল বেমিস, ভয়ে জান বেরিয়ে যাওয়ার দশা।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি তোমার অবস্থা,' কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে বলল কিমেল। 'অথচ তুমি নিজে বুঝতে পারছ না। লোভে পড়ে রুথ আর কর্নেলের সর্বনাশ করতে বাধেনি তোমার, ফের সুযোগ পেলে আমাদের অনিষ্ট করবে না, তার কী নিশ্চয়তা? উঁহুঁ, জর্জ, ঋণে জর্জরিত একজন মানুষকে অন্য কেউ বিশ্বাস করলেও আমি করি না।'

'এ ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না আমার।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আসলে যাই ঘটুক মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। পোকারে হেরে অনেক ঋণ করেছ। তবুও লোভের শেষ নেই তোমার। চালবাজি করতে গিয়ে জন আর রুথকে নিয়ে গেলে হ্রদের কাছে। ওরা হ্রদটা খুঁজে না-পেলে হয়তো বিকল্প চিন্তা করে দেখতাম। নাহ্, আমারও কোন উপায় নেই, জর্জ।'

'রুথকে নিয়ে চিন্তা কোরো না, ওকে বোঝাব আমি!' রীতিমত কান্না পাচ্ছে বেমিসের, কণ্ঠে অনুনয়ের সুর। 'তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না রুথ। আর জনকে যদি সামাল দিতে পারো…' মবি কিমেলের নিরুত্তাপ মুখ দেখে বাকি কথাগুলো বেরোল না বেমিসের মুখ থেকে, গলায় আটকে গেল।

চোখে আমোদ নিয়ে বেমিসের দুর্দশা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ

করছে কিমেল।

'মনে করো দেখো, মবি, তোমাদের কম উপকার করিনি,' ভিন্ন পথ ধরল বেমিস। 'কর্নেলের প্রতিটা পরিকল্পনা আগে থেকে জানিয়েছি তোমাদের, ঝর্নার অবস্থান জানিয়েছি। সবার চেয়ে বেশি ঝুঁকি নিয়েছি। তোমার কাছে দাবি করার অধিকার আছে আমার।'

'শুধু দাবি করার অধিকার নয়, কিছু পাওনাও আছে। আর বোধহয় দেরি সইছে না? বেশ!' বলে গুলি করল কিমেল।

স্যাডলে ধাক্কা খেল বেমিসের দেহ, তারপর গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। একটা পা আটকে থাকল স্টিরাপে। গুলির শব্দ প্রতিধ্বনি তুলল পাহাড়ে, সেটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই সন্তুষ্ট মনে ফ্লাইং-কের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়েছে মবি কিমেল।

কিছুক্ষণ স্থির পড়ে থাকার পর নড়ে উঠল জর্জ বেমিসের দেহ। মরেনি এখনও। প্রাণপণ চেষ্টায় উঠে দাঁড়াল সে, তারপর স্যাডলে চড়ে বসতেও সক্ষম হলো। ভাগ্যিস, গুলির শব্দে দৌড় শুরু করেনি ঘোড়াটা, কিংবা দূরেও সরে যায়নি।

ঘোড়াটা কয়েক গজ এগোনোর আগেই জ্ঞান হারাল সে।

মিনিট কয়েক পর চেতনা ফিরে পেয়ে ঝাপসা চোখে চারপাশে তাকাল বেমিস। নড়তে গিয়ে তীব্র ব্যথার স্রোত টের পেল সারা দেহে। মাথাটা চক্কর দিচ্ছে, দুর্বল বোধ হচ্ছে নিজেকে। এতটা দুর্বল কখনও বোধ করেনি। সমস্ত শক্তি যেন প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীর থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

শেরিফকে খুঁজে পেতে হবে! মরতেই চলেছে যখন, তখন সব কিছু জানিয়ে যেতে হবে। কিমেল আর বাওয়ারের মুখোশ খুলে দিতে না-পারলে মরেও শান্তি পাবে না।

বেমিসের মনে হলো মাটি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। আসলে স্যাডল থেকে ঘেসো জমিতে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

দ্বিতীয়বার চেতনা ফিরে পেয়ে নিজেকে মাটিতে আবিষ্কার করল

বেমিস। ওর উপর ঝুঁকে রয়েছে ভ্যান রিডল। তা হলে শহরে যায়নি ঘোড়াটা? র‍্যাঞ্চে এসেছে? অবশ্য এটাই স্বাভাবিক।

'চুপচাপ শুয়ে থাকো, জর্জ,' জরুরী কণ্ঠে বলল ফোরম্যান। 'এখুনি তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব আমরা।'

সময় হয়ে গেছে, জানে বেমিস। মাথা নাড়ল। 'শোনো,' দম নিয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করল সে, কথা বলতে এত শক্তি খরচ হয় জানত না। 'কিমেল আর বাওয়ার আছে সবকিছুর মূলে। ডেগনারও আছে ওদের সঙ্গে। জন পুরোপুরি নির্দোষ!' কথাগুলো থেমে থেমে শেষ করতে পারল সে।

'তোমাকে গুলি করেছে কে?'

'ম-বি। ...ক-র্নে-ল-কেও খু-ন ক-রে-ছে ও।'

'তুমি জানলে কী করে?'

উত্তর দিতে পারল না জর্জ বেমিস। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে চলে গেছে। বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে তার পাশে বসে আছে ভ্যান রিডল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব। বুঝতে পারছে না কী থেকে কী ঘটেছে, তবে এটা বুঝেছে মৃত্যুপথযাত্রী একজন মানুষ সাধারণত মিথ্যে বলে না।

চোদ্দ

ঝোপঝাড় সরিয়ে ক্যানিয়নে ঢোকার টানেলে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল জন ক্যালকিন, উপত্যকায় এক অশ্বারোহীকে দেখতে পেয়েছে। হাত তুলে রুথকে অপেক্ষা করতে বলল ও, তারপর খুঁটিয়ে দেখল লোকটাকে। এখনও যথেষ্ট দূরে আছে বলে ঠাহর করতে

পারছে না, তবে মিনিট খানেক পর স্পষ্ট হলো কাঠামো।

জেমস বাওয়ার।

ইতোমধ্যে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রুথ। সূর্য থেকে চোখ আড়াল করার জন্য কপালে হাত তুলল মেয়েটি। 'জেমস চলে এসেছে!' ওর কণ্ঠে স্বস্তি।

সোরেলটাকে নিয়ে ঝোপের পাশে চাতালে এসে দাঁড়াল জন। জেমস বাওয়ারের পৌঁছানোর অপেক্ষায় থাকল।

'ভাবছিলাম এখানেই পাব তোমাকে,' স্বস্তির সুরে বলল ঝানু আইনজ্ঞ। 'পুরো এলাকা চষে ফেলছে পাসি। এক ফাঁকে দল থেকে সটকে পড়েছি আমি। তোমার জন্য এ-জায়গাটাই নিরাপদ এখন। অন্তত বিকাল পর্যন্ত।'

'হ্রদের কথা কবে থেকে জানতে তুমি?' জানতে চাইল জন।

'অনেকেই জানে এটার কথা!' বিস্ময় প্রকাশ পেল বাওয়ারের কণ্ঠে, মনে সতর্কঘণ্টী বেজে গেছে তার। বুঝতে পারছে ভুল করা চলবে না। জন ক্যালকিন মানুষটা খুবই সন্দেহপ্রবণ। রুথের দিকে তাকাল ও। 'তোমার বাবা হ্রদটা আবিষ্কার করার পর এ-নিয়ে বেশ কয়েকবার আলাপ করেছে আমার সঙ্গে। কীভাবে উপত্যকায় পানি যাবে, কোথায় কোথায় চ্যানেল বসবে...দু'জনে মিলে প্ল্যান করেছি আমরা। তখন টাকা ছিল হ্যারির কাছে, নানা প্ল্যানও করেছে।'

'হ্রদের কথা আগে থেকে জানতে তুমি, অথচ আমাকে কখনও বলোনি,' অভিযোগ নয়, বরং ঠাণ্ডা শোনাল রুথের কণ্ঠ। 'জনকেও বলোনি। অথচ তুমি জানতে এটা জানলে উপকার হত ওর।'

'উপকার হত?' হেসে উঠল বাওয়ার। 'বুঝলাম না!'

'বাবার খুনের নেপথ্যের মোটিভ জানা যেত।'

'জনের বিরুদ্ধে আরও একটা মোটিভ?'

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না,' শান্ত স্বরে বলল জন। পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সময়

করল, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে খেই ধরল: 'দেখাই যাচ্ছে, হ্রদের কথা খুব বেশি লোক জানত না। দু'চারজন। অনেকে শুনেছে এমন কিছু একটা আছে, কিন্তু ওই পর্যন্তই, ওদের কাছে এটা ছিল হারিয়ে যাওয়া কিংবদন্তী।

'আমার কী ধারণা, জানো, মি. বাওয়ার? জর্জ বেমিসের সঙ্গে কর্নেলের শত্রুপক্ষের আগাগোড়া যোগাযোগ ছিল। ব্যাপারটাকে প্রত্যক্ষ সহযোগিতাও বলতে পারো। নইলে কী করে কর্নেলের প্ল্যান আগে থেকে জেনে যেত ওরা? এজন্যই সবসময় এক ধাপ এগিয়ে থাকত ওরা। বুনো ঘোড়া চালান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কর্নেল, বেশ কয়েকবার, কিন্তু প্রতিবার ব্যর্থ হলেন। জর্জ বেমিস ছাড়া আর কারও পক্ষে এসব জানা সম্ভব ছিল?'

'জর্জ?' সাংঘাতিক অবাক মনে হলো বাওয়ারকে। 'আশ্চর্য কথা বললে! কিন্তু এটা যদি সত্যিও হয় তাতে তোমার লাভ কী?'

'কর্নেলের কাগজ আর ম্যাপ খুঁজে পেয়ে লুকিয়ে রেখেছে ও। ওগুলোতে কী আছে সে-খবর যে গোপন নেই, একটু আগে জেনে গেছে ও। আরও জানে আমি পুরোপুরি নির্দোষ। কোর্টে উপস্থাপন করার মত নিরেট প্রমাণ বেভার ম্যাককুইনের কাছে আছে। ওর সঙ্গে কথা বললে পরিষ্কার হয়ে যাবে ব্যাপারটা।'

'বেভারের কাছে প্রমাণ আছে?' বাওয়ারের এবারকার বিস্ময় পুরোপুরি নির্ভেজাল। 'ম্যাপ আর কাগজ কি ওর কাছে?'

'উঁহুঁ, এই মুহূর্তে রুথের কাছে,' নির্লিপ্ত স্বরে বলল জন। 'তবে মি. ম্যাককুইন জানে রেসিনের কোথায় তিনটা ঘোড়ার ছাপ পাওয়া গেছে, একই ঘোড়ার ছাপ পাথল ক্যানিয়নে ছিল, যেটায় খুন হয়েছেন কর্নেল। এরাই কর্নেলের খুনী। হুবহু তিন সেট ছাপ দেখা গেছে ফ্লাইং-কের করাল আর র‍্যাঞ্চ হাউসের সামনে। দরকার হলে শেরিফকেও ছাপগুলো দেখাতে পারবে মি. ম্যাককুইন। বেশি দেরি হয়ে গেলে অবশ্য থাকবে না।'

সিগারেটে টান দিল জন, উপত্যকায় চরতে থাকা সোরেলের

উপর দৃষ্টি বুলাল, ঘাসে চরছে ওটা। 'সব কিছু পরিষ্কার, তাই না? মবি কিমেলকে নির্দেশ করে।'

কিছু বলল না ঝানু আইনজ্ঞ।

'একজনের পরিচয় জানা গেল,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'কিন্তু অন্য দু'জন? জর্জ বেমিসের স্বীকারোক্তি নিলে দ্বিতীয় লোকটাকে খুঁজে পাব আমরা।'

'তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করেছ? কে সে?'

স্মিত হাসি ফুটল জনের ঠোঁটের কোণে, সিগারেটে টান দিয়ে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখল আইনজ্ঞকে। 'তুমি।'

হতভম্ব হয়ে গেছে রুথ, মুখে কথা সরছে না। অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার!' বাওয়ারের প্রতিক্রিয়া শুধুই একটা বাক্য।

'মবি কিমেল ভাল র‍্যাঞ্চার হতে পারে, কিন্তু ঘটে অত বুদ্ধি নেই ওর,' বলল জন। 'মাস্তান টাইপের লোক, গায়ের জোরে পেতে চায় সবকিছু। কর্নেলকে খুন করে তার দায় আমার ঘাড়ে চাপানোর বুদ্ধি ওর মগজ থেকে বেরিয়েছে, কথাটা জান দিয়ে বললেও বিশ্বাস করব না আমি। এমন চিকন বুদ্ধির লোক খুব কম আছে। তুমি তাদের একজন। এটা অবশ্য কোন প্রমাণ নয়। স্রেফ সম্ভাবনা।'

'জন!' আহত শোনাল রুথের কণ্ঠ। 'কী বলছ তুমি? আমি তো...'

'ঠিকই বলছি। মৃত্যুর ঠিক আগে ম্যাপ আর কাগজের কথা বলে গেছেন কর্নেল। স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন ম্যাককুইন বা তোমাকে ছাড়া যেন কাউকে না-বলি। তুমি ওঁর মেয়ে, অথচ তোমার কাছেই কখনও প্রকাশ করেননি। বাওয়ারের কাছে তো নয়ই। অথচ হ্রদটা নাকি চেনে ও।'

'হ্রদের কথা জানি বলেই তোমার মনে হলো আমি হ্যারির খুনী?' হেসে উঠল বাওয়ার।

'না, খুনী তুমি নও, তবে নেপথ্যে থেকে খুন করিয়েছ। সমস্ত পরিকল্পনা তোমার মাথা থেকে বেরিয়েছে। কিমেল বা ডেগনার তোমার দেওয়া নির্দেশগুলো কাজে লাগিয়েছে। আর জর্জ বেমিস তোমাদের দোসর।'

'কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না তুমি!' তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেল জেমস বাওয়ারের কণ্ঠে। 'লোকে হাসবে তোমার কথা শুনে!'

'ঠিকই ধরেছ আমার সমস্যাটা। তবে ডেগনার বা জর্জ বেমিস হাসবে না, ওদের চেপে ধরলে তোমার নামটা ঠিক বলে দেবে। আমি অবশ্য ওদের নয়, খোদ মবি কিমেলকে চেপে ধরব বলে ঠিক করেছি।'

স্যাডল ছাড়ল জেমস বাওয়ার, কোনরকম তাড়া বোধ করছে না। সারাক্ষণ তার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখছে জন।

'তোমার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর, জন,' সত্যিকার প্রশংসা ঝরে পড়ল আইনজ্ঞের কণ্ঠে। 'চমৎকার গল্প বানিয়েছ একটা। খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে সব। এই দেখো, রুথও বিশ্বাস করে ফেলেছে। আমার কিন্তু একটুও উদ্বেগ লাগছে না। কেন জানো?'

'জানার ইচ্ছে নেই আমার।'

ব্যাপারটা কখন ঘটল টের পায়নি জন, কিন্তু ছোট্ট একটা ডেরিঞ্জার দেখতে পেল আইনজ্ঞের হাতে। সম্ভবত জামার হাতায় বা তালুর কাছাকাছি কোথাও লুকানো ছিল। অসামান্য দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতায় বের করে ফেলেছে। জুয়াড়ীদের কৌশল এটা। আর যাই হোক একজন আইনজ্ঞ এমন চৌকস হবে আশা করেনি জন।

'গল্পটা কাউকে বলার সৌভাগ্য হবে না তোমার, জন,' তীক্ষ্ণ স্বরে ঘোষণা দিল বাওয়ার।

রুথ ব্রেসওয়েলের জন্য আজ বোধহয় শুধুই বিস্মিত হওয়ার দিন। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। বাওয়ারের মত মানুষ লুকিয়ে রাখা পিস্তল ব্যবহার করে!

আরও সতর্ক হওয়ার দরকার ছিল, তিক্ত মনে ভাবছে জন। কিন্তু

নিজেকে দোষ দিতে পারছে না। আপাত নিরস্ত্র একজন মানুষ হয়েও সত্যি ভেল্কি দেখিয়েছে বাওয়ার।

'রফা করতে চাও?' জানতে চাইল জন।

হেসে উঠল বাওয়ার। 'তোমার কাছে কী আছে যে রফা করব? হাসালে আমাকে!' কঠিন হয়ে গেল লোকটার চোয়াল। 'চালাকি করতে যেয়ো না, জন, তা হলে কিন্তু রুথকে গুলি করব আমি। কসম!'

হয়তো সত্যি করবে, তবে ঝুঁকিটা নেওয়া চলে না। ট্রিগারে চেপে বসেছে লোকটার আঙুল, আর ওকে ড্র করতে হবে। উঁহুঁ, কাজ হবে না। অপেক্ষা করাই উচিত।

'কী চাও তুমি?'

'আপাতত ছোট্ট একটা চাওয়া। রুথ, এদিকে চলে এসো তো। আমার কাছে। জন, তোমার কোন হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য রুথ যদি মারা পড়ে, আমার কিছু করার থাকবে না। বুঝতেই পারছ, আমি এখন মরিয়া। সামান্য বেচাল দেখলে রুথকে গুলি করব, কথাটা বিশ্বাস করলে ভাল করবে।'

দম দেওয়া পুতুলের মত এগিয়ে গেল রুথ। ঘটনার চমক এখনও সামলে নিতে পারেনি। বাওয়ারের সামনে যেতে ওকে জনের দিকে ফিরিয়ে দিল সে, তারপর ঘাড়ের সঙ্গে পিস্তলের নল ঠেসে ধরল। এই লোকটিকে কি-না এতদিন বিশ্বাস করে এসেছে ওরা, বন্ধু বলে ভেবেছে! ওদের বিশ্বাস আর সরলতার সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ করেছে সে। ঘৃণায় গা গুলিয়ে উঠল রুথের।

'নায়ক হওয়ার খায়েশ নিশ্চয়ই মিটে গেছে?' ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল বাওয়ারের কণ্ঠে। 'মরা নায়ক হতে চাইলে ড্র করার চেষ্টা করতে পারো।'

'একটা অজুহাত হলে চলে তোমার।'

'তুমি আসলেই সমঝদার লোক, জন, কথা বলে আনন্দ আছে। আ বললেই আম বুঝে ফেলো। এবার?'

'ওকে ছেড়ে দাও।'

'আর দুনিয়ার লোক ডেকে আনুক রুথ?'

'অবস্থাটা বুঝতে পারছ না, বাওয়ার?' সিগারেটে টান দিল জন, একেবারে নিরুদ্বিগ্ন ও শান্ত দেখাচ্ছে মুখ। 'আমার জন্য এখন একটাই কাজ, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। একটা গুলি করতে পারবে, তবে ওই একটাই। পরেরটা আমি করব।'

'সেক্ষেত্রে রুথ মারা পড়বে। আমার সামনে আছে ও।'

'ও তোমার চেয়ে খাটো। তোমার কপালটা আমার টার্গেট হবে।'

জনের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি নেই। কিন্তু বাওয়ারের মধ্যে তার কোন প্রভাব পড়ল না। 'মনে হয় না গুলি করবে তুমি। অত বড় ঝুঁকি...'

'তুমি বরং এটা ভাবো একটা গুলি ছুটে যাবে তোমার দিকে, সেটা রুথের গায়ে লাগতে পারে, আবার তোমার কপালও ফুটো করতে পারে। নেবে ঝুঁকিটা? দেখতে চাও ডেরিঞ্জারের একটা গুলি বুকে বা পেটে নিয়েও তোমার কপাল ফুটো করতে পারি কি-না?'

ডেরিঞ্জারের সীমাবদ্ধতা জানে সে। ছোট্ট পিস্তলটা হাতের তালুতে রেখে গুলি করতে হয়। তালুর মধ্যে থাকে বলে ঠিক ভাবে নিশানা করা যায় না, অন্তত সাধারণ পিস্তলের মত। এক বিন্দু এদিক-ওদিক হলেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে মাথায় নিশানা না-করে বুক বা পেট, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত বড় জায়গা টার্গেট হিসাবে বেছে নেওয়াই শ্রেয়।

মুখে যতই সাহস দেখাক, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতে মনস্থ করল না বাওয়ার। সে জানে রুথকে গুলি করলেও জনের হাতে খুন হয়ে যাবে, কিংবা আগে জনকে গুলি করলেও নিস্তার পাওয়ার শতভাগ সম্ভাবনা নেই, কারণ মরিয়া হয়ে উঠবে জন, প্রাণপণ চেষ্টায় ড্র করবে। ঠিকমত লাগাতে না-পারলে...। শরীরে দু'তিনটা গুলি নিয়েও পাল্টা গুলি করা যায়। এমন বহু লোকের কথা জানে সে, যারা তিন-চারটা গুলি খেয়েও একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করেছে, এবং এখনও

বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে।

'তা হলে, বাওয়ার?'

'কী করতে বলো আমাকে?' পাল্টা জানতে চাইল আইনজ্ঞ।

'রুথকে ছেড়ে দাও। একটা অফার দিচ্ছি। বিনিময়ে আমার গানবেল্টটা পেতে পারো।'

এবার বোধহয় ভারসাম্য ওর দিকে হেলে যাবে, ভাবল জেমস বাওয়ার। তা ছাড়া, দলবল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে যাবে কিমেল। রুথকে ছেড়ে দিলেও বেশি দূরে যেতে পারবে না। ঠিক ধরা পড়ে যাবে। সামনের মূর্তিমান আপদটাকে বিদায় করে দেওয়া যাবে, এটাই হচ্ছে আসল কথা।

'বেশ!' নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাজি হলো বাওয়ার। এক কদম সরে গেল পাশে, পিস্তলের নল এতটুকু নড়েনি, জনের বুক বরাবর তাক করা। রুথকে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দিল সে।

কাঁপা পায়ে সরে গেল রুথ, ঘোড়ার দিকে এগোল।

'উঁহু, পায়ে হেঁটে যাবে,' নির্দেশ দিল বাওয়ার।

থমকে দাঁড়াল রুথ, ফ্যাকাসে মুখে দেখল জনকে।

'ক্যানিয়নের ভিতরেই থেকো,' মৃদু স্বরে বলল জন। 'বাইরে যেয়ো না।'

স্খলিত পায়ে এগোল রুথ, পা যেন চলছে না। বারবার উদ্বিগ্ন চোখে ফিরে তাকাচ্ছে। দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। জনের মধ্যে সামান্য উদ্বেগ বা বিকারও নেই। চরম বিপদের মধ্যে কী করে এত শক্ত আছে মানুষটা?

ঘন ঝোপ সরিয়ে টানেলের ভিতর ঢুকে গেল রুথ।

কোমর থেকে গানবেল্ট খুলে বাওয়ারের দিকে ছুঁড়ে দিল জন, আইনজ্ঞের পায়ের কাছে পড়ল। নিচু হয়ে ওগুলো তুলে নিল সে, তারপর নিজের কোমরে জড়াল।

পাথুরে দেয়ালে হেলান দিল জন, আরেকটা সিগারেট রোল করতে শুরু করল।

'এমন করলে কেন, বাওয়ার?' আলাপী সুরে জানতে চাইল জন। 'এত বড় একটা কাজ করতে চেয়েছিলেন কর্নেল! ওঁর সঙ্গে থাকলে আইনজীবী হিসাবে তোমারও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ত। পসার বাড়ত তোমার। ব্যক্তিগতভাবে কর্নেলও নিশ্চয়ই মোটা ফী দিতেন তোমাকে।'

'কচু! কর্নেলকে তোমার চেয়ে ঢের ভাল চিনতাম আমি। হ্রদ খুঁজে পাওয়ার আগে থেকে পানির একটা উৎসের স্বপ্ন দেখত ও, যেটায় সারা বছর পানি থাকবে। বলত হারানো নদীটা খুঁজে পেলে কিংবা পানির অন্য কোন উৎস পেলে সবাই সমান ভাগ পাবে। এরচেয়ে অর্থহীন প্রলাপ আর হয়?'

'অর্থহীন হবে কেন? শুনে তো মহৎ মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'কর্নেলের রোগ তোমাকেও ধরেছে?' বাওয়ারের কণ্ঠে শ্লেষ।

'তেমন হলে পুরো এলাকার উন্নতি হত। র‍্যাঞ্চে ঘাস জন্মাত, লোকজন চাইলে জমিতে ফসলও ফলাতে পারত। সারা বছর পানি থাকলে...'

'এত মূল্যবান সম্পদ সবার মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার কোন মানে হয়? চাইলে হাজার হাজার ডলার কামানো যায়, অথচ সে ভেবেছে মহান হবে!'

করুণার চোখে লোকটিকে দেখল জন। কর্নেলের স্বপ্ন এদের কাছে হাস্যকর মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চোর কখনও জিনিসের সৌন্দর্য বিচার বা উপভোগ করে না, স্রেফ চুরি করে।

ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া টের পেয়ে দু'জনেই তাকাল। জন যা আশা করেছিল—শত্রুপক্ষের কেউ—তাই হলো। মবি কিমেল।

পরিস্থিতি দেখে দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো ফ্লাইং-কে মালিকের হাসি। উল্লাসে নাচছে চোখজোড়া। দ্রুত পায়ে জনের দিকে এগোল সে।

'জলদি কাজ সারতে হবে, মবি,' তাগাদার সুরে বলল জেমস বাওয়ার। 'কে না কে এসে পড়ে! তবে জর্জকে নিয়ে চিন্তাটা বেশি, আমাদের সম্পর্কে জানে ও। তা ছাড়া, এই হ্রদের কথাও জানা আছে ওর।'

'মরা মানুষ হাঁটতে পারে না, মুখও খুলতে পারে না,' বলল কিমেল। 'তুমি আবার গুলি করে বসো না যেন! ওর সঙ্গে একটা লেনদেন রয়ে গেছে আমার। সেদিনের ব্যথা এখনও আছে গায়ে, ওকে আচ্ছামত পেটাতে না-পারলে শান্তি হবে না আমার।'

'অত ঝামেলার কী দরকার! একটা গুলি করলেই তো...'

'উঁহুঁ, শেরিফের সন্দেহ হতে পারে।'

'আগে রুথের ব্যবস্থা করো। ক্যানিয়নে ঢুকেছে ও। একা এসেছ নাকি? গেন্ট্রিদের বলে দাও রুথকে ধরে নিয়ে আসুক।'

'বেশ,' ঘুরে দাঁড়াল কিমেল। 'তুমি আবার গুলি কোরো না ওকে। টেকরা কাছেই আছে। খবরটা দিয়েই চলে আসব।'

দ্রুত পায়ে ক্যানিয়নে ঢুকে পড়ল সে। ঠিক দুই মিনিট পর ফিরে এল। 'নিশ্চিন্তে থাকো। রুথকে ধরে আনছে ওরা।'

'এবার তা হলে একটা একটা করে কাজ শুরু করি,' প্রসন্ন মুখে বলল বাওয়ার, জনকে যাও-বা সামান্য হুমকি মনে হচ্ছিল, কিমেলের উপস্থিতিতে সবই চলে গেছে। সাহস আর আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। তা ছাড়া, সবগুলো আলগা সুতো গিঁট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এখন তো ওদেরই ফুর্তি করার সময়!

'এদ্দিন তুমি সব প্ল্যান করেছ,' আবদারের সুরে বলল মবি কিমেল। 'এবার আমার বুদ্ধিমত কাজ হবে। ধরো, জনকে পাওয়া গেল স্টিরাপের উপর একটা পা লটকানো অবস্থায়। সবাই ভাববে উচিত শাস্তি পেয়েছে। কোন কারণে পাগলাটে আচরণ করেছিল ওর ঘোড়াটা, ফলে স্যাডল থেকে পড়ে যায় সে, আর ওকে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায় ঘোড়াটা। আর এভাবেই মারা পড়েছে...'

'আমার সঙ্গে লেনদেনটা চুকিয়ে নিই, তারপর শাস্তির ব্যবস্থা হবে। চলো, জন, খোলা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই। পাথুরে চাতালে মারপিট তেমন জমবে না। এগোও!'

'ওকে একটা সুযোগ দিচ্ছ, মবি!' আপত্তি জানাল আইনজ্ঞ। 'গর্দভ! আবারও তোমাকে পিটিয়ে তক্তা বানাবে জন। এর মধ্যে বেচাল কিছু হয়ে গেলে...'

'মবি, এটা আমার দাবি!' তীক্ষ্ণ স্বরে বাধা দিল ফ্লাইং-কে র‍্যাঞ্চার।

মবি কিমেলের সঙ্গে কখন তর্ক করা চলে না, জানে বাওয়ার। মাথা খারাপ হয়ে গেছে লোকটার, জনকে পিটিয়ে মারের শোধ তুলবে, আর এভাবেই হারিয়ে ফেলা আত্মবিশ্বাস এবং মর্যাদা ফিরে পাবে। অন্তত কিমেল তাই ভাবছে। জনকে মার দেওয়ার আগে শান্ত হবে না সে, স্বাভাবিক বুদ্ধি-শুদ্ধিও ফিরে পাবে না। মাথায় শুধু একটাই চিন্তা—অপমানের শোধ নিতে হবে!

বাধ্য ছেলের মত চাতাল থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল জন। ভিতরে ভিতরে পুলকিত। বুদ্ধির অভাব বলেই এমন একটা প্রস্তাব দিয়েছে কিমেল। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে বাওয়ারই যোগ্য লোক, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। স্রেফ দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খাওয়া ছাড়া যেখানে উপায় নেই, সেখানে অন্তত একজনকে আধ-মরা করার সুযোগ পেয়ে গেল! যদি না বাওয়ার বাগড়া দেয়...

আরেকটা ব্যাপার, কিমেলকে কাবু করার পর বাওয়ারকে মোকাবিলা করতে হবে। দশাসই এমন একজনের বিরুদ্ধে লড়ার পর ওর মধ্যে কতটা ক্ষিপ্রতা বা নৈপুণ্য থাকবে আগাম বলা মুশকিল। সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হবে হাতের আঙুল নিয়ে। ঘুসি মারার সময় ছড়ে যাবে গাঁটগুলো, আড়ষ্টতা অন্তত কয়েক ঘণ্টার আগে কাটবে না। স্বভাবতই দ্রু করতে গেলে শ্লথ হয়ে যাবে জন। ডুয়েলের সময় সেকেন্ডের ভগ্নাংশও অতি মূল্যবান...

হ্রদের দিকে চোখ পড়তে চট করে বুদ্ধিটা এল মাথায়। ইচ্ছে করে কিনারার দিকে সরে এল ও, তারপর হাতের সিগারেট ছুঁড়ে ফেলল পানিতে। একটা ঘূর্ণি খেয়ে নীচে হারিয়ে গেল ওটা।

'এবার ঘুরে দাঁড়াও!' গানবেল্ট খুলতে খুলতে হুঙ্কার ছাড়ল

কিমেল, ছুঁড়ে মারতে কয়েক হাত দূরে ঘন ঝোপের সামনে গিয়ে পড়ল পিস্তল সহ গানবেল্ট।

ঘুরে দাঁড়াতে অকারণে দেরি করল জন। ততক্ষণে, পদশব্দ শুনে টের পেল, ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মবি কিমেল।

শেষ মুহূর্তে ঘুরল জন। অসামান্য ক্ষিপ্রতা আর চোখ-ধাঁধানো নৈপুণ্যে পরের একটা সেকেন্ড ব্যয় করল ও। ঘুরেই কিমেলের চোখ লক্ষ্য করে পরপর দুটো বিরাশি শিক্কার ঘুসি হাঁকাল। নিষ্ঠুর মার।

এমন কিছু আশা করেনি কিমেল। ভেবেছে তারিয়ে তারিয়ে অবস্থাটা উপভোগ করবে, সময় নিয়ে পিটিয়ে তক্তা বানাবে জনকে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় ককিয়ে উঠল সে, রাগে জ্বলে উঠল ব্রহ্মতালু। দিশেহারা অবস্থায় একের পর এক ঘুসি মারতে শুরু করল, কিন্তু সবই এলোপাতাড়ি। ডানে-বামে সরে গিয়ে ওগুলোর বেশিরভাগ এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলো জন।

লাথি মারতে পা তুলল কিমেল, কিন্তু আবিষ্কার করল নিচু হয়ে ওর পা ধরে ফেলেছে জন। ধরেই একপাক ঘুরল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিজেকে শক্ত মাটিতে আবিষ্কার করল কিমেল। উপুড় হয়ে পড়ায় নাকে-মুখে আঘাত লেগেছে। ইতোমধ্যে নাক ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, চোখ আধবোজা হয়ে গেছে।

চট করে ফ্লাইং-কে মালিকের পিছনে এসে বসে পড়ল জন, তারপর হাত বাড়িয়ে দর্শাসই মাথা তুলে নিল। এবার নির্দয়ভাবে কনুই চালাল। একের পর এক আঘাত করল কিমেলের মুখে। এতটুকু দয়া বা সহানুভূতি নেই ওর মনে, যেন অন্যের দেওয়া নির্দেশ পালন করছে শুধু।

কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কিমেল, সারা মুখ থেঁতলে গেছে। এতটাই যে মুখ দেখে তাকে চেনার উপায় নেই।

ক্যানিয়ন থেকে পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল।

কিমেলকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল জন। নিজে দুর্বল হতে চায়

না বলে নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দেখিয়েছে র‍্যাঞ্চারের উপর। হাত দুটো অক্ষত রাখতে চেয়েছে ও। খুব যে সফল হয়েছে তা নয়, কিন্তু এরচেয়ে কমেও সম্ভব ছিল না।

জন দেখল উদ্যত পিস্তল হাতে ওকে কাভার করে রেখেছে জেমস বাওয়ার, চোখে ঠাণ্ডা চাহনি। 'মবিটা চিরকালই বোকা ছিল,' তাচ্ছিল্য স্বরে মন্তব্য করল সে। 'নিজের উপর প্রচণ্ড বিশ্বাস ছিল ওর, অথচ আমি কিন্তু এই পিস্তলটাকে বেশি বিশ্বাস করি।'

হ্রদের কিনারা থেকে জনের দূরত্ব চার ফুট, চাইলে ঝাঁপ দিতে পারে, কিন্তু উদ্যত পিস্তলকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না বোধহয়। একটা ডাইভার্শন তৈরি করতে হবে, অন্তত এক সেকেন্ডের জন্য হলেও বাওয়ারের মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে নিতে হবে; কিংবা সামান্য উদ্বেগ, অন্যমনস্কতা...একটা কিছু হলেই চলবে।

আরও এক কদম এগিয়ে এল বাওয়ার। ট্রিগারে আঙুলের চাপ বাড়ছে।

'সাবধান, বাওয়ার,' সহজ কিন্তু উদ্দেশ্যপূর্ণ স্বরে বলল জন। 'শেষ মুহূর্তে তোমার হাতটা কেঁপে যাবে মনে হচ্ছে। অথচ এটা জীবন-মরণের খেলা। সতর্কতার সঙ্গে খেলতে হয়। ধরো, যদি কোন কারণে তোমার পিস্তল থেকে গুলি বের না-হয় তা হলে কিন্তু মরতে হবে। অথচ আগে থেকে যাচাই করারও উপায় নেই।'

বাওয়ারের মুখে অস্বস্তি ফুটে উঠেছে। জনের কথা বিশ্বাস করেনি, কিন্তু সামান্য হলেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে মনে। আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। জন জানে মানুষের বিশ্বাস টলিয়ে দিতে পারলে কাজ হয়, একেবারে সাধারণ ব্যাপারেও ভুল করে।

'একটা গুলি করার সুযোগ পাবে তুমি, বাওয়ার, মাত্র একটা,' সম্মোহনী সুরে বলল জন। 'শুধুই একটা! গুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেব তোমার দিকে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে রক্ষা নেই তোমার। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব। দেখলেই তো কিমেলের কী অবস্থা।'

হাসি ফুটল বাওয়ারের মুখে। উদ্দেশ্যপূর্ণ ভঙ্গিতে চোখ টিপল সে, তারপর সহানুভূতির সঙ্গে জনকে দেখল। 'চালটা মন্দ নয়, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কাজে দিত। হয়তো ডেগনারও ধন্দে পড়ে যেত। তবে কি-না ওই বয়সটা ফেলে এসেছি আমি, বুদ্ধি-শুদ্ধিও যথেষ্ট আছে আমার।

'মৃত্যুর জন্য তৈরি হও, জন ক্যালকিন!'

পনেরো

জেমস বাওয়ারের কথা শেষ হওয়ার আগেই লাফ দিয়েছে জন। ওকে নড়তে দেখে ট্রিগার টিপে দিল সে। জন আশঙ্কা করছিল বুলেট ফুটো করবে ওকে, কিন্তু কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা। পানিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ডুব দিল জন।

পানির উপরিভাগের চেয়ে গভীরে স্রোতের তীব্রতা বেশি। নিজ থেকে কিছু করতে হলো না, স্রোতই টেনে নিয়ে চলল ওকে। শরীর থেকে কোট খুলে ফেলল জন, বুট ছাড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে চলল।

মিনিট খানেক কষ্টে-সৃষ্টে থাকতে পারল, কিন্তু এরপর দম নেওয়ার জন্য মাথা তুলতেই হলো। পানির উপর জনের মাথা দেখে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল বাওয়ার। একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি। লম্বা একটা দম নিয়ে আবার ডুব মারল জন।

স্রোতের টান এখনও প্রচণ্ড। জনের ধারণা সত্যি হলে এই পানি ক্যানিয়নের তলা দিয়ে কাছাকাছি কোন উপত্যকায় বেরিয়ে গেছে। কিন্তু সত্যি না-হলে ভয়ঙ্কর বিপদ। কারণ পিস্তল হাতে হ্রদের কিনারে

অপেক্ষায় রয়েছে বাওয়ার।

টানেলের নীচে ঢুকে পড়ল জন। ঠিক এর উপরেই ক্যানিয়ন থেকে হ্রদে ঢোকার রাস্তা।

আলোর খুব অভাব। প্রতিটি সেকেন্ডকে মনে হচ্ছে এককে ঘণ্টা। দম নেওয়ার জন্য হাঁসফাঁস করছে বুক। আর থাকতে না-পেরে ভেসে উঠল জন।

ভূগর্ভস্থ টানেল এটা। অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে বয়ে গেছে পানির স্রোত। পানির লেভেল থেকে এক ফুট উপরে পাথুরে দেয়াল। লম্বা দম নিয়ে আবার ডুব দিল জন। যত দ্রুত সম্ভব অন্য প্রান্তে পৌঁছতে হবে। বাওয়ার নিশ্চয়ই জানে, সেক্ষেত্রে অন্য প্রান্তে নিজে উপস্থিত হতে পারে, কিংবা কাউকে পাঠিয়ে দিতে পারে।

প্রাণ ভয়ে দ্রুত সাঁতরাচ্ছে জন।

দম নেওয়ার জন্য একটু পর পানির উপর উঠল ও। প্রখর সূর্যের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ক্যানিয়নে পৌঁছে গেছে। ক্লান্ত দেহে পাড়ে উঠে বসল, হাঁপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য বিশ্রাম দরকার।

ডানদিকের পাহাড়ে একটা চলন্ত বিন্দু দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। রুথ। হ্যাঁ, পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠে যাচ্ছে মেয়েটা। পিছনে ধাওয়া করছে দু'জন লোক। ফ্লাইং-কের লোক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। রুথের সঙ্গে তাদের দূরত্ব অনুমান করে নিশ্চিন্ত বোধ করল জন। রুথকে ধরতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হবে। মেয়েটা পাহাড়ী অঞ্চলে বড় হয়েছে, এর নাড়ি-নক্ষত্র সবই জানে।

তবে একসময় ধরা পড়ে যাবে। আর এরই মধ্যে একটা কিছু করতে হবে।

হ্রদে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে জন। বাওয়ারকে মুক্ত অবস্থায় ঘুরতে দেওয়া যাবে না। সব ষড়যন্ত্রের হোতাকে রেখে অন্যদের দিকে মনোযোগ দিতে গেলে হয়তো চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে।

দম স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় না-থেকে উঠে দাঁড়াল জন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। পাথরের আড়ালে আড়ালে হ্রদের দিকে এগিয়ে চলল ও। আড়াল নেওয়ার দরকার অবশ্য ছিল না। দলবল নিয়ে রুথ ব্রেসওয়েলকে নিয়ে ব্যস্ত টেক গেন্ট্রি।

পাহাড়ে চড়ায় দক্ষ হলেও হাঁপাচ্ছে রুথ। বাপের সঙ্গে আশপাশে বহু পাহাড়ে চড়েছে ও, কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ভিন্ন। উদ্বেগ আর উত্তেজনা এর কারণ।

সরু পথ এঁকেবেঁকে চূড়ার দিকে উঠে গেছে। প্রায় হাজার ফুট উঠে এসেছে ও। গেন্ট্রিরা অনেক পিছনে পড়ে গেছে। সমস্যা হচ্ছে রুথের গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। একটা ভয় ক্রমে গ্রাস করছে ওকে, একসময় ওকে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে গেন্ট্রিরা, কারণ চূড়া থেকে অন্য কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। ঠিক এজন্যই ওর ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করছে না ফ্লাইং-কে ক্রুরা।

বিশ্রাম নিতে থামল রুথ, ঝোপের আড়ালে এক বোল্ডারে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল। যতক্ষণ বিশ্রাম নেবে, ততক্ষণে দূরত্ব আরও কমিয়ে ফেলবে শত্রুরা, কিন্তু ঝুঁকিটা নিতেই হচ্ছে। শরীর আর চলছে না। তবে লাভও হতে পারে। হয়তো ওকে দেখতে পাবে না গেন্ট্রিরা। ওকে যেহেতু এখন আর দেখতে পাচ্ছে না, আসলে কী ঘটল এ-নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে ওরা। ভাববে, সম্ভাবনা বিচার করবে। সব মিলিয়ে ওদেরও কিছু সময় নষ্ট হবে।

তবে যাই ঘটুক, ঠিকই উপরে উঠে আসবে ওরা।

আড়াল থেকে নীচের দিকে উঁকি মারল রুথ। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! ঠিক তখনই উপরের দিকে দৃষ্টি চালিয়েছিল টেক গেন্ট্রি, এবং রুথকে দেখেও ফেলল। চোখের পলকে গুলি করল লোকটা।

ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল রুথ। অনেক দূর দিয়ে চলে গেল গুলি দুটো।

উপরের দিকে তাকাল ও। সামনে একশো ফুট জায়গা ফাঁকা, তারপর ছড়ানো-ছিটানো বোল্ডার সারি। এখানে থাকা আর ঠিক হবে না ভেবে উঠে দাঁড়াল ও, লম্বা দম নিয়ে দৌড় দিল। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে গুলি হবে। তবে হলো না। এত উপরে ছুটন্ত টার্গেটে গুলি বেঁধানো প্রায় দুঃসাধ্য বলে গেন্ট্রিদের কেউই অযথা বুলেট অপচয় করল না। তা ছাড়া, সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যে ধরা পড়ে যাবে রুথ ব্রেসওয়েল।

একশো ফুট উঠতে ঘাম ছুটে গেল রুথের। এতটা পথ উঠতে যে পরিশ্রম হয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থায় পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে এরচেয়ে অর্ধেক আয়াসও লাগে না। বোল্ডারের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজল ও।

ধীরে ধীরে হলেও দূরত্ব কমে যাচ্ছে। আশঙ্কার কথা! আর কতক্ষণ টিকতে পারবে?

টানেলের অন্য প্রান্তে পৌঁছে সাবধানে উঁকি মারল জন ক্যালকিন। চেতনা ফিরে পেয়েছে মবি কিমেল, হ্রদের পানির উপর ঝুঁকে পড়ে হাত-মুখ পরিষ্কার করছে। জনের দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে বাওয়ার। ক্লিফের কিনারে ঝোপ থেকে বারো ফুট দূরে পড়ে আছে কিমেলের গানবেল্ট। বলা বাহুল্য পিস্তল সহ। আর জনের জোড়া কোল্টের একটা বাওয়ারের হাতে, হোলস্টারে অন্যটা।

কী করবে ভাবছে, এ-সময় জনের মনে হলো টানেলে ঢুকেছে কেউ। অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে।

'ধূর! কতক্ষণ এভাবে পাহাড় টপকানো যায়? চলো, বস্-কে গিয়ে বলি মেয়েটাকে পরেও ধরা যাবে,' ক্লান্ত স্বরে বলল একজন। 'রাত নামলে এমনিতে নেমে আসবে। ওপরে থাকতে পারবে না।'

টেক্স গেন্ট্রি! কণ্ঠ শুনে চিনতে পারল জন। একটু সরে গিয়ে

দেয়ালের সঙ্গে মিশে গেল ও, তারপর গুহার মত বড়সড় গর্তে ঢুকে পড়ল। অন্ধকারের কারণে পাশ দিয়ে চলে গেলেও কারও চোখে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কম।

উঁকি দিয়ে দেখল অপেক্ষাকৃত আলোকিত জায়গায় রয়েছে ফ্লাইং-কে ক্রুরা, দ্রুত পায়ে এদিকে আসছে। সবার সামনে গেন্ট্রি, পিছনে আরও তিনজন।

হ্রদের পাড়ে, অর্থাৎ সামনে দু'জন, আর পিছনে চারজন। উঁহুঁ, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চট করে গুহা থেকে বেরিয়ে এল জন, তারপর দ্রুত পায়ে এগোল ক্লিফের কিনারার দিকে, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে পা ফেলছে।

কিন্তু ফাঁকি দিতে পারল না বাওয়ারকে। হালকা পদশব্দ পেয়ে ফিরে তাকাল সে, জনকে দেখে ছানাবড়া হয়ে গেল চোখ। তবে বিস্ময়টা খুবই দ্রুত সামলে নিল, পরমুহূর্তে পিস্তল তুলেই গুলি চালাল।

ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে কিমেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পড়ে থাকা গানবেল্টের উদ্দেশে ডাইভ দিয়েছে জন।

'পিস্তলটা দাও আমাকে,' চিৎকার করে বাওয়ারকে নির্দেশ দিল কিমেল। 'জলদি!'

কোল্টটা ছুঁড়ে মারল লইয়ার। শূন্যে ওটা লুফে নিল ফ্লাইং-কে মালিক, মাযলের দিকটা মুঠোয় চেপে ধরেছে। ঘুরিয়ে শক্ত হাতে বাঁট চেপে ধরল, তারপর নিশানা করল জনের দিকে। ততক্ষণে গড়িয়ে ঝোপের কাছে চলে গেছে জন, বাম কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে ওর। বাওয়ারের গুলি এবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

দু'পা পাশে সরে গেল মবি কিমেল। টার্গেট হিসাবে জনকে জুত মত পেতে চায়। আরেক পা সামনে বাড়াল, কিন্তু হঠাৎ বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ল যেন, ঝাঁকি খেয়ে থমকে দাঁড়াল। অবিশ্বাস নিয়ে বুকের দিকে তাকাল সে, দেখল ছোট্ট একটা ফুটো তৈরি হয়েছে হৃৎপিণ্ডের পাশে। গড়গড় করে রক্ত বেরোতে শুরু করল। কিন্তু তারপর কী

হলো জানতে পারল না মবি কিমেল। নিজের রক্তে তৈরি ছোটখাট একটা পুকুরের মধ্যে মারা গেল সে।

এদিকে টানেলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে গেন্ট্রিরা।

চট করে একটা বুদ্ধি খেলে গেল জনের মাথায়। ঝোপ ছেড়ে বেরিয়ে এল ও। বাওয়ারের জন্য লোভনীয় টার্গেট, এক মুহূর্তও দেরি করল না সে। ইতোমধ্যে হোলস্টার থেকে দ্বিতীয় পিস্তল তুলে নিয়েছে।

শেষ মুহূর্তে ঝাঁপ দিল জন। এবারও বাওয়ারের গুলিকে ফাঁকি দিতে সক্ষম হলো। ঝোপ ভেদ করে ক্লিফের গায়ে লাগল গুলি। ঠিক পাশেই টানেলের মুখ। দুদ্দাড় করে খোলা জায়গায় ছুটে এল গেন্ট্রিরা। সবার হাতে পিস্তল।

দুই পক্ষই অতি উত্তেজনার বশে এক চোট গোলাগুলি সেরে নিল। সেকেন্ড তিনেক পর যখন ভুল ভাঙল, ততক্ষণে ভরাডুবি হয়ে গেছে। বুমেরাং! একটা গুলি খেয়েছে বাওয়ার, এদিকে জনের গুলিতে খতম হয়ে গেছে দুই ফ্লাইং-কে ক্রু।

হ্রদের অন্য প্রান্তের দিকে খিঁচে দৌড় লাগাল জেমস বাওয়ার, বুঝে ফেলেছে জনের এবারকার গুলি তার দিকে ছুটে আসবে।

ছোটার মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে গেছে টেক গেন্ট্রি, জেমস বাওয়ারকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে সঙ্গীদের গুলি থামানোর নির্দেশ দিল। তারপর পাশ ফিরে তাকাল। বাজি রেখে বলতে পারবে শুধু বাওয়ার নয়, অন্য কেউও গুলি করেছিল।

'অস্ত্রগুলো ফেলে দাও,' একটু পিছনে, ডান দিক থেকে ভেসে এল গম্ভীর একটা কণ্ঠ। 'চালাকি করতে যেয়ো না, গেন্ট্রি। স্রেফ ফুটো হয়ে যাবে তা হলে।'

ইতস্তত করল ফ্লাইং-কে ফোরম্যান।

'কী হলো? দাঁড়িয়ে থেকে গুলি খাবে?' পিছন থেকে খেঁকিয়ে উঠল জন।

'ঠিক আছে, ফেলছি,' কৃত্রিম ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল গেন্ট্রি। 'ভুল

করে গুলি করে ফেলো না যেন!' বলে চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল সে, হাতের পিস্তল তুলে গুলি করার জন্য টার্গেট খুঁজল। কিন্তু নিজেই টার্গেট হয়ে গেল সে। কপালে ত্রিনয়নের সৃষ্টি করে মগজে ঢুকে গেল বুলেট। শরীরটা ভূপতিত হওয়ার আগেই এই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেল টেক গেন্ট্রি।

দ্রুত অস্ত্র ফেলে দিল অন্য লোকটা।

টানেলে ভ্যান রিডলের কণ্ঠ শোনা গেল, ছুটে আসছে ক্রুদের নিয়ে। অন্তত চারজন হবে। স্বস্তি বোধ করল জন। রুথকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। জনের ব্যাপারে লিনিং-বি ফোরম্যানের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, ওদের উপস্থিতিতে নিরাপদ মেয়েটা।

'এখনও দাঁড়িয়ে আছ যে?' জানতে চাইল জন। 'রিডল যদি তোমাকে এখানে পায়, চাবকে পিঠের ছাল তুলে ফেলবে। যত জোরে পারো ছুটতে থাকো।'

বলতে দেরি কেবল, সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে শুরু করল লোকটা। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল জন। হ্রদের পাড়ে পড়ে থাকা মবি কিমেলের পাশে চলে এল। ঝুঁকে নিজের পিস্তলটা তুলে নিয়ে কিমেলেরটা পাশে রেখে দিল ও। বাওয়ারের কী হলো, দেখতে হচ্ছে।

জনের জন্য একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। আবিষ্কার করল রিডল বা লিনিং-বি ক্রুদের কাছে ভিন্ন এক মানুষে পরিণত হয়ে গেছে ও। সবাই ওর সঙ্গে হাত মেলাতে উদ্‌গ্রীব। আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করল ওরা, দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল।

কী ঘটেছে শুনে এগোল জন, জেমস বাওয়ারকে ধরতে হবে।

যা ভেবেছিল, তাই দেখল। ইন্ডিয়ান মূর্তি হাতড়াচ্ছে জেমস বাওয়ার। এত ব্যস্ত যে জনের উপস্থিতি টের পায়নি।

'ওখানে কিছু নেই, মি. লইয়ার,' মৃদু স্বরে বলল জন।

স্থাণুর মত স্থির হয়ে গেল বাওয়ার, আড়ষ্ট দেহে সিধে হলো সে।

তারপর ঘুরে দাঁড়াতে গেল।

'উঁহুঁ, এখনই নয়,' নির্দেশ দিল জন। 'পিস্তলটা কোমরের বেল্টের সঙ্গে গুঁজে রেখেছ? ওটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দাও।'

'বেশ...' হতাশ কণ্ঠে বলল আইনজ্ঞ, ডান হাত নড়ে উঠল তার, কোমরের কাছে চলে গেল। পরমুহূর্তে ঘুরে দাঁড়াল ক্ষিপ্র বেগে।

কখনও কখনও অতি বুদ্ধিমান মানুষও বোকার মত কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। জেমস বাওয়ারের ক্ষেত্রেও তাই হলো। পরিণামটা অবশ্য তত মারাত্মক হলো না, স্রেফ জনের সতর্কতার জন্য।

বাওয়ারের উদ্দেশ্য ধরতে অসুবিধা হয়নি জনের। পিস্তল হাতে তাকে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দিল, নিশানাও করতে দিল, তারপর ড্র করল ও। কোমরের কাছ থেকে করল গুলিটা। জেমস বাওয়ারের ডান কাঁধ গুঁড়িয়ে গেল। বুলেটের ধাক্কায় টলে উঠল সে, নিশানাও নড়ে গেল। বুলেটটা জনের দু'হাত সামনে মাটিতে ধুলো চটকেছে।

'খায়েশ মিটেছে?' জানতে চাইল জন। 'নাকি এবার অন্য কাঁধটা ফুটো করব?'

থরথর করে কাঁপছে বাওয়ার, বুঝে গেছে তাকে দিয়ে আর হবে না। শিথিল মুঠি থেকে খসে পড়ল পিস্তলটা। বাম হাতে রক্তাক্ত কাঁধ চেপে ধরে ধপ্ করে মাটিতে বসে পড়ল। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ।

দৌড়ে সেখানে পৌঁছে গেল রিডলরা।

'সব দেখছি তুমি একাই সেরে ফেলেছ!' অনুযোগ রিডলের কণ্ঠে। 'ডাস্টি, **বাওয়ার**কে আচ্ছামত বেঁধে ফেলো। ঝুলিয়ে দিতে পারলে খুব শান্তি পেতাম, কিন্তু আসামী হিসাবে ওকে শহরে নিয়ে গেলে যে-দৃশ্যটা হবে, তাতে বোধহয় দুঃখটা পুষিয়ে যাবে। কী বলো, জন?'

দৃশ্যটা কল্পনা করে আনন্দ পেল না জন। একজন আইনের লোক

ঘৃণ্য অপরাধীর বেশে নিজের শহরে ঢুকবে, এরচেয়ে বড় অপমানের ঘটনা আর হয় না। কিন্তু কারও কিছু করার নেই। মবি কিমেলের সঙ্গে জড়ানোর মুহূর্তেই নিজের নিয়তি লিখে ফেলেছিল বাওয়ার। কোর্টরূমে সেও বড় গলায় দাবি করত: ন্যায় প্রতিষ্ঠা পায় সবসময়। আইনের হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

জলজ্যান্ত উদাহরণ হিসাবে কথাটার যথার্থতা প্রমাণ করতে যাচ্ছে জেমস বাওয়ার।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার । যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com